চতুর্দ্দশ বর্ষ [১৩৩৩—পৌষ ;] সপ্তম উপন্যাস

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত

'রহস্য-লহরী'

উপন্যাস-মালার

১০৮ নং সচিত্র উপন্যাস

বন্দিনী রাজনন্দিনী

[প্রথম সংস্করণ]

২-এ, অক্রুর দত্ত লেন, কলিকাতা
'রহস্য-লহরী বৈদ্যুতিক মেসিন-প্রেসে'
শ্রীদিব্যেন্দ্রকুমার রায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

রহস্য-লহরী কার্য্যালয়—
মেহেরপুর, জেলা নদীয়া।
এই খণ্ডের পূর্ণ মূল্য এক টাকা চারি আনা।

পরম পূজ্যপাদ

শ্রীযুক্ত রাজা প্রমথনাথ মালিয়া

মহোদয় শ্রীচরণকমলেষু—

মহাত্মন,

একদিন সায়ংকালে হাবড়ার প্রাসাদের বিদ্যুতালোকিত সুপ্রশস্ত সুশীতল অলিন্দে বসিয়া প্রসঙ্গক্রমে বয়স খতাইয়া দেখা গেল—আমরা সমবয়স্ক ; কিন্তু জ্ঞানে আপনি আমার গুরু, চরিত্রবলে আদর্শ স্থানীয়, স্নেহে উদারহৃদয় অকৃত্রিম সুহৃদ, এবং আমার কল্যাণ-সাধনে চির-করুণাময় দেবতা-তুল্য। আপনি ত জানেন স্বহস্তরোপিত ও সযত্নবর্দ্ধিত বৃক্ষের প্রথম ফল আমরা দেবচরণেই অর্পণ করি। নব-প্রতিষ্ঠিত 'রহস্য-লহরী-প্রেসে'র প্রকাশিত সর্ব্ব প্রথম গ্রন্থ—'বন্দিনী রাজনন্দিনী' আপনারই শ্রীচরণে সমর্পণ করিলাম। আমার এই 'গঙ্গাজলে গঙ্গা-পূজা'য় আপনি প্রীতিলাভ করিলে আমার পূজা সার্থক হইবে। ভক্তিই নিঃসম্বল পূজারীর একমাত্র পূজোপচার। আশা করি পিতৃহীনা, বিপন্না 'বন্দিনী রাজনন্দিনী' আপনার স্নেহ ও সহানুভূতি লাভের অযোগ্যা বিবেচিত হইবে না।

চিরানুগত সেবক

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

সম্পাদকের বক্তব্য

'রহস্য-লহরী' উপন্যাস-মালার চতুর্দ্দশ বর্ষ পূর্ণ হইতে চলিল। ডাকমাশুলের হার পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইলে, আমরা দুই মাসের দুইখানি উপন্যাস এক সঙ্গে প্রকাশিত করিয়া, একত্র গ্রাহকগণের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম; নতুবা প্রত্যেক পুস্তকের জন্য রেজেষ্ট্রী-খরচা (পূর্ব্বে যাহা লাগিত না) ও ভিঃ-পি-মনিঅর্ডারের কমিশন (পূর্ব্বের তুলনায় এখন দ্বিগুণ) স্বতন্ত্র ভাবে দিতে হইত। কিন্তু এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইবার পর এ পর্য্যন্ত 'রহস্য-লহরী'র গ্রাহকগণ একবারও নিয়মিত সময়ে পুস্তক প্রাপ্ত হন নাই। দুই মাসের স্থানে কখন তিন মাস, কখন সাড়ে তিন মাস অন্তর এক একজোড়া উপন্যাস গ্রাহকগণের হস্তগত হইয়াছে। যথানিয়মে পুস্তক প্রকাশিত না হওয়ায়, সম্বৎসরে বারখানির স্থলে আট নয়খানির অধিক পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। গ্রাহকগণ বৎসরে তিন চারিখানি পুস্তক কম পাইয়াছেন; আমরাও প্রতি বৎসর তিন চারিখানি পুস্তকের মূল্যে বঞ্চিত হইয়াছি। এই ক্ষতি অল্প নহে। ইহার উপর এইরূপ অনিয়মিত ভাবে পুস্তক-প্রকাশে বিরক্ত হইয়া বহু গ্রাহক অনুযোগ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন; অনেকে গ্রাহক-তালিকা হইতে তাঁহাদের নাম পর্য্যন্ত অপসারিত করিয়াছেন। 'রহস্য-লহরীর' প্রতি গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের সহানুভূতি ও অনুকম্পার অভাব নাই, পুস্তক ছাপাইয়া পাঠাইলেই তাঁহারা মূল্য দিয়া গ্রহণ করেন; তথাপি তাহা আমরা নিয়মিত সময়ে প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে পারি নাই। এজন্য গ্রাহকগণ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন; আমরা নানা ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। এই ক্ষতির জন্য প্রধানতঃ প্রেসই দায়ী! পাঠক পাঠিকাগণের মনোরঞ্জনের জন্য 'রহস্য-লহরী'র উপন্যাসসমূহের পাণ্ডুলিপি নিয়মিত ভাবে প্রস্তুত রাখিতে আমরা কোনও দিন ঔদাসীন্য প্রকাশ করি নাই; প্রেসের ত্রুটিতে অনেকগুলি পুস্তক যথাসময়ে ছাপা না হওয়ায়, তাহাদের পাণ্ডুলিপিগুলি সঞ্চিত রহিয়াছে।

কলিকাতার যে প্রেসে এই সুদীর্ঘকাল 'রহস্য-লহরী' ছাপা হইয়াছে, সেই প্রেস

হইতে প্রেসের মালিকগণের ও একখানি বৃহৎ মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়; এতদ্ভিন্ন অনেক পুস্তক এবং সাম্প্রদায়িক মাসিক পত্রাদিও নিয়মিত ভাবে সেই প্রেসে ছাপা হইয়া থাকে। নিজেদের মাসিক পত্রিকা প্রতি মাসে নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রকাশের জন্য তাঁহারা 'রহস্য-লহরী'র কাজ অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ রাখিতেন; তাঁহাদের কাগজের গ্রাহকগণের মত 'রহস্য-লহরী'র গ্রাহকেরাও নির্দ্দিষ্ট সময়ে পুস্তক পাইবার দাবী রাখেন, একথা তাঁহারা ভুলিয়া যাইতেন! 'রহস্য-লহরী' ত হাতেই আছে, নগদ টাকার কাজ শীঘ্র শেষ না করিলে—সেই কাজগুলি যে হাত-ছাড়া হয়, তাহাও আগেই করিতে হইবে—'রহস্য-লহরী'-প্রকাশে দুই মাস বিলম্ব হইলেও তাঁহাদের ত ক্ষতি নাই; সুতরাং বৈশাখের 'রহস্য-লহরী' শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হইলেও তাঁহাদের লজ্জিত হইবার কারণ ছিল না। যাঁহাদের এক এক-খানি প্রতিষ্ঠাপন্ন মাসিক পত্রিকা আছে—তাঁহাদেরই এক একটি প্রেস আছে; ঘরের কাজ ফেলিয়া-রাখিয়া, বা নগদ টাকার 'ছুটো' কাজের মায়া ত্যাগ করিয়া, তাঁহারা বাঁধা-খরিদ্দারের কাজ নির্দ্দিষ্ট সময়ে শেষ করিয়া দিবেন—ইহা প্রত্যাশা করা মূঢ়তা মাত্র।

এই সকল কারণে আমরা অনেক দিন হইতেই 'রহস্য-লহরী'র জন্য কলিকাতায় একটি 'বৈদ্যুতিক মেসিন-প্রেস' প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উৎসুক ছিলাম। দীর্ঘ-কাল হইতে এজন্য চেষ্টারও ত্রুটি করি নাই; কিন্তু 'রহস্য-লহরী'র গ্রাহকগণের প্রদত্ত অর্থে এই চেষ্টা সফল হইবার উপায় ছিল না। আমরা সন্ধান লইয়া পরে জানিতে পারিয়াছি,—আমাদিগকে মফস্বলে থাকিয়া 'রহস্য-লহরী' সম্পাদন করিতে হইত বলিয়া প্রকাশিত পুস্তকের ভার কলিকাতায় যাঁহার হস্তে ন্যস্ত ছিল, তিনি আমাদের অজ্ঞাতসারে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া রাশি রাশি পুস্তক ইচ্ছামত বিক্রয় করিয়াছেন; কিন্তু না বলিয়া গ্রহণের বিদ্যা ধরা পড়িবার ভয়ে আমাদের নিকট কখন কোন হিসাব দাখিল করেন নাই। আমরা পুস্তক প্রকাশের সকল ব্যয় অতি কষ্টে বহন করিলেও তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আমাদের শ্রমের ফল আত্মসাৎ করিয়াছে! বস্তুতঃ, হিতৈষী ও সজ্জন বলিয়া যাঁহার প্রতি আমাদের গভীর বিশ্বাস ছিল—তাঁহারাই রক্ষক হইয়া ভক্ষক হওয়ায়, ক্রমাগত

আমাদিগকে প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে; এইজন্য, 'রহস্য-লহরী' উপন্যাস-মালায় শতাধিক পুস্তক প্রকাশিত ও বিক্রীত হইলেও, এ পর্য্যন্ত প্রেস-স্থাপনের উপযুক্ত সম্বল সঞ্চিত হয় নাই।—কিন্তু এইরূপ প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যেও 'রহস্য-লহরী'র নিজস্ব প্রেস স্থাপনের আবশ্যকতা অনুভূত হইয়াছিল।

'রহস্য-লহরী'র হিতৈষী গ্রাহকবর্গের মধ্যে লক্ষপতির সংখ্যা অল্প নহে; কিন্তু তাঁহাদের নিকট 'রহস্য-লহরী'র প্রেস-স্থাপনের জন্য সহায়তা প্রার্থনা করিয়া ফল-লাভের আশা ছিল না। কেনই বা তাঁহারা সাহায্য করিবেন? সাহিত্যের হিতের জন্য বা উন্নতি কামনায় ইহার অভাব দূর করিবেন—এরূপ বিদ্যাসাগর বা দেশবন্ধু-চিত্তরঞ্জন কি বাঙ্গালায় আর কেহ আছেন?—এইজন্যই 'রহস্য-লহরী'র ধনাঢ্য পৃষ্ঠপোষক মহোদয়গণের দ্বারস্থ হইতে সাহস হয় নাই। একাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের যে অনুকম্পা ও সহানুভূতি লাভ করিয়াছি—সেইজন্যই আমরা তাঁহাদের নিকট যথেষ্ট কৃতজ্ঞ।

কিন্তু মানুষের অক্লান্ত চেষ্টা, যত্ন, পরিশ্রম ও অবিচলিত সাধনা প্রায়ই ব্যর্থ হয় না। ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া একান্ত মনে তাঁহার আশীর্ব্বাদ ও অনুকম্পা প্রার্থনা করিলে—যদি নিতান্ত অসঙ্গত প্রার্থনা না হয়—তাহা নিশ্চয়ই তিনি পূর্ণ করেন, জগতে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। 'রহস্য-লহরী'র সঙ্কল্পিত প্রেসের জন্য একটি 'ডবল ক্রাউন্' প্রিণ্টিং মেসিন ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ছাপাখানার সরঞ্জাম-বিক্রেতা জন ডিকিন্‌সন কোম্পানীর দোকানে সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলাম—'পেইন এণ্ড সন্সের' ঐরূপ একটি নূতন মেসিনের মূল্য সাত হাজার টাকা। ইহার উপর বৈদ্যুতিক লাইন, মোটর, টাইপ, কেস, র‍্যাক, গেলি, চেস্ ও অন্যান্য সরঞ্জামের ব্যয়ও তিন হাজার টাকার কম নহে! দরিদ্র 'রহস্য-লহরী'র পক্ষে দশ সহস্র মুদ্রা সংগ্রহ করা স্বপ্নেরও অতীত।—সুতরাং প্রেস স্থাপনের আশা শূন্যে বিলীন হইল।

আশার অবসান হইল বটে, কিন্তু তখনও নিরুৎসাহ বা নিশ্চেষ্ট হইলাম না; একান্ত মনে ভগবানকে ডাকিয়া কত বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিলাম। মনে হইল—যাঁহার কৃপায় মূক বাক্‌শক্তি লাভ করে, পঙ্গু গিরিলঙ্ঘনে সমর্থ হয়, তিনি

কৃপা করিলে আমাদের পক্ষেও এই অসাধ্যসাধন অসম্ভব হইবে না। বিপদে পড়িয়া মনে হয় বটে—ভগবান আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি আমাদিগকে মুহূর্ত্তের জন্যও ত্যাগ করেন না। তিনি ত্যাগ করিলে আমরা কি এক দিনও জীবন-ভার বহন করিতে পারিতাম? মর্ম্মান্তিক দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে পারিতাম?—ভীষণ গ্রীষ্ম, যেন প্রলয়ানলে সমগ্র প্রকৃতি দগ্ধ হইতেছে; আকাশে যেন দ্বাদশ সূর্য্যের আবির্ভাব হইয়াছে! বৃষ্টির অভাবে দরিদ্র কৃষিজীবীর কর্ষিত ক্ষেত্রে বীজ বপনের সময় উত্তীর্ণ-প্রায়; সে মরুবৎ শুষ্ক, উত্তপ্ত ক্ষেত্রের দিকে চাহিয়া হতাশ ভাবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। নদীবক্ষ পঙ্ক পূর্ণ; সরোবর, তড়াগ, পুষ্করিণী, কূপ জলহীন, শুষ্ক; গ্রাম্য বধূ শূন্য-কলস-কক্ষে, নিরাশা-কম্পিত-বক্ষে সজল চক্ষে গৃহে ফিরিতেছে। ধূসর আকাশ মেঘ-সংস্পর্শহীন, গ্রামবাসীগণ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে, "কোথায় জল! কোথায় জল!"—কিন্তু আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র নাই; বৃষ্টির সুদূর সম্ভাবনাও নাই। সকলেই মনে করিতেছে,—"বিধাতা বিমুখ হইয়াছেন, তিনি আমাদের পরিত্যাগ করিয়াছেন; আর রক্ষা নাই!"

কিন্তু বিধাতার বিধান মানব বুদ্ধির অগোচর। হঠাৎ একরাত্রে গগনমণ্ডল গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ জলদজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া মুষলধারে বর্ষণ আরম্ভ হইল। ভগবান 'ছাপ্পর ফাড়িয়া' তৃষিতের আকাঙ্ক্ষার ধন মুক্তহস্তে বিতরণ করিতে লাগিলেন। নদী, নালা, ডোবা, পুষ্করিণী জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; সকলেরই মুখে হাসি ফুটিল। সকলে বুঝিল বিধাতা তাহাদিগকে ত্যাগ করেন নাই, কখন তিনি ত্যাগ করেন না।—ভাগ্যদোষে আমরা দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া তাঁহার উপর বিশ্বাস হারাই।

'রহস্য-লহরীর ভাগ্যেও এইরূপ ঘটিয়াছে।—আমরা যখন বিপন্ন ও রহস্য-লহরীর জন্য 'প্রিণ্টিং-মেসিন' ক্রয়ে হতাশ হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতেছিলাম, সেই দুর্দ্দিনে 'রহস্য-লহরীর' কোন মহানুভব পৃষ্ঠপোষক, আমাদের দুর্দ্দিনের বন্ধু, দেব-চরিত্র লক্ষপতি ভূম্যধিকারী বহুমূল্যে একটি উৎকৃষ্ট (পেইনের) 'প্রিণ্টিং-মেসিন' ক্রয় করিয়া 'রহস্য-লহরী'-প্রেসের জন্য আমাদের হস্তে অর্পণ করিলেন। বিস্ময়ের

বন্দিনী রাজনন্দিনী

সূচনা

প্রথম সাক্ষাৎ

সুবিখ্যাত ডিটেক্টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেকের সহকারী স্মিথ ভিনিসিয়া হোটেল হইতে বাহির হইয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন বসন্ত কাল। স্মিথ সম্মুখে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া পিকাডেলির অদূরবর্ত্তী পার্কের শ্যামল শস্পশোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ঈষদুষ্ণ সুখস্পর্শ সমীরণ উদ্যানস্থিত প্রস্ফুটিত কুসুমরাশির সৌরভ বহন করিয়া স্মিথের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। সেই মধুর প্রভাত কালে বিবিধ যানের চক্রোৎক্ষিপ্ত ও পথিকগণের পদতাড়িত ধূলিরাশি পথের চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত ও বিকীর্ণ হইয়া বায়ুস্তর তখনও ভারাক্রান্ত করে নাই। লণ্ডনের রাজপথে তখনও অধিকসংখ্যক পথিকের গতিবিধি আরম্ভ হয় নাই।

স্মিথের মনে হইল—এই সুখময় বসন্ত কালে আরণ্য প্রকৃতির শোভা কি মনোরম! অরণ্য-বিহারের ইহাই উপযুক্ত সময়। শত শত সুকণ্ঠ বিহঙ্গের শ্রুতি সুখকর মনোহর কাকলী, নানা জাতীয় বন-কুসুমের সুমিষ্ট সৌরভ, বহু পার্ব্বত্য নির্ঝর-পুষ্ট বঙ্কিমকায়া গিরিতরঙ্গিনীর অশ্রান্ত কুলুধ্বনি—প্রভৃতির স্মৃতি স্মিথের হৃদয়ে মোহের সঞ্চার করিল। তাহার ইচ্ছা হইল—সে কয়েক দিনের জন্য ধূলিপটলসমাচ্ছন্ন, জনকোলাহল-মুখর লণ্ডনের কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পল্লীপ্রকৃতির মুক্ত অঞ্চলচ্ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে স্মিথ একখানি ট্যাক্সির সন্ধানে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াছে—এমন সময় একখানি সুদৃশ্য ও সুসজ্জিত বহুমূল্য মোটরশকট ভিনিসিয়া হোটেলের সম্মুখে আসিয়া থামিল।

স্মিথ তখন অন্যমনস্ক থাকিলেও, মুখ তুলিয়া সেই শকটের আরোহীদের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। সে দেখিল—একজন আরোহী প্রৌঢ়; তাঁহার মুখে পাকা দাড়ি গোঁফ। তাঁহার আকার-প্রকার দেখিয়া স্মিথের ধারণা হইল বিদেশী হইলেও তিনি সম্ভ্রান্তবংশীয়, আমীরি-ভাব তাঁহার চোখে মুখে পরিস্ফুট। তাঁহার পার্শ্বে একটি তরুণী উপবিষ্ট ছিল। তাহাকে দেখিয়া স্মিথ এতই বিস্মিত হইল যে, সে প্রশংসমান নেত্রে সেই তরুণীর মুখের দিকে চাহিয়া হঠাৎ দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না। স্মিথের অনুমান হইল—তাহার বয়স সতের বৎসরের অধিক নহে। সেরূপ অপরূপ সুন্দরী সে পূর্ব্বে কোনও দিন দেখিয়াছে কি না স্মরণ করিতে পারিল না। সেই তরুণী যেন নিখিল সৌন্দর্য্যের আধার নববসন্তের মোহিনী মানসী মূর্ত্তি! প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় তাহার মুখ—কোমলতা মধুরতা ও পবিত্রতার আধার। তাহার কণ্ঠের নিম্নে যে নববিকশিত পার্মা-ভায়োলেট কুসুমগুচ্ছ শোভা পাইতেছিল, তাহারই অনুরূপ সুনীল তাহার চক্ষু-তারকা; অধরোষ্ঠ প্রবালের ন্যায় সুলোহিত, আমাদের দেশের কবির ভাষায় —তরুণী বিম্বাধরোষ্ঠী। নাসিকা সুগঠিত, এবং ভ্রূযুগল যেন তুলিকাদ্বারা অতি সাবধানে অঙ্কিত। তাহার চিবুকের গঠনভঙ্গিও মনোহর, তাহাতে চিত্তের দৃঢ়তা পরিস্ফুট। মস্তকে স্বর্ণাভ নিবিড় কেশদাম, তদ্দারা কর্ণদ্বয় আবৃত, কিন্তু কর্ণের নিম্নাংশ অল্প অল্প দেখা যাইতেছিল।

তরুণী মুখ তুলিয়া পথের দিকে চাহিতেই স্মিথের সহিত তাহার দৃষ্টিবিনিময় হইল। তাহার দৃষ্টিপাতে স্মিথ লজ্জায় চোখ মুখ রাঙ্গা করিয়া মুখ নামাইল। স্মিথের মনে হইল তরুণীর মুখের দিকে ওভাবে চাহিয়া থাকা বড়ই অশোভন হইয়াছে; তরুণী তাহাকে হয় ত কতই অভদ্র মনে করিয়াছে! কিন্তু সে ত তাহার মুখের উপর মূঢ়ের ন্যায় রূঢ় দৃষ্টিপাত করে নাই, তবে তাহার লজ্জার কারণ কি, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। তথাপি অপরিচিতা তরুণীর কোমল দৃষ্টিপাতে সে বিব্রত হইয়া উঠিল।

স্মিথের ধারণা হইল—সেই প্রৌঢ়টি তরুণীর পিতা বা পিতৃস্থানীয় অভিভাবক অল্পক্ষণ পরে একজন পরিচারক সসম্ভ্রমে শকটদ্বার উদ্ঘাটিত করিলে

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি শকট হইতে অবতরণ করিলেন ; তরুণীও তাঁহার পশ্চাতে নামিয়া পড়িল। দুই এক মিনিটের মধ্যেই তাঁহারা ভিনিসিয়া হোটেলে প্রবেশ করিলেন। মোটরখানি তৎক্ষণাৎ দূরে চলিয়া গেল।

স্মিথ সেই স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়া সতৃষ্ণ নয়নে একবার পশ্চাতে হোটেলের দ্বারের দিকে চাহিল। তরুণীকে সঙ্গে লইয়া ভদ্রলোকটি তখন অদৃশ্য হই ও পার্মা-ভায়োলেট কুসুমের সুমিষ্ট সৌরভ স্মিথের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিতেই সে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইল—যে প্রস্ফুটিত পার্মা-ভায়োলেট কুসুমস্তবক তরুণীর কণ্ঠনিম্নে আবদ্ধ ছিল—তাহা ভিনিসিয়া হোটেলের সোপান প্রান্তে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতেছে! স্মিথ তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সেই পুষ্পগুচ্ছ তুলিয়া লইল। সে তাহা লইয়া কি করিবে, ইহা প্রথমে স্থির করিতে পারিল না ; পরে তাহার ইচ্ছা হইল—তরুণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পুষ্পগুচ্ছটি তাহাকেই দিয়া আসিবে ; কিন্তু তরুণী তখন হোটেলে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার সহিত সাক্ষাতের উপায় কি ?

মুহূর্ত্ত পরে হোটেলের দ্বাররক্ষী দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া তাহার আসন গ্রহণ করিল। স্মিথ তাহাকে চিনিত ; কারণ নানা উপলক্ষে স্মিথকে ভিনিসিয়া হোটেলে আসিতে [illegible]। স্মিথ দ্বাররক্ষীর সম্মুখে [illegible] তাহাকে বলিল "দেখ ফিলিপ্‌স, কয়েক মিনিট পূর্ব্বে একটা প্রৌঢ় ভদ্রলোক একটি যুবতীকে সঙ্গে লইয়া তোমাদের হোটেলে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহারা কে বলিতে পার ?"

দ্বাররক্ষী স্মিথের মুখের উপর কটাক্ষপাত করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল "তাঁহাদের পরিচয় জানিবার জন্য আপনারই বা এত আগ্রহের কারণ কি বলিতে পারেন ? না, আপনি নিশ্চয়ই তাহা বলিবেন না ; কিন্তু আপনি না বলিলেও আপনার কৌতূহল দূর করিতে আমার আপত্তি নাই। আমি উঁহাদের চিনি।—আপনি যে বুড়াটির কথা বলিলেন—উনি রামালিয়া রাজ্যের রাজার ভাই প্রিন্স রাডিস্লভ ; আর তাঁহার সঙ্গিনী তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী রাজকুমারী নাতালী। শুনিয়াছি রাজকুমারী নাতালীই এখন পিতৃসিংহাসনের উত্তরাধি

কারিণী। বামালিয়া আমার হাতের থাবার মত ছোট একটি স্বাধীন রাজ্য, অত ছোট রাজ্য ইউরোপে আর আছে কি না জানি না।"

স্মিথ বলিল, "ধন্যবাদ ফিলিপ্‌স! আমি বামালিয়া রাজ্যের এক-আধটু খবর রাখি। উনিই সেই রাজ্যের রাজকুমারী? হাঁ, রাজকুমারীর মতই চেহারা বটে!"

দ্বাররক্ষী বলিল, "ঐ ভায়োলেট-ফুলগুলি কি তাঁহার জন্য লইয়া যাইবেন?"

স্মিথ লজ্জিত ভাবে বলিল, "না থাক, ওগুলি আমি নিজের জন্যই রাখিব।"

স্মিথ তৎক্ষণাৎ পথে ফিরিয়া আসিল, তাহার পর পিকাডেলির দিকে চলিল। "আমাকে কয়েক দিনের জন্য পল্লীভ্রমণে যাইতেই হইবে, বারোবছর সহরে কাটাইয়া হাঁপাইয়া উঠিয়াছি। কর্তার নিকট হপ্তাখানেকের ছুটীর দরখাস্ত করিব; তিনি নিশ্চয়ই ছুটী দিবেন।"—মনে মনে এই কথা বলিয়া স্মিথ দ্রুত পদে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল।

বন্দিনী রাজনন্দিনী

আখ্যায়িকা-আরম্ভ

প্রথম কল্প

রাজনন্দিনীর গুপ্তকথা

"কি চমৎকার দৃশ্য !"

স্মিথ একটি অত্যুচ্চ গিরিশিখরে দাঁড়াইয়া মুগ্ধনেত্রে চারি দিকের রমণীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আনন্দে উৎসাহে এই কথা বলিয়া উঠিল। তাহার সম্মুখে নানা জাতীয় প্রস্ফুটিত বনকুসুম-সমাচ্ছন্ন শ্যামল বৃক্ষলতা-পরিশোভিত সুপ্রশস্ত উপত্যকা, পদপ্রান্তে স্বচ্ছসলিলা গিরিনির্ঝর, এবং পশ্চাতে পার্ব্বত্য পথ আঁকিয়া-বাঁকিয়া গিরিশিখর পর্য্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে। স্মিথ সেই পথে উঠিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল। সে মিঃ ব্লেকের নিকট এক সপ্তাহের বিদায় গ্রহণ করিয়া এস্থিটারে গমন করিয়াছিল; সেই স্থান হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে এখানে আসিয়াছে। এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শনে হৃদয় মুগ্ধ হয় শুনিয়াই এখানে আসিবার জন্য তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছিল।

কুসুমসৌরভবাসিত নির্ম্মল বায়ু সেবনে তাহার ক্লান্তি দূর হইয়াছিল। দুই দিন পূর্ব্বে পিকাডেলীর রাজপথে দাঁড়াইয়া সে অরণ্যবিহারের যে সঙ্কল্প করিয়াছিল, এত শীঘ্র তাহার সেই সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে, ইহা সে তখন আশা করিতে পারে নাই; কিন্তু মিঃ ব্লেক তাহার এক সপ্তাহের ছুটী সেই দিনই মঞ্জুর করিয়াছিলেন; বিশেষতঃ, তখন তাঁহার হাতে তেমন কোন জরুরি কাজ ছিল না এবং অবসর কালে তিনিও এইরূপ ভ্রমণের পক্ষপাতী ছিলেন।

কিছু দিন পূর্ব্বে মিঃ ব্লেক স্মিথের কার্য্যদক্ষতায় পুরস্কারস্বরূপ তাহাকে একখানি অত্যুৎকৃষ্ট 'হার্লিপেজ' মোটর-সাইকেল কিনিয়া দিয়াছিলেন। একাদশ অশ্বশক্তি-বিশিষ্ট এই সাইকেলখানি এরূপ বেগবান ছিল যে, অনেক উৎকৃষ্ট 'মোটর কার'ও তাহার সমান বেগে দৌড়াইতে পারিত না। স্মিথের মোটরসাইকেল খানির পার্শ্বে আর একখানি শকট (Side-car) সংযুক্ত ছিল, দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যে সকল 'লগেজ' সঙ্গে লওয়া প্রয়োজন, সেই গাড়ীতে তাহা লইবার সুবিধা ছিল। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তাহাতে তুলিয়া লইয়া দুই দিন পূর্ব্বে সে লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়াছিল। প্রথম দিন সে হাণ্টস্ ও সমারসেট অতিক্রম করিয়া টাউটনে উপস্থিত হইয়াছিল; এবং সেই নগরে রাত্রি-বাস করিয়া দ্বিতীয় দিন প্রভাতে পুনর্ব্বার যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল। সেই দিন সে এক্সিটারে মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করিয়া, অপরাহ্নে পূর্ব্বোক্ত গিরি-পাদমূলে আসিয়াছিল। পাহাড়ের চারি দিকে সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর ও সুদূর-প্রসারিত অরণ্যের মেখলা। স্মিথ জানিত না যে, ঢেঁকিকে স্বর্গে গিয়াও ধান ভানিতে হয়; মুহূর্ত্তের জন্য সে কল্পনা করে নাই যে, প্রাকৃতিক দৃশ্য সন্দর্শনের জন্য এই নির্জ্জন পার্ব্বত্য প্রদেশে আসিয়াও তাহাকে অপ্রত্যাশিত ভাবে বিপজ্জনক গোয়েন্দাগিরিতে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, এবং আরণ্য প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগের আকাঙ্ক্ষা 'শিকায় তুলিয়া' রাখিয়া বিষম বিপদে পড়িতে হইবে।

স্মিথ তাহার মোটর-সাইকেল লইয়া পাহাড়ে উঠিয়াছিল, মুগ্ধ নেত্রে পার্ব্বত্য প্রকৃতির অপরূপ শোভা দেখিতে দেখিতে হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, সূর্য্যাস্তের আর অধিক বিলম্ব নাই; সুতরাং সে সেখানে আর অধিক কাল অপেক্ষা না করিয়া, যে পথে পাহাড়ে উঠিয়াছিল, সাইকেলে চাপিয়া সেই পথেই গিরিপাদমূলে নামিয়া আসিল।

স্মিথ সমতল ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া সুপ্রশস্ত প্রান্তরের পথে সবেগে চলিতে লাগিল; বহু দূরবর্ত্তী বনরাশি গগন-প্রান্তস্থিত মেঘের ন্যায় তাহার নয়ন সমক্ষে ভাসিয়া উঠিল। এই ভাবে সে তিন ক্রোশ পথ অতিক্রম করিবার পর প্রান্তর-মধ্যে একটি সঙ্কীর্ণ পথ দেখিতে পাইল। স্মিথ সেই পথে কিছুদূর অগ্রসর

হইয়াছে, এমন সময় সে একটি মনুষ্যমূর্ত্তিকে পথ-প্রান্তবর্ত্তী গুল্মরাশির অন্তরাল হইতে বাহির হইতে দেখিল। সে তখন পূর্ণবেগে গাড়ী চালাইতেছিল; সুতরাং সেরূপ নির্জ্জন প্রান্তরে জন-সমাগম দেখিয়া বিস্মিত হইলেও গাড়ী থামাইতে পারিল না। কিন্তু সে পশ্চাতে ফিরিয়া-চাহিয়া দেখিল, একটী রমণী পথে আসিয়া হাত তুলিয়া তাহাকে ফিরিবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছে! স্মিথের ধারণা হইল, এই রমণীকেই সে গুল্মান্তরাল হইতে বাহির হইতে দেখিয়াছিল। সেই নির্জ্জন স্থানে অপরাহ্ণ কালে একটি রমণীকে একাকিনী দেখিয়া, এবং সে বিপন্না হইয়া তাহার সাহায্যপ্রার্থিনী হইয়াছে মনে করিয়া, স্মিথ প্রায় কুড়ি গজ দূরে গিয়া গাড়ী থামাইল, এবং গাড়ী হইতে নামিয়া রমণীর সম্মুখে ফিরিয়া আসিল।

স্মিথকে ফিরিতে দেখিয়া রমণীও দ্রুতপদে তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। দূর হইতে দেখিয়া স্মিথের অনুমান হইল—রমণীর বয়স অল্প, সতের আঠার বৎসরের অধিক নহে।

যুবতীর সম্মুখে আসিয়া, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া স্মিথ স্তম্ভিত হইল, যেন তাহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল! তাহার ধমনীতে শোণিতরাশি দ্রুতবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাহার সম্মুখস্থিতা সেই তরুণী রামালিয়ার রাজ-কুমারী নাতালী ভিন্ন আর কেহ নহে! কিন্তু রাজনন্দিনী নাতালী সম্পূর্ণ অসহায়, সেই নির্জ্জন প্রান্তর-পথে একাকিনী! ইহা যে অত্যন্ত অসম্ভব! ইহা কি স্বপ্ন, না মরীচিকা?

দুই দিন পূর্ব্বে প্রভাত কালে স্মিথ রাজকুমারী নাতালীকে পিকাডেলীর ভিনিসিয়া হোটেলের সম্মুখে দেখিয়াছিল। নাতালী মূল্যবান সুদৃশ্য পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া, তাহার পিতৃব্য প্রিন্স রাডিশ্লভের সহিত অত্যুৎকৃষ্ট মোটরে সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল; তাহার পর গাড়ী হইতে নামিয়া তাহার সহিত ভিনিসিয়া হোটেলে প্রবেশ করিয়াছিল। আর দুই দিন পরে সেই রাজকুমারী সাধারণ পরিচ্ছদে অসহায় অবস্থায় একাকিনী এই নিভৃত প্রান্তরে পাগলিনীর ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! ইহা কি সম্ভবপর? ইহা কি সত্য?—স্মিথ বিস্ময়াকুল দৃষ্টিতে তাহার আপাদমস্তক লক্ষ্য করিয়া দেখিল—তাহার পরিচ্ছদ

কাঁটায় বাধিয়া নানা স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছে ; তাহার [illegible] মুখও কাঁটায় ছড়িয়া গিয়াছে ; তাহার মাথায় বাদামী রঙ্গের টুপির নীচে স্বর্ণাভ নিবিড় কেশদাম বিশৃঙ্খল ভাবে পিঠের উপর লতাইয়া পড়িয়াছে ! তাহার মুখ ভয়ে শুকাইয়া গিয়াছে, চক্ষু দুটি ব্যাধ-তাড়িতা ত্রস্তা হরিণীর চক্ষুর ন্যায় আতঙ্ক-বিস্ফারিত ; তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল ! তথাপি তাহার মুখমণ্ডলে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা সুপরিস্ফুট ।—এই কি রাজনন্দিনী নাতালী

স্মিথ ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া কোমল স্বরে [illegible] "আপনি কি আমাকে ডাকিতেছিলেন ?"

তরুণী কম্পিত স্বরে বলিল, "হা, আপনাকে গাড়ী থামাইবার জন্য ইঙ্গিত করিয়াছিলাম ; কেন করিয়াছিলাম, তাহা বুঝিতে পারি নাই। এই বিশাল প্রান্তরে আমি একাকিনী ; আতঙ্কে আমার বুক কাঁপিতেছিল, এই জন্য আপনাকে এই পথ দিয়া যাইতে দেখিয়া ডাকিতে আগ্রহ হইয়াছিল।"

স্মিথ বলিল, "দেখিতেছি আপনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়াছেন ; আপনি কি পথ হারাইয়াছেন ?"

তরুণী অস্ফুট স্বরে বলিল, "হা, আমি পথ হারাইয়াছি ; আমি বড়ই বিপন্ন।"

স্মিথ বলিল. "আপনি নির্ভয় হউন। দয়া করিয়া দুই মিনিট অপেক্ষা করুন ; আমি একটু চায়ের যোগাড় করি। একটু আগে আমার মনে হইতেছিল—পথের ধারে সবুজ ঘাসের উপর বসিয়া এক পেয়ালা গরম চা পান করিতে পাইলে ভারি আরাম পাওয়া যায়। আপনি এখানে একটু অপেক্ষা করিবেন, আমার সাইকেলখানা পথ হইতে সরাইয়া রাখিয়া আসি।"

স্মিথ নবপরিচিতা তরুণীকে মন স্থির করিবার সুযোগ দান করিবার জন্য তাহাকে সেই স্থানে রাখিয়া সাইকেল লইয়া একটু দূরে চলিয়া গেল, এবং তাহা পথপ্রান্তবর্ত্তী ঝোপের আড়ালে রাখিয়া, পাশের গাড়ী হইতে লগেজের বাণ্ডিলটা বাহির করিয়া লইয়া তরুণীর নিকট ফিরিয়া আসিল ; তাহার পর বাণ্ডিল খুলিয়া পথের ধারে ঘাসের উপর একখানি কম্বল বিছাইল, এবং একটা থলির

ভিতর হইতে চায়ের সরঞ্জাম বাহির করিয়া সেই কম্বলের উপর রাখিল, আর একটা মোড়ক খুলিয়া সে আধখানা রুটি, একদলা মাখম, কয়েক টুকরা মাংস, কয়েকটা সিদ্ধ ডিম, একখানি কেক, এবং এক টিন 'ডেভনসায়রের 'ক্রীম' লইয়া একখানি কাগজের উপর রাখিয়া দিল। সে এক বোতল জল, জল গরম করিবার কেৎলি, একটা 'স্পিরিট ল্যাম্প' ও ম্যাচবাক্স বাহির করিয়া তরুণীকে বলিল, "অদূরে একটি নদী আছে, সেই নদীতে গিয়া চায়ের পেয়ালা দুটি ধুইয়া আনি। আপনি রুটি কাটিয়া-লইয়া জলটুকু গরম করিতে পারিবেন?"

তরুণীর আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠা প্রশমিত হইয়াছিল; সে হাসিয়া বলিল, "কেন পারিব না? ঐ সকল কাজ করিতে আমি ভালবাসি। আপনার ক্ষুন্নিবারণ নয়! আজ—আজ সকাল হইতে আমার কিছুই খাওয়া হয় নাই।"

স্মিথ বলিল, "হাঁ, আপনার মুখ দেখিয়া আমারও সন্দেহ হইয়াছিল—আপনি দীর্ঘকাল অভুক্ত আছেন; আমার অবস্থাও প্রায় ঐ রকম! ক্ষুধার সময় পেটে কিছু না পড়িলে দশ দিক অন্ধকার দেখায়! চা-পান শেষ হইলে, আমাকে আপনাদের বাড়ীর ঠিকানা বলিয়া দিবেন; যায়গাটা দূরে হইলেও ক্ষতি নাই, আমার মোটর-সাইকেলের পাশে যে গাড়ী আছে, আপনাকে সেই গাড়ীতে তুলিয়া-লইয়া আপনার বাড়ীতে রাখিয়া আসিব!"

স্মিথের কথা শুনিয়া তরুণীর মুখ ম্লান হইল; কিন্তু সে কোন কথা বলিল না। স্মিথ ভাবিল, 'উহাকে বাড়ীতে রাখিয়া আসিব বলায় হঠাৎ উহার মুখ মলিন হইল কেন?'—কিন্তু সে তখন আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, চায়ের পেয়ালা দুইটি লইয়া নদীর দিকে চলিল। সে নদী হইতে তাড়াতাড়ি না ফিরিয়া, ইচ্ছা করিয়াই একটু বিলম্ব করিল। তরুণী একটু সাম্‌লাইয়া লইয়া ধীরে-সুস্থে সকল কাজ শেষ করে, ইহাই—স্মিথের ইচ্ছাকৃত বিলম্বের কারণ।

স্মিথ নদী হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তরুণী রুটিখানি টুকরা-টুকরা করিয়া কাটিয়া তাহাতে মাখম মাখাইয়া রাখিয়াছে; ডিম ভাঙ্গিয়া চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া কয়েকখানি 'স্যাণ্ডউইচ' প্রস্তুত করিয়াছে; পাতা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তাহার উপর মাংস কাটিয়া রাখিয়াছে। কেৎলির জল তখন টগবগ করিয়া

ফুটিতেছিল। গৃহিণীপণার যুবতীর দক্ষতা দেখিয়া স্মিথ হাসিয়া বলিল, "বাঃ, বেশ ত! এখন আমরা দুই মিনিটের মধ্যেই চা-পান শেষ করিতে পারিব।"

স্মিথ বাণ্ডিল হইতে জমাট দুধের ও চিনির কৌটা দুইটি বাহির করিয়া বলিল, "আপনি দুই পেয়ালা চা প্রস্তুত করিতে পারিবেন কি?"

যুবতী সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া দুই পেয়ালা চা প্রস্তুত করিল। চা ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যে যুবতী ক্ষুন্নিবারণ করিল। আহারের সময় তাহার বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ রহিল না; স্মিথ বুঝিল—যুবতী অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিল।

পানাহার শেষ হইলে স্মিথ পেয়ালা দুইটি লইয়া তাহা ধুইবার জন্য নদীতে চলিল। যুবতী বলিল, "আমিও আপনার সঙ্গে যাইব।"

যুবতী স্মিথের সহিত গল্প করিতে করিতে চলিল; তাহার ভয় ও সঙ্কোচ দূর হইয়াছিল। কয়েক মিনিট পরে তাহারা ফিরিয়া আসিল। স্মিথ চায়ের সরঞ্জামগুলি পূর্ব্ববৎ বাণ্ডিলের ভিতর পুরিয়া. তাহা পাশের গাড়ীর তলায় রাখিয়া দিল. তাহার পর তাহার সঙ্গিনীকে বলিল, "আপনি আমার সঙ্গে চা পান করায় আমি অত্যন্ত সুখী হইয়াছি; কিন্তু সূর্য্যাস্তের আর অধিক বিলম্ব নাই, যদি আপনাকে আপনার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিতে হয়—তাহা হইলে এখানে আমাদের আর অধিক বিলম্ব করা কি সঙ্গত হইবে?"

যুবতী ম্লান মুখে অস্ফুট স্বরে বলিল, "আপনি আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন. আপনাকে আর অধিক কষ্ট দিতে আমার ইচ্ছা নাই। আপনি আমাকে আমার বাড়ীতে রাখিয়া আসিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিবেন না; আমি পথ চিনিয়া এখান হইতে বাড়ী যাইতে পারিব। আমি পথ হারাইয়া সমস্ত দিন এই নির্জ্জন প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। ভয় পাইয়া ও পরিশ্রান্ত হইয়া আপনাকে ডাকিয়াছিলাম; তখন আমি হতাশ হইয়া না পড়িলে আপনার সাহায্য গ্রহণ করিতাম না। আপনাকে আমার জন্য যথেষ্ট কষ্ট ও অসুবিধা সহ্য করিতে হইয়াছে, এজন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত।—এখন আমি পথ চিনিয়া বাড়ী যাইতে পারিব।"

স্মিথ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যুবতীর মুখের দিকে চাহিয়া নিস্তব্ধ ভাবে তাহার সকল কথা শুনিল, তাহার পর রুক্ষ স্বরে বলিল, "আপনি আপনার মনের কথা সরল ভাবে

প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন! আপনি বিপন্ন—ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। আমি সাধ্যানুসারে আপনাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।"

যুবতী কোন কথা না বলিয়া নত মুখে বসিয়া রহিল।

স্মিথ বলিল, "আমার সন্দেহ—আপনি সত্য কথা বলুন ত, আপনি গোপনে বাড়ী হইতে পলাইয়া আসেন নাই কি?"

যুবতীর মুখ হঠাৎ লাল হইয়া উঠিল; সে অস্ফুট স্বরে বলিল, "আপনার অনুমান সত্য, আমি লুকাইয়া পলাইয়া আসিয়াছি; আর সেখানে ফিরিয়া যাইব না।"

স্মিথ অতঃপর কি বলিবে তাহা হঠাৎ স্থির করিতে পারিল না। যুবতীর চেহারা দেখিয়া, ও কথা শুনিয়া স্মিথের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল—সে পল্লীবাসী কোনও গৃহস্থের কন্যা নহে। রাজনন্দিনী নাতালীর সহিত তাহার সাদৃশ্য দেখিয়া পুনঃ পুনঃ স্মিথের মনে হইতেছিল—এই তরুণী কি রামালিয়া রাজ্যের রাজকুমারী—দুই দিন পূর্ব্বে সে যাহাকে লণ্ডনে দেখিয়াছিল? কিন্তু রাজনন্দিনী গোপনে গৃহত্যাগ করিয়া কোন্ দুঃখে একাকিনী নিরাশ্রয় ভাবে জনসমাগম-বর্জ্জিত দুর্গম প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে? তাহার গৃহত্যাগেরই বা কারণ কি?

তরুণী রামালিয়ার রাজকুমারী কি না—একথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে স্মিথের অত্যন্ত আগ্রহ হইল; কিন্তু কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহস হইল না। এই বিপন্না যুবতীকে সে কি ভাবে সাহায্য করিতে পারে—তাহা বুঝিতে না পারায়, তাহাকে গৃহে ফিরাইবার চেষ্টা করাই স্মিথের কর্ত্তব্য মনে হইল; তাহার আশা হইল—এজন্য পীড়াপীড়ি করিলে যুবতী তাহার নিকট মনের কথা প্রকাশ করিতেও পারে।

এই রূপ চিন্তা করিয়া স্মিথ বলিল, "কবে আপনি বাড়ী হইতে পলাইয়া আসিয়াছেন?"

যুবতী বলিল, "কাল।"

স্মিথ সবিস্ময়ে বলিল, "সর্ব্বনাশ! কাল রাত্রে আপনি কোথায় ছিলেন? কে আপনাকে আশ্রয় দিয়াছিল?"

বলিল, "এখান হইতে কয়েক মাইল দূরে একটা পান্থনিবাস আছে; রাত্রে

সেইখানে আশ্রয় লইয়াছিলাম। আমার কাছে যে টাকা ছিল, তাহাতে রাত্রি-কালে ভোজনের ও আশ্রয় গ্রহণের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়াছিল; আজ সকালের খানা খাইতেই আমি নিঃসম্বল হইয়াছি। আজ কোথাও গিয়া কিছু যে কিনিয়া খাইব সে সঙ্গতি নাই।"

স্মিথ বলিল, "এইরূপ নিঃসম্বল অবস্থায় আপনি যাইবেন কোথায়? আপনি কি স্থির করিয়াছেন বলুন ত। আপনার এই বয়সে একাকিনী নিরাশ্রয় ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইলে কিরূপ বিপদের আশঙ্কা আছে—তাহা কি আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না?"

যুবতী ম্লানমুখে বলিল, "বুঝিয়াছি; কিন্তু বুঝিয়াও কোন উপায় স্থির করিতে পারি নাই। আর কখন বাড়ী ফিরিব না বলিয়া পথে বাহির হইয়াছি; তবে যদি তাহারা আমার সন্ধান পাইয়া জোর করিয়া লইয়া যায় ত সে স্বতন্ত্র কথা। আমি কোন নগরে গিয়া পরিশ্রম দ্বারা উদরান্নের সংস্থান করিব। যতদিন সেই সুযোগ না পাই—অনাহারে থাকিব।"

স্মিথ মাথা নাড়িয়া বলিল, "অসম্ভব। যত দিন কোথাও কাজকর্ম্ম না জুটিবে, তত দিন অনাহারে থাকিবেন—একথা পাগলের মুখেই শোভা পায়! কয়দিন মানুষ অনাহারে থাকিতে পারে? ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ ভিক্ষা করে, চুরী করে, কুপথ-গামী হয়। অভাবে নরনারীর কিরূপ অধঃপতন হয়, তাহা আপনার ধারণা করিবার শক্তি থাকিলে আপনি ঐ সঙ্কল্প ত্যাগ করিতেন। এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। সংসার বড়ই কঠিন স্থান। আপনি গৃহত্যাগ করিবার পর আপনার পিতা মাতা নিশ্চয়ই আপনার মনের কষ্ট ও গৃহত্যাগের কারণ বুঝিতে পারিয়াছেন; সুতরাং এখন আপনি গৃহে ফিরিলে আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনাকে পরিচালিত করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করাই তাঁহারা কর্ত্তব্য মনে করিবেন। আপনার স্বাধীন ইচ্ছায় আর তাঁহারা বাধা দিবেন না। এ অবস্থায় আপনি বাড়ী ফিরিতে আর আপত্তি করিবেন না। আপনার বাড়ী কোথায় বলুন, আপনাকে সেইখানে রাখিয়া আসিব; তাহাতে আমার কষ্ট বা অসুবিধা হইবে না।"

স্মিথের কথা শুনিয়া তরুণীর চক্ষু হইতে মুক্তার মত দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল; সে তাহা না মুছিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আপনি এ অনুরোধ করিবেন না; আমি আর বাড়ী ফিরিব না। আপনার দয়ার কথা কখন ভুলিব না। আপনি আমার মনের কষ্ট বুঝিতে পারিবেন না; বাড়ী ফিরিয়া যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। আপনি আমাকে এখানে ফেলিয়া রাখিয়া যেখানে যাইতেছিলেন, সেইস্থানে চলিয়া যান। আমি নিজের পথ দেখিয়া লইতে পারিব।"

যুবতীর কথা শুনিয়া স্মিথ উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং আবেগভরে বলিল, "দেখুন, সন্ধ্যার আর অধিক বিলম্ব নাই, শীঘ্রই নিবিড় অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হইবে। এই বহুদূরব্যাপী দুর্গম প্রান্তরের কোনও দিকে জনমানবের সাড়া-শব্দ নাই! আপনি এই প্রান্তরমধ্যে একাকিনী, অসহায়া তরুণী। আপনি কি আমাকে এতই কাপুরুষ মনুষ্যত্ববর্জ্জিত নিষ্ঠুর বর্ব্বর মনে করেন যে, আপনাকে এই স্থানে এই অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব? যদি আপনি আমার অনুরোধে কর্ণপাত না করেন, বাড়ীতে না যান, তাহা হইলে এখন আপনি কি করিবেন তাহাই বলুন, আমি সাধ্যানুসারে আপনাকে সাহায্য করিব। আমি বুঝিতেছি আপনার অভিভাবকেরা আমার কার্য্যে বিরক্ত হইবেন, আপনাকে সাহায্য করিয়াছি জানিতে পারিলে আমাকে বিপন্ন করিবার চেষ্টাও করিতে পারেন; কিন্তু আমি সে ভয়ে বিন্দুমাত্র কাতর নহি। আপনি যাঁহাকে বিশ্বাস করেন এরূপ কোন আত্মীয় বন্ধু থাকিলে তাঁহার নিকট আপনাকে রাখিয়া আসিতে বা পাঠাইতে পারি। যদি আপনাকে কোন নিরাপদ স্থানে রাখিয়া কাহারও নিকট টেলিগ্রাম করিতে হয়, তাহাও করিতে প্রস্তুত আছি।"

যুবতী মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, এদেশে আমার সেরূপ হিতৈষী কেহই নাই।"

এবার স্মিথ পথের ধারে গিয়া হতাশ ভাবে বসিয়া পড়িল। সে অবনত মস্তকে গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইল। এরূপ জটিল সমস্যা তাহার পক্ষে এই নূতন! সে কি করিবে তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। কয়েক মিনিট চিন্তার পর স্মিথ

উঠিয়া যুবতীর সম্মুখে উপস্থিত হইল, দৃঢ়স্বরে বলিল, "দেখুন, আপনাকে একটা কথা বলিতে চাই, আপনি তাহা শুনিবেন কি ?"

যুবতী স্মিথের মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "বলুন ; আমার বিশ্বাস. আপনি কোন অন্যায় কথা বলিবেন না।"

স্মিথ বলিল, "প্রথমে আমি আপনার নিকট আমার পরিচয় দিতে চাই ; আমি কি করি তাহাও বলিতে চাই।"

যুবতী বলিল, "বলুন, আমার অপরিচিত হিতৈষী বন্ধুর পরিচয় জানিতে পারিলে অত্যন্ত সুখী হইব।"

স্মিথ বলিল, "আপনি কোন দিন লণ্ডনের মিঃ রবার্ট ব্লেকের নাম শুনিয়াছেন কি না জানি না। তিনিই আমার অভিভাবক। মিঃ ব্লেক ডিটেক্‌টিভ ; তাঁহার ন্যায় বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ কেবল ইংলণ্ডে কেন, সমগ্র ইউরোপে আর কেহ আছেন কি না জানি না ; কিন্তু এদেশের অসংখ্য নর নারীর নিকট তাঁহার নাম সুপরিচিত, অনেকেই তাঁহার অসাধারণ শক্তির পরিচয়ে মুগ্ধ। আমি তাঁহার নিকট এক সপ্তাহের বিদায় লইয়া অরণ্য-ভ্রমণে বাহির হইয়াছি ; এই প্রদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে আসিয়াছি। দুইদিন পূর্ব্বে লণ্ডন ত্যাগ করিয়াছিলাম। যদি আমার প্রয়োজন হয়—তাহা হইলে আমি ইচ্ছামত ছুটী বাড়াইয়া লইতে পারিব ; তাহাতে মিঃ ব্লেকের আপত্তি হইবে না। সুতরাং আপনি বুঝিতে পারিতেছেন—এখন আমার যথেষ্ট অবসর আছে।

"আপনাকে আমার অবসরের কথা বলিলাম ; এখন অর্থের কথা বলি। বিদেশে বাহির হইয়া অর্থাভাবে কষ্ট পাইতে না হয়, এই উদ্দেশ্যে আমি যথেষ্ট টাকা সঙ্গে আনিয়াছি, এবং হঠাৎ আরও অধিক অর্থের প্রয়োজন হইলে, তাহা অবিলম্বে আমার হস্তগত হয়—তাহারও ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছি। অর্থাভাবে আমাকে কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না—ইহা আপনাকে বুঝাইবার জন্যই একথার উল্লেখ করিলাম। আমার কথা শুনিয়া আপনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন, আপনাকে সাহায্য করিতে পারি—আমার এরূপ অবসর ও শক্তি আছে। এ অবস্থায় আপনাকে এখানে ফেলিয়া-রাখিয়া চলিয়া যাইব—ইহা হইতেই পারে না। আপনি আমার

রিচয় জানিতে পারিলেন ; এখনও কি আপনার বিপদের কথা অসঙ্কোচে আমার নিকট প্রকাশ করিবেন না ? আপনি কি ভাবে বিপন্ন হইয়াছেন, কি কারণে গৃহত্যাগ করিয়া অরণ্যে প্রান্তরে ভ্রমণ করিতেছেন—তাহা জানিতে পারিলে এখন আপনার কি করা উচিত, তাহা স্থির করিতে পারিব। যদি মিঃ ব্লেকের সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন হয়—তবে তাঁহাকে টেলিগ্রাম করিলে তিনি আপনাকে যথাশক্তি সাহায্য করিবেন, এ বিষয়েও আমি নিঃসন্দেহ।—সকল কথাই আপনাকে বলিলাম ; এখন আপনার মনের কথা খুলিয়া বলুন।"

যুবতী হঠাৎ কোন কথা না বলিয়া, পশ্চিমাকাশে অস্তমান তপনের দিকে দৃষ্টি-পাত করিল ; সে তাহার মনের কথা কি ভাবে প্রকাশ করিবে—তাহাই বোধ হয় ভাবিতে লাগিল। স্মিথ তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া রুদ্ধশ্বাসে তাহার উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সে বুঝিল—যুবতী তাহার কথা বিশ্বাস করিয়াছে।

কয়েক মিনিট পরে যুবতী স্মিথের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "বুঝিয়াছি আপনার সকল কথাই সত্য। আমি যে কি বিপদে পড়িয়াছি —না শুনিলে আপনি তাহা ধারণা করিতে পারিবেন না। যদি এদেশে আমার কোন হিতৈষী বন্ধু থাকিত, তাহা হইলে আমি তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিতাম ; কিন্তু ইংলণ্ডে যাহাদের সহিত আমার পরিচয় আছে—তাহাদের শরণাগত হইবা-মাত্র তাহারা আমাকে কোথায় পাঠাইবে জানেন ? বিপদের আশঙ্কায় আমি যেস্থান হইতে পলায়ন করিয়াছি, পুনর্ব্বার আমাকে সেইস্থানেই পাঠাইয়া দিবে। আপনাকে সকল কথা বলিতেছি শুনুন।—

"আমি শিক্ষালাভের জন্য ইংলণ্ডে আসিয়াছি বটে, কিন্তু আমি ইংরাজ-কন্যা নহি। আমি—আমি সুদূর রামালিয়া রাজ্যের রাজকন্যা ! আমার নাম রাজকুমারী নাতালী।"

স্মিথ বিস্ময় দমন করিয়া বলিল, "তবে সেদিন লণ্ডনে যাহাকে দেখিয়াছিলাম—আপনিই তিনি ?"

নাতালী মৃদু হাসিয়া বলিল, "আপনি আজ যখন আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া-

ছিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই আপনাকে চিনিতে পারিয়াছিলাম —যদিও ভিনিসিয়া হোটেলের-সম্মুখে অতি অল্প সময়ের জন্যই আপনাকে দেখিয়াছিলাম।"

স্মিথ বলিল, "হাঁ, ভিনিসিয়া হোটেলের সম্মুখে মোটর-গাড়ীতে আপনাকে দেখিয়া আপনার মুখের দিকে চাহিয়া ছিলাম; তাহা লক্ষ্য করিয়া আপনি বোধ হয় আমাকে অত্যন্ত অভদ্র মনে করিয়াছিলেন?"

নাতালী বলিল, "না, আপনাকে অভদ্র মনে করিবার কোনও কারণ পাই নাই।"

স্মিথ বলিল, "আপনি মোটর হইতে নামিয়া যখন ভিনিসিয়া হোটেলে প্রবেশ করিতেছিলেন, সেই সময় আপনার কণ্ঠসংলগ্ন ভায়োলেট ফুলের তোড়াটি খসিয়া পড়িয়াগিয়াছিল। আমি তাহা কুড়াইয়া লইয়া আপনাকে দিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি তখন হোটেলে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এই জন্যই আপনাকে তাহা দিতে পারি নাই; অগত্যা তাহা নিজের জন্য রাখিয়াছিলাম।"

এই কথা বলিবার সময় স্মিথের মুখ লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল। স্মিথের নৌকা তুফানে পড়িয়াছে দেখিয়া এবার নাতালী হা'ল ধরিল; (took command of the situation) স্মিথের বিব্রত ভাব লক্ষ্য না করিয়া রাজ্ঞীর ন্যায় গম্ভীর স্বরে বলিল, "আমার পিতৃরাজ্য রামালিয়ার রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়াছে, তাহা বোধ হয় আপনি জানেন না; সুতরাং রামালিয়া রাজ্যের রাজকুমারী হইয়াও আজ আমাকে এই বিজন প্রান্তরে অসহায় অবস্থায় কেন একাকিনী ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতেছে, তাহা আপনাকে বুঝাইবার জন্য আমার পিতৃরাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক।

"আমার কাকা রামালিয়ার রাজা ছিলেন। প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইলে অনেকেই মনে করিয়াছিল, তাঁহার পরিত্যাক্ত সিংহাসনে আমাকেই প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। কারণ, আমার কাকা আমার পিতার মৃত্যুর পর আমার পিতৃসিংহাসন লাভ করায়, কাকার মৃত্যুতে সেই সিংহাসনে আইন অনুসারে আমারই দাবী অগ্রগণ্য; (legal heir-presumptive to the throne) আমার বাবার রাজত্বকালে রাজ্য লইয়া আমার কাকার সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত

হয়। রাজ্যের একদল লোক আমার পিতার পক্ষ সমর্থন করেন ; আর একদল লোক আমার পিতাকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া কাকাকেই রাজা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করেন। এই জন্য রামালিয়া রাজ্যে অন্তর্বিপ্লবের আশঙ্কা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সময় আমার পিতা কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলেন ; তাঁহার আর অধিক কাল জীবিত থাকিয়া রাজ্যভোগ করিবার আশা নাই বুঝিয়া, রাজ্যের নায়কগণ সন্ধি করিয়া অন্তর্বিপ্লবের আশঙ্কা দূর করিল। সেই সন্ধির সর্ত্তানুসারে স্থির হইল, আমার পিতা যত দিন জীবিত থাকিবেন, তত দিন তাঁহার শান্তিভঙ্গ করা হইবে না, তিনিই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আমার কাকা রাজ-সিংহাসন লাভ করিবেন, এবং আমার কাকার অবর্ত্তমানে আমিই রামালিয়া রাজ্যের অধিশ্বরী হইব। উভয় পক্ষই আমাকে সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিল।

"এই সন্ধি-বন্ধনের পর রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইল। আমার পিতার মৃত্যুর পর আমার কাকা যে কয়েক বৎসর রামালিয়া-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তত দিন রাজ্যে কোন অশান্তি লক্ষিত হয় নাই ; কিন্তু ছয়মাস পূর্ব্বে আমার কাকা হৃদ্‌-রোগে হঠাৎ প্রাণত্যাগ করিলে, রাজ্যে পুনর্ব্বার অশান্তির সূত্রপাত হইল। রাজ্যের যে সকল নায়ক আমার পিতার বিরুদ্ধে কাকার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, কাকার মৃত্যুর পর তাঁহারা আমার দাবী অগ্রাহ্য করিলেন, মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'স্ত্রীলোক রামালিয়া রাজ্যের সিংহাসনে বসিবে এ-ও কি একটা কথা? রামালিয়া রাজ্য কোন কালে নারীর দ্বারা শাসিত হয় নাই, কখন তাহা হইবে না।'

"আমার কাকার একটি পুত্র আছে, তাহার নাম প্রিন্স বার্কো। কাকার দলের লোকগুলি তাহাকেই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল ; কিন্তু আমার ছোট কাকা—প্রিন্স রাডিশ্লভ ও রাজ্যের কয়েকজন প্রধান নায়ক—যাঁহারা আমার পিতার অনুগত ছিলেন, এবং প্রথম হইতে তাঁহারই পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন—তাঁহারা বিরুদ্ধদলের এই সঙ্কল্পে বাধা দান করিলেন ; তাঁহারা বলিলেন, যে সর্ত্তে আমার কাকাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল—সেই সর্ত্ত অগ্রাহ্য করিবার কোন কারণ নাই ; কিন্তু বিরুদ্ধদলের তীব্র প্রতিবাদে আমার ছোট কাকা

প্রিন্স রাডিশ্লভ ও তাঁহার দলের লোক তাহাদের সহিত রফা করিতে বাধ্য হইলেন। উভয় দলের সম্মতিক্রমে স্থির হইল—আমার পিতৃব্যপুত্র বার্কো সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং তাহার সহিত আমার বিবাহ দিয়া আমাকে রাণী করা হইবে!

"বার্কোকে আমি জীবনে একবার মাত্র দেখিয়াছি। যদি আমি আবাল্য রামালিয়া রাজ্যে প্রতিপালিত হইতাম, যদি বাল্যকাল হইতে আমাকে ইংলণ্ডে রাখিয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা না হইত, যদি ইংরাজ জাতির রুচি, প্রবৃত্তি, স্বাধীন চিন্তার ধারা আমার হৃদয়ে প্রভাব-বিস্তার না করিত, তাহা হইলে আমার ছোট কাকা প্রিন্স রাডিশ্লভ ও তাঁহার দলের লোক যে ভাবে আমার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিতেন—তাহাই হয় ত মাথা পাতিয়া লইতাম; কিন্তু এদেশে আমার শিক্ষা দীক্ষা অন্যরূপ হইয়াছে। প্রিন্স বার্কোর প্রতি আমার শ্রদ্ধা নাই; বিশেষতঃ, আমার পিতৃ-সিংহাসনের ন্যায্য দাবী অগ্রাহ্য হইবে, আর বার্কোকে বিবাহ করিয়া আমাকে রাণীগিরির সখ মিটাইতে হইবে, এরূপ অপমানজনক প্রস্তাবে আমি সম্মত নহি। আমি এ জীবনে বার্কোকে বিবাহ করিব না। আমার ছোট কাকা প্রিন্স রাডিশ্লভকে বলিয়াছি আমি বার্কোকে বিবাহ করিতে পারিব না। তাঁহাকে আরও জানাইয়াছি তাঁহারা আমাকে ইংলণ্ডে শান্তিতে বাস করিতে দিলে আমি আমার পিতৃসিংহাসনের দাবী ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। তাঁহারা অনায়াসে প্রিন্স বার্কোকে রামালিয়ার রাজা করিতে পারেন, আমার তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু প্রিন্স রাডিশ্লভ বলিয়াছেন—রাজ্যের শান্তিরক্ষার জন্য আমি বার্কোকে বিবাহ করিতে বাধ্য। আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি আমাকে বার্কোর হস্তে সমর্পণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। আমি তাঁহার সঙ্কল্প ব্যর্থ করিবার জন্য লণ্ডন হইতে কয়েক বার পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তিনি আমাকে কড়া পাহারায় রাখিয়াছিলেন।

"দুইদিন পূর্ব্বে যখন আপনি আমাকে লণ্ডনে দেখিয়াছিলেন, সেই সময় প্রিন্স রাডিশ্লভ প্রিন্স বার্কোর সহিত দেখা করাইবার জন্য আমাকে ভিনিসিয়া হোটেলে লইয়া যাইতেছিলেন। প্রিন্স বার্কো কয়েক দিন পূর্ব্বে লণ্ডনে আসিয়া ভিনিসিয়া হোটেলে বাস করিতেছিল। বার্কোকে বিবাহ করিতে আমি পূর্ব্বেই অসম্মত

ইয়াছিলাম ; ভিনিসিয়া হোটেলে তাহার সহিত আলাপ করিয়া আমার এতই শ্রদ্ধা হইল যে, তাহাকে বিবাহ করা অপেক্ষা মৃত্যুই আমার অধিক প্রার্থনীয় নে হইল!

"আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, প্রিন্স রাডিস্লভ আমাদের বিবাহ অত্যন্ত গাপনে তাড়াতাড়ি শেষ করিবার অভিপ্রায়ে সেইদিনই লণ্ডন হইতে এই অঞ্চলে উপস্থিত হইলেন ; কারণ কিছু দূরে রামালিয়া রাজ্যের একটা বাড়ী আছে ; কয়েক ৎসর পূর্ব্বে তাহা ক্রয় করা হইয়াছিল। এখানে বিবাহ-কার্য্য গোপনে শেষ করিয়া, আমাদিগকে লইয়া তিনি আগামী সপ্তাহে রামালিয়ায় প্রত্যাগমন করিবেন, হাও স্থির হইয়া গিয়াছে। এই সকল কথা জানিতে পারিয়া আমি অত্যন্ত ভীত ইলাম ; বুঝিতে পারিলাম পলায়ন করিতে না পারিলে ইহাদের কবল ইতে আমার নিষ্কৃতি লাভের আশা থাকিবে না, চিরজীবন আমাকে অসহ্য স্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। কাল পলায়নের সুযোগ পাওয়ায় আমি গোপনে প্রিন্স রাডিস্লভের আশ্রয় ত্যাগ করিলাম ; কিন্তু পলায়নের পূর্ব্বে অর্থ বা পরিধেয় স্ত্রাদি সংগ্রহের অবসর পাই নাই। অদৃষ্টে নির্ভর করিয়া নিঃসম্বল অবস্থায় একাকিনী অকূল সমুদ্রে ভাসিলাম।

"আমার সকল কথাই আপনি শুনিলেন। আমার সঙ্কট আপনি বুঝিতে পারিতেছেন ; এ অবস্থায় আমাকে প্রিন্স রাডিস্লভের হস্তে সমর্পণ করা, ও যমের মুখে ফেলিয়া দেওয়া—একই কথা! আমি প্রাণ থাকিতে সেখানে ফিরিয়া যাইব না—ইহা কি এখনও আপনি বুঝিতে পারেন নাই?"

স্মিথ নিস্তব্ধ ভাবে রাজকুমারী নাতালীর সকল কথা শুনিয়া নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রাজকুমারীর এই দারুণ সঙ্কটে সে কি উপায়ে তাহাকে সাহায্য করিবে, কি বলিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিবে—তাহা স্থির করিতে পারিল না। নাতালী তাহার নিকট যে আত্মকাহিনী বিবৃত করিল, তাহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়াই তাহার ধারণা হইল। সে নাতালীর মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিল—তাহার মুখে সরলতা পরিস্ফুট ; রাজকুমারীর কোন কথা মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত নহে। স্মিথ যে সকল কথা শুনিল—স্বাধীনতার পীঠস্থল ইংলণ্ডের বা ইউরোপের কোন রাজবংশে

সেরূপ ষড়যন্ত্র কার্য্যে পরিণত করা অসম্ভব হইলেও, ইউরোপের প্রান্তস্থিত রামা লিয়ার ন্যায় ক্ষুদ্র রাজ্যে, অথবা প্রাচ্য ভূখণ্ডের কোন রাজ্যে রাজনায়কগণের অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য এরূপ ষড়যন্ত্র অসম্ভব নহে—ইহা সে সহজেই বিশ্বাস করিল। সে জানিত—মধ্যযুগে ইউরোপের নানা দেশে রাজ্যের অমাত্যেরা স্ব স্ব দলের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সর্ব্বদাই এইরূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিত; কিন্তু গৃহবিপ্লবে শোণিতপাতের যুগ বহু পূর্ব্বে অতীত হইয়াছে।

স্মিথ ভিনিসিয়া হোটেলের দ্বাররক্ষী ফিলিপ্‌সের নিকট রাজকুমারী নাতালীর পরিচয় শুনিয়া ফিলিপ্‌সকে বলিয়াছিল—সে রামালিয়া রাজ্যের একআধটু খবর রাখে। এ কথা মিথ্যা নহে। মিঃ ব্লেক কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটা ফেরারী আসামীর সন্ধানে রামালিয়ায় গমন করিয়াছিলেন, এবং স্মিথকেও সঙ্গে লইয়াছিলেন। তাঁহারা সেখানে কয়েক দিন মাত্র বাস করিলেও, রামালিয়ার স্মৃতি স্মিথের মন হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। সেই ক্ষুদ্র রাজ্যের সকল কথাই তাহার মনে পড়িল। সুদৃঢ় প্রাকার-বেষ্টিত প্রাচীন রাজধানী, সঙ্কীর্ণ ও বন্ধুর পথগুলি, রাজধানী সন্নিহিত, গিরিশিখরে অবস্থিত সমুচ্চ দুর্গ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম, জনকোলাহল-মুখরিত নগর, শ্যামল শস্যরাশি-সমাচ্ছন্ন সুদৃশ্য প্রান্তর, সুস্থ ও সবলকায় গোমেষাদি পশুর পাল, এবং কৃষিকর্ম্মনিরত শান্তস্বভাব কৃষকগণের প্রফুল্ল মুখ—একে একে তাহার মনে পড়িল।

স্মিথ মিঃ ব্লেকের সহিত যখন রামালিয়া রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিল, সে সময় সেখানে শান্তি ও শৃঙ্খলা অব্যাহত ছিল। রাজ্য ক্ষুদ্র হইলেও প্রজাপুঞ্জের অবস্থা উন্নত ছিল; রাজ্য মধ্যে অসন্তোষ বা অন্তর্বিপ্লবের চিহ্নমাত্র ছিল না। স্মিথের মনে হইল—সেই এক দিন, আর এই এক দিন! আজ সেই সুখ শান্তি কোথায়? সেই রামালিয়া রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা নারী রাজনন্দিনী নাতালী আজ সুদূর ইংলণ্ডের পশ্চিম প্রান্তের নির্জ্জন প্রান্তরে বন্ধুহীন, আশ্রয়হীন, নিঃসম্বল অবস্থায় হতাশ ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! এই বিশাল জগতে আজ তাহার মাথা রাখিবার স্থান নাই; তাহাকে সাহায্য করিবার লোক নাই!—রাজনন্দিনীর দুঃখ কষ্টে স্মিথের হৃদয় করুণায় ভরিয়া উঠিল; তাহার মনে হইল—সে পথপ্রান্তস্থ তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রাঘোরে স্বপ্ন দেখিতেছে! নিদ্রাভঙ্গে যেন সে দেখিবে সমস্তই মিথ্যা, মরীচিকার

ভ্রান্তি, কেহ কোথাও নাই !—কিন্তু রাজকুমারী নাতালী যে তখনও তাহার সম্মুখে সশরীরে দণ্ডায়মান ; তাহার মুখ মলিন, চক্ষু দুটি ছল ছল করিতেছে ; বিপদ-সমুদ্রের সে কুল-কিনারা দেখিতে পাইতেছে না ! স্মিথ ভাবিতে লাগিল, কি বলিয়া তাহাকে শান্ত করিবে ? কি উপায়ে তাহাকে সাহায্য করিবে ? অথচ সেই অসহায়া বিপন্না তরুণীকে সেই জনহীন বিশাল প্রান্তরে একাকিনী রাখিয়া চলিয়া যাওয়াও ত তাহার অসাধ্য। স্মিথ দীর্ঘকাল চিন্তার পর মাথা তুলিয়া নাতালীকে বলিল, "যদি আপনার নিকট যথেষ্ট টাকা থাকিত, তাহা হইলে আপনি কি করিতেন ?"

নাতালী বলিল, "তাহা হইলে ? —তাহা হইলে আমি কোন নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লইয়া কিছুদিন সেখানে লুকাইয়া থাকিতাম ; কারণ আমি জানিতে পারিয়াছি, আমার কাকা প্রিন্স রাডিশ্লভ এক সময় আমার পিতার আশ্রিত ও বিশ্বাসের পাত্র থাকিলেও, এখন তিনি আমার শত্রু হইয়া উঠিয়াছেন ! স্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনি বিরুদ্ধ দলের সহিত যোগদান করিয়া প্রিন্স বার্কোর নিকট আমাকে বিক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন ! ইহার অর্থ, আমাকে জার্ম্মানীর ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতে হইবে ; কারণ প্রিন্স বার্কো জার্ম্মানীর হস্তের ক্রীড়া-পুত্তলিকা। (For Prince Berko is but an echo of Berlin) না, আমি উহাদের কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারি না। তবে একজনকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি ; কিন্তু এখন তিনি রামালিয়ায়। যদি আমি কয়েক দিনের জন্য কোন নিরাপদ স্থানে লুকাইয়া থাকিতে পারিতাম, তাহা হইলে টেলিগ্রাম করিয়া আমার শোচনীয় অবস্থার কথা তাঁহাকে জানাইতাম ; আমার সর্ব্বনাশের জন্য প্রিন্স রাডিশ্লভ কিরূপ ষড়যন্ত্র করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারিলে তিনি নিশ্চয়ই আমার উদ্ধারের ব্যবস্থা করিতেন। তিনি আমার পরম হিতৈষী—এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি প্রিন্স বার্কোর সহিত আমার বিবাহের প্রস্তাবের নিশ্চয়ই সমর্থন করিবেন না ; রাজনৈতিক কারণে এই বিবাহে তাঁহার সম্পূর্ণ অমত। তিনি জার্ম্মানীকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন, এবং প্রিন্স বার্কো জার্ম্মানীর হাতের পুতুল—এইজন্য সে-ও তাঁহার ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র।"

স্মিথ ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কে ?"

নাতালী বলিল, "তিনি রামালিয়া রাজ্যের শাসন-পরিষদের সভাপতি কাউণ্ট বটোভস্কি। আমার পিতার এরূপ বিশ্বস্ত অমাত্য ও প্রিয় সুহৃদ রামালিয়া রাজ্যে আর একজনও ছিলেন না।"

স্মিথ বলিল, "আপনার কাকা প্রিন্স রাডিশ্লভ আপনার যতই অনিষ্ট-চেষ্টা করুন, তিনি বা তাঁহার দলের লোক আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রিন্স বার্কোর সহিত আপনার বিবাহ দিতে পারেন না।"

নাতালী বলিল, "স্বার্থসিদ্ধির জন্য জোর করিয়া আমার বিবাহ দিলে আমি কিরূপে তাহাতে বাধা দিব ? প্রিন্স রাডিশ্লভ কিরূপ জেদী ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক তাহা আপনি জানেন না বলিয়াই এ কথা বলিতেছেন।—না, আমার আত্ম-রক্ষার কোন উপায় নাই।"

স্মিথ দুই হাত পকেটে পুরিয়া মাটীর দিকে চাহিয়া আবার ভাবিতে লাগিল। নাতালীকে সাহায্য করিবার জন্য তাহার প্রবল আগ্রহ হইলেও,কি উপায়ে তাহাকে রক্ষা করিবে, তাহা সে স্থির করিতে পারিল না। একটি স্বাধীন রাজ্যের রাজনৈতিক দলাদলিতে হস্তক্ষেপণ করা তাহার পক্ষে কিরূপ অনধিকার চর্চ্চা—তাহা সে সহজেই বুঝিতে পারিল। প্রিন্স রাডিশ্লভের ন্যায় শক্তিশালী ব্যক্তির বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলে তাহার বিপদের আশঙ্কা প্রবল ; তাহাকে তাঁহার অধিকারে হস্তক্ষেপণ করিতে দেখিলে বৃটীশ পররাষ্ট্র বিভাগ তাহার কৈফিয়ৎ চাহিতে পারে, এবং প্রিন্স রাডিশ্লভ যদি অভিযোগ করেন—তিনি রাজকুমারীর কাকা ও অভিভাবক, এই ইংরাজ যুবক কোন্ অধিকারে তাঁহার কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করে ?—তাহা হইলেই তাহাকে দূরে সরিয়া দাঁড়াইতে হইবে। পররাষ্ট্র বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ নাতালীকে প্রিন্স রাডিশ্লভের হস্তে সমর্পণ করিতে দ্বিধাবোধ করিবেন না ; তাহার সকল কথাই অগ্রাহ্য হইবে।

কিন্তু স্মিথ জানিত না—আর কিরূপেই বা জানিবে যে, প্রিন্স রাডিশ্লভ ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র প্রিন্স বার্কো গোপনে যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, তাহা বৃটীশ পররাষ্ট্র বিভাগের অজ্ঞাত রাখিবার জন্যই যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিলেন!—পাঠক পাঠিকাগণ

ইহার কারণ পরে জানিতে পারিবেন ; কিন্তু প্রিন্স বার্কো জার্মানীর হাতের পুতুল মাত্র এই কথা শুনিয়া স্মিথের রক্ত গরম হইয়া উঠিল, এবং ইংলণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু জার্মানীর অনুগৃহীত ও আশ্রিত প্রিন্স বার্কোর সঙ্কল্প ব্যর্থ করিবার জন্য তাহার প্রবল আগ্রহ হইল ; কিন্তু কোন্ পন্থা অবলম্বন করিলে তাহার উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইবে—তাহা সে বুঝিতে পারিল না। তখন সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছিল, গোধূলী-কাল সমাগত ; পূর্ব্বগগন-প্রান্ত-সীমায় অবস্থিত মেঘবৎ ধূসর অরণ্যানীর উপর সান্ধ্য অন্ধকারের ছায়া কৃষ্ণাভ যবনিকাবৎ ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হইতেছিল। আলোকান্ধকারের সেই মিলন সময়ে স্মিথ ও রাজনন্দিনী নাতালী পরস্পরের সম্মুখে নীরবে দণ্ডায়মান; উভয়েই গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। স্মিথ প্রতিজ্ঞা করিল, প্রাণ পাত করিয়াও সে এই তরুণী রাজনন্দিনীকে রক্ষা করিবে ; কিন্তু নাতালীর নিকট মনের কথা প্রকাশ করিতে তাহার সাহস হইল না। যাহারা কোন মহৎ কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়, তাহারা তাহাদের কঠোর সঙ্কল্পের কথা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করে না, তাহা তাহাদের হৃদয়ের অন্তস্তলেই সংগুপ্ত থাকে।

স্মিথকে নীরবে দণ্ডায়মান দেখিয়া, সন্ধ্যার অন্ধকারে পথ হারাইবার আশঙ্কায় রাজকুমারী নাতালী দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া কোমল স্বরে বলিল, "আমি আপনাকে আর এক মুহূর্ত্তও এখানে আটক করিয়া রাখিব না। আপনি আজ আমার যে উপকার করিয়াছেন, তাহা চিরদিন আমার স্মরণ থাকিবে, এবং পরমেশ্বর যদি কখন আমাকে সুযোগ দান করেন—তাহা হইলে আমি আপনার ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করিব। এখন আমি আপনার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছি। নমস্কার বন্ধু!"

স্মিথ রাজকুমারীর প্রসারিত করপল্লব কম্পিত হস্তে ধারণ করিয়া, তাহার কাতরতাপূর্ণ কোমল দৃষ্টির সহিত নিজের মিনতি মাখা দৃষ্টির বিনিময় করিয়া আগ্রহ ভরে বলিল, "না, আপনাকে আমি ও-ভাবে একাকী যাইতে দিতে পারিব না। আমার দ্বারা আপনার কি উপকার হইতে পারে—তাহা আমি আপনাকে বলিতে পারি নাই বটে, কিন্তু সেজন্য আপনি মনে করিবেন না—আমি আপনার বিপদে নিশ্চেষ্ট থাকাই কর্ত্তব্য মনে করিয়াছি। আপনার সেরূপ ধারণা হইয়া থাকিলে সেই

ধারণা সত্য নহে। আপনাকে কি কৌশলে কোন নিরাপদ স্থানে লইয়া গিয়া লুকাইয়া রাখিতে পারি—তাহাই চিন্তা করিতেছিলাম। আমার মাথায় একটা ফন্দীর উদয় হইয়াছে। আপনার কথা শুনিয়া বুঝিয়াছি—আপনি কোন নিরাপদ স্থানে লুকাইয়া থাকিয়া, রামালিয়া রাজ্যের অধ্যক্ষ সভার সভাপতি কাউণ্ট বটোভস্কিকে আপনার বিপদের সংবাদ জানাইবেন, ইহাই আপনার ইচ্ছা; কেমন সত্য কি না?"

নাতালী বলিল, "হাঁ, এইরূপই ইচ্ছা আছে বটে; কিন্তু এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ পাইব কি না জানি না।"

স্মিথ বলিল, "ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে—তাহা পূর্ব্বে অনুমান করা অসম্ভব; তবে আপনার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে দুই তিন সপ্তাহ আপনাকে লুকাইয়া থাকিতে হইবে; কারণ আপনার নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া কাউণ্ট বটোডস্কি আপনার রক্ষার সুব্যবস্থা করিতে পারিলেও তাহা সময়সাপেক্ষ। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এই দুই তিন সপ্তাহ আমি আপনাকে লুকাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারিব। রাজকুমারী, আপনি যদি—"

নাতালী বাধা দিয়া বলিল, "আপনি এখন আমাকে রাজকুমারী বলিয়া সম্বোধন করিবেন না, ঐ সম্বোধন এখন বিদ্রূপের মত শুনায়! আপনি আমাকে নাতালী বলিয়া ডাকিবেন।"

স্মিথ হাসিয়া বলিল, "বেশ, তাহাই হইবে। এখন আমার ফন্দীটা শুনুন। আপনার সাহায্যের জন্য যে ফন্দী আমার মাথায় আসিয়াছে—তাহাতেই যে কার্য্যসিদ্ধি হইবে—একথা বলিতে পারি না; তবে আপাততঃ কয়েক দিন আপনি নিরাপদ হইতে পারিবেন। এই স্থান হইতে কয়েক মাইল দূরে পলমুর নামক পল্লীতে একটি হোটেল আছে; আমার ইচ্ছা, আপনাকে সেই হোটেলে লইয়া যাইব এবং আমার ভগিনী বলিয়া আপনার পরিচয় দিব।

"পলমুরে উপস্থিত হইয়া আজ রাত্রেই মিঃ ব্লেকের নিকট টেলিগ্রাম পাঠাইবার সুযোগ হইবে কি না সন্দেহ; কাল সকালে লণ্ডনে তাঁহার নিকট টেলিগ্রাম পাঠাইব, এবং তাঁহাকে এখানে আসিতেও অনুরোধ করিব। আমার বিশ্বাস,

টেলিগ্রাম পাইয়াই তিনি পলমুরে উপস্থিত হইবেন। তিনি আসিলে আপনার সঙ্কটের কথা তাঁহাকে জানাইব ; তাহা শুনিয়া তিনি যে উপদেশ দিবেন, তদনুসারে কাজ করাই সঙ্গত হইবে।—এ সম্বন্ধে আপনি কি বলেন শুনিতে চাই।”

নাতালী অশ্রুপূর্ণ নেত্রে স্মিথের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টা করিব না ; কারণ সে শক্তি আমার নাই। আপনি যে ভাবে আমাকে সাহায্য করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা গ্রহণে আমার ইচ্ছা নাই, একথা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে। আপনি যাহা করিবেন স্থির করিয়াছেন, আমিও তাহা সঙ্গত মনে করি। আমি আপনার উপদেশেই চলিব।”

স্মিথ উৎসাহ ভরে বলিল, “উত্তম ; কিন্তু আপনার অভিনয়ে যেন খুঁত না থাকে ; আপনি আমার ভগিনী—একথা মুহূর্তের জন্য ভুলিবেন না। এই মুহূর্ত্ত হইতেই আপনি আমার ভগিনী নাতালী।—কিন্তু আর একটা কথা, আপনার পরিচ্ছদ কাঁটায় বাধিয়া ছিঁড়িয়া গিয়াছে ; আপনার পরিচ্ছদ দেখিয়া হোটেল-ওয়ালার মন নানা সন্দেহে পূর্ণ হইতে পারে। আমার সাইকেলের পাশের গাড়ীতে একটা ‘ওয়াটার-প্রুফ’ কোট আছে ; আপনি সেই কোটটি পরিয়া লইলে আপনার ছেঁড়া পোযাক ঢাকা পড়িবে। কোটটা আপনার অঙ্গে বে-মানান হইবে না বলিয়াই মনে হয়। গাড়ীর কাছে চলুন, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি।”

অতঃপর তাহারা অদূরবর্ত্তী ‘মোটর-বাইকের’ (motor-bike) নিকট উপস্থিত হইল ; স্মিথ পাশের গাড়ী হইতে ‘ওয়াটার-প্রুফ’ কোটটি বাহির করিয়া সযত্নে নাতালীকে পরাইয়া দিল ; কোটের হাতা একটু বড় হইলেও নাতালীর অঙ্গে তাহা সুন্দর মানাইল। (it suited her admirably.)

স্মিথ নিজের কোটে রাজকুমারীর দেহ আবৃত করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল, হর্ষভরে বলিল, “চমৎকার হইয়াছে ! আপনার ছেঁড়া পোযাক আর কাহারও নজরে পড়িবে না। জিনিসপত্র গুছাইয়া লওয়া হইয়াছে ; সন্ধ্যাও ঘনাইয়া আসিতেছে, চলুন, আর বিলম্ব করিব না। হাঁ, আর এক কথা,—আপনাকে ধরিবার জন্য কেহ কি আপনার অনুসরণ করিয়াছে ?”

নাতালী বলিল, “আমি সকলের অজ্ঞাতসারে গৃহত্যাগ করিলেও আমার

গৃহত্যাগের অল্প কাল পরেই আমার কাকা প্রিন্স রাডিস্লাভ বুঝিতে পারিয়াছেন—আমি পলায়ন করিয়াছি। সুতরাং আমাকে ধরিবার জন্য তিনি যে চারি দিকে চর পাঠাইয়াছেন এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি আমাকে মুঠায় পুরিবার জন্য বৈধ বা অবৈধ সকল উপায়ই অবলম্বন করিবেন। আমার প্রতি স্নেহ বশতঃ তিনি আমাকে ফিরিয়া পাইবার জন্য ব্যাকুল নহেন; আমাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া প্রিন্স বার্কোর সহিত বিবাহ দিতে না পারিলে তাঁহার স্বার্থসিদ্ধি হইবে না বলিয়াই তিনি ভয়ঙ্কর ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, ইহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি।—আপনি আমাকে সাহায্য করিলে নিশ্চয়ই বিপন্ন হইবেন। আপনার বিপদের আশঙ্কায় আপনার সাহায্য গ্রহণে আমি অসম্মত হইয়াছিলাম।"

স্মিথ হাসিয়া বলিল, "আমার বিপদের আশঙ্কা আছে? আপনার কথা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। বিপদে পড়াই যে আমার পেশা! অনেক বার অনেক বিপদে পড়িয়াছি, কত বার মৃত্যুকবল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছি; আমাদের কি বিপদকে ভয় করিলে চলে? এবার আপনাকে রক্ষা করিতে গিয়া একটা নূতন বিপদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া দেখি—জয়লাভ করিতে পারি কি না! আমার মনিব মিঃ ব্লেককে ও আমাকে মৃত্যুর জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হয়। আশা করি আপনার কাকা—সেই চতুর প্রিন্সটিকে চালবাজিতে পরাস্ত করিতে পারিব। পরমেশ্বর আমার এই সৎ কার্য্যে সহায়তা করিবেন। তাঁহার সাহায্যে ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল ব্যক্তিও অসাধ্য সাধন করিতে পারে।"

এই সকল কথা বলিতে বলিতে স্মিথ তাহার মোটর-সাইকেল পথের মধ্যস্থলে আনিয়া, সাইকেলের কল-কব্জা প্রভৃতি পরীক্ষা করিল; তাহার পর মোটর-সাইকেলের পাশে যে গাড়ী সংযুক্ত ছিল, নাতালীকে তাহাতে উঠিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিল। স্মিথ সাইকেলে উঠিবার পূর্ব্বে একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিল। তখন সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছিল; তাহার লোহিতালোকের চিহ্ন পর্য্যন্ত অদৃশ্য হইয়াছিল, এবং সেই বিশাল প্রান্তরের প্রান্তবর্ত্তী অরণ্যশ্রেণী ধূসর হইয়া উঠিয়াছিল। পথের কিছু দূরে কতকগুলি দীর্ঘ তৃণ ও গুল্ম ছিল; স্মিথের মনে হইল—একজন মেষপালক সেই তৃণরাশির ভিতর হইতে চক্ষুর নিমেষে একটি গুল্মের আড়ালে

চলিয়া গেল! কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারে ইহা দৃষ্টি-বিভ্রম কি না স্মিথ তাহা বুঝিতে পারিল না। সেই প্রান্তরে মেষ চরাইতে আসিয়া কোন মেষপালক সেখানে উপস্থিত হইতেও পারে, ইহাতে দুশ্চিন্তা বা ভয়ের কোন কারণ নাই মনে করিয়া স্মিথ সেই মেষপালকের অনুসরণ করিল না। সে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিল; নীলাকাশ নির্ম্মল, মেঘসংস্পর্শবিহীন; পশ্চিম গগনে সে একটি তারকা দেখিতে পাইল, তাহা তখনও উজ্জ্বল হয় নাই; স্মিথ বুঝিতে পারিল আর কয়েক মিনিট পরেই গগনমণ্ডল শুভ্রজ্যোতি নক্ষত্র-নিকরে বিভূষিত হইবে।

নাতালী মোটর-বাইকের পাশের গাড়ীতে উঠিয়া বসিলে স্মিথ তাহার গাত্রস্থিত 'ওয়েদার-প্রুফ আচ্ছাদনের (weather-proof apron) বোতাম আঁটিয়া, তাহার সর্ব্বাঙ্গ একখানি 'রগ' দিয়া ঢাকিয়া দিল। তাহার পর গাড়ীতে উঠিয়া প্রথমে ধীরে ধীরে 'বাইক' চালাইতে লাগিল। কয়েক মিনিট পরে মোটর-বাইক পূর্ণ বেগে চলিতে আরম্ভ করিল। প্রান্তর-প্রান্তস্থ পলমুর গ্রামে উপস্থিত হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। স্মিথ গ্রামে প্রবেশ করিয়া, পথের মোড় ঘুরিয়া আর একটি পথে প্রবেশ করিল। সেখান হইতে কয়েক শত গজ দূরে পথের দক্ষিণাংশে সে গ্রাম্য হোটেলটি দেখিতে পাইল।

স্মিথ হোটেলের ঠিক সম্মুখে না আসিয়া, একটু দূরে থাকিতেই মোটর-বাইকের 'ইঞ্জিন' বন্ধ করিল, এবং নাতালীকে কয়েক মিনিট গাড়ীতে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, বাইক হইতে নামিয়া হোটেলে প্রবেশ করিল। সে হোটেলের বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া একটি স্থূলাঙ্গী প্রৌঢ়াকে দেখিতে পাইল। স্মিথ বুঝিতে পারিল এই প্রৌঢ়াই হোটেলওয়ালী; কিন্তু সে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই প্রৌঢ়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া, উঠিয়া তাহাকে অভিবাদন করিল। স্মিথ তাহাকে প্রত্যভিবাদন করিয়া বলিল, "এক্‌সিটার হইতে তোমাকে টেলিগ্রাম করিয়া জানাইয়াছিলাম—এখানে আমি কয়েকদিন বাস করিব; সেজন্য আমার একটি কুঠুরীর প্রয়োজন। আমার সেই টেলিগ্রাম তুমি পাইয়াছিলে কি?"

প্রৌঢ়া বলিল, "হাঁ মহাশয়, আপনার টেলিগ্রাম পাইয়াই আপনার জন্য একটি

কুঠরী খালি রাখিয়াছি। বেশ ভাল কুঠুরীটিই আপনার বাসের জন্য সাজাইয়া রাখা হইয়াছে; আশা করি তাহা দেখিয়া আপনি সুখী হইবেন।"

স্মিথ বলিল, "ধন্যবাদ, তোমার কথা শুনিয়াই খুসী হইলাম। তোমাকে টেলিগ্রাম করিবার পর আমার মনে হইতেছিল, দুইটি কুঠুরীর জন্য লিখিলেই ভাল করিতাম; এতদ্ভিন্ন আমার একটি বসিবার ঘরেরও প্রয়োজন হইবে। জানি না তাহা তুমি আমাকে ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে পারিবে কি না। যখন তোমাকে টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম—তখন জানিতাম না যে, আমার ভগিনী আমার সঙ্গে এখানে বেড়াইতে আসিতে চাহিবে; কিন্তু সে আমার সঙ্গে আসিবার জন্য জিদ করায় তাহাকে লইয়া আসিয়াছি। তাহার জন্য স্বতন্ত্র একটা কুঠরী ও আমাদের বসিবার উপযুক্ত একখানি ঘর ছাড়িয়া দিতে পারিবে কি?"

হোটেলওয়ালী বলিল, "আপনার ভগিনী হঠাৎ আপনার সঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছেন, সেজন্য আপনাকে কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না; বাসের জন্য দুইটি ভাল কুঠুরীই আপনারা পাইবেন, তবে বসিবার ঘরখানির ব্যবস্থা করিতে একটু সময় লাগিবে। ঘরের অভাব না থাকিলেও, আপনাদের বসিবার ঘরখানি যথাযোগ্য আসবাব-পত্র দিয়া সাজাইতে হইবে কি না, এখনই হঠাৎ ত তাহার সুবিধা হইবে না।"

স্মিথ বলিল, "বসিবার ঘর আজ না পাইলেও কোন ক্ষতি হইবে না; কাল সব ঠিক-ঠাক করিয়া দিও। আর এক কথা—আমার একখানি জরুরি টেলিগ্রাম পাঠাইতে হইবে; আজ রাত্রে এখানকার টেলিগ্রাফ আফিসে গিয়া তাহা পাঠাইতে পারিব কি?"

হোটেলওয়ালী সেই কক্ষের দেওয়াল-সংলগ্ন ঘড়ীর দিকে চাহিয়া বলিল, "এখন ত টেলিগ্রাফ আফিস বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আজ রাত্রে আপনার টেলিগ্রাম পাঠাইবার উপায় নাই; কাল সকালে টেলিগ্রাফ আফিস খুলিলে আপনি টেলিগ্রাম করিবেন।"

স্মিথ অস্ফুট স্বরে বলিল, "অগত্যা সেইরূপই করিতে হইবে। আমার ভগিনী এখনও গাড়ীতে বসিয়া আছে; তাহাকে এখানে লইয়া আসি। এখানে তাহার থাকিবার অসুবিধা হইবে না শুনিলে সে নিশ্চয়ই খুসী হইবে।"

স্মিথ তাহার 'ভগিনী'কে আনিবার জন্য হোটেলের বাহিরে গেল। হোটেল-ওয়ালী বুঝিল—নবাগত অতিথি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; সে অতিথির ভগিনীর অভ্যর্থনার জন্য হাসিমুখে হোটেলের বাহিরের দ্বার-প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। স্মিথ তাহার 'ভগিনী'কে গাড়ী হইতে নামাইয়া লইয়া হোটেলের দিকে আসিতে আসিতে নিম্ন-স্বরে বলিল, "আপনি এখন আমার ভগিনী, একথা মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিবেন না রাজকুমারি! আপনার বাসের জন্য স্বতন্ত্র একটি কুঠুরী পাওয়া গিয়াছে, আমার একটা ব্যাগ সেই কুঠুরীতে পাঠাইয়া দিব; তাহার ভিতর আপনার ব্যবহারযোগ্য কোন কোন জিনিস দেখিতে পাইবেন। ভগিনী ভাইয়ের জিনিস যেমন অসঙ্কোচে ব্যবহার করে, আপনিও সেগুলি সেইভাবে ব্যবহার করিবেন। কাল এখানকার বাজারে গিয়া, আপনার জন্য দুই সুট পোষাক ও আর যাহা যাহা প্রয়োজন, কিনিয়া আনিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার কাছে যথেষ্ট টাকা আছে, আপনাকে কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না। ভাই কাছে থাকিতে ভগিনী অসুবিধায় পড়িবে?—অসম্ভব!"

নাতালী হাসিয়া বলিল, "ধন্যবাদ! আপনি আমার অসুবিধা দূর করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন; আমার নিজের ভাই থাকিলে সে ইহার অধিক আর কি করিতে পারিত? এখন যদি শেষ রক্ষা করিতে পারেন—তবেই আপনার সকল শ্রম সফল হইবে।"

স্মিথ বলিল, "পরমেশ্বরের করুণাই আমাদের একমাত্র সম্বল।"—সে নাতালীকে সঙ্গে লইয়া হোটেলের দ্বারে আসিয়া হোটেলওয়ালীর সাক্ষাৎ পাইল। হোটেল-ওয়ালী নাতালীকে অভিবাদন করিয়া তাহার ঘরে লইয়া চলিল; স্মিথ মোটর-বাইকের নিকট ফিরিয়া আসিল, এবং তাহা হোটেলের আস্তাবলে লইয়া গিয়া আস্তাবলের ভৃত্যের (stable boy) জিম্বা করিয়া দিল। স্মিথের আদেশে সেই ভৃত্যই তাহার ব্যাগ ও অন্যান্য 'লগেজ' গাড়ী হইতে তুলিয়া লইয়া চলিল। অনন্তর স্মিথ হোটেলের সদর দরজা দিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল।

* * * * * *

স্মিথ ও নাতালী হোটেলে আসিয়া স্ব স্ব কক্ষে বিশ্রাম করিবার তিন ঘণ্টা পরে

হোটেলের ভোজন-কক্ষে ভোজন করিতে বসিল। পল্লীগ্রামের নগণ্য হোটেল হইলেও আহার্য্য দ্রব্যের ব্যবস্থা দেখিয়া স্মিথ আনন্দিত হইল। সারাদিন অনাহারে থাকিয়া নাতালী ক্ষুধায় কাতর হইয়াছিল। তাহার নিকট যে কিছু সম্বল ছিল, তদ্দারা একটি পান্থ-নিবাসে (যেখানে পূর্ব্ব-রাত্রে সে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল) যৎসামান্ত প্রাভাতিক খাদ্য সংগ্রহ করিয়াছিল; অপরাহ্নে স্মিথের দয়ায় মাঠে বসিয়া চায়ের সঙ্গে যাহা খাইতে পাইয়াছিল—ক্ষুধা নিবৃত্তির পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে। সুতরাং যে সকল খাদ্য তাহার স্পর্শেরও অযোগ্য, এই সঙ্কটকালে তাহাই ভোজন করিতে পাইয়া সে আপনাকে সৌভাগ্যবতী মনে করিল। মাংস, আলুর চপ, মোটা মোটা রুটী, টাটকা মাখম, ও গাঢ় ক্ষীর তাহারা অমৃতের ন্যায় মুখরোচক মনে করিল। আহারান্তে বাতায়নের নিকট বসিয়া স্মিথ নাতালীর সহিত গল্প আরম্ভ করিল। সেখানে অন্য কোন লোক ছিল না, এজন্য স্মিথ তাহার গোয়েন্দাগিরির গল্প আরম্ভ করিল; এবং তাহাকে ও মিঃ ব্লেককে কত ভীষণ বিপদে পড়িতে হইয়াছিল, মৃত্যুকবল হইতে তাঁহারা কি আশ্চর্য্য উপায়ে উদ্ধার লাভ করিয়াছিলেন, তাহার দুই একটি বিবরণ শুনিয়া নাতালী স্তম্ভিত হইল। তাহার মনে হইল সেই সকল কাহিনী ঔপন্যাসিক ঘটনার ন্যায় অদ্ভুত! মিঃ ব্লেক যে অসাধারণ ব্যক্তি, নাতালীর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইল, এবং তাহার আশা হইল—মিঃ ব্লেক চেষ্টা করিলে তাহার বিপদ দূর হইতে পারে; কিন্তু মিঃ ব্লেক কি তাহাকে তাহার অভিভাবক মিত্রবেশী প্রবল শত্রুর কবল হইতে উদ্ধার করিতে পারিবেন?—কোথায় রামালিয়া, আর কোথায় ইংলণ্ড! তাহার একমাত্র হিতৈষী বান্ধব কাউণ্ট বর্টোভস্কি সুদূর রামালিয়া রাজ্যে থাকিয়া এই সঙ্কটকালে কিরূপে তাহাকে আশ্রয় দান করিবেন?—প্রিন্স রাডিস্লভ স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহাকে প্রিন্স বার্কোর হস্তে সমর্পণে কৃতসঙ্কল্প; মিঃ ব্লেক এই বিবাহে কিরূপে বাধাদান করিবেন? রাডিস্লভ তাহার অভিভাবক, মিঃ ব্লেক কি কৌশলে তাঁহাকে তাঁহার সঙ্কল্প-পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবেন? এই সকল কথা চিন্তা করিয়া নাতালী অত্যন্ত ব্যাকুল হইল।—স্মিথ তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দানের চেষ্টা করিল; তাহার পর তাহার আত্মকাহিনী শ্রবণ করিতে করিতে রাত্রি অধিক

হইলে স্মিথ তাহাকে শয়নকক্ষে পাঠাইয়া শয়ন করিতে চলিল। উভয়েই অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিল; কয়েক মিনিটের মধ্যেই নাতালী সর্ব্বসন্তাপ-হারিণী নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিল। কিন্তু স্মিথ মুদিত নেত্রে কত কথাই ভাবিতে লাগিল। দুইদিন পূর্ব্বে সে লণ্ডনে ছিল, নাতালীকে সে ভিনিসিয়া হোটেলের নিকট কয়েক মিনিটের জন্য দেখিয়াছিল; নাতালী তাহার অভিভাবকের সহিত ভিনিসিয়া হোটেলে প্রবেশ করিলে স্মিথের ধারণা হইয়াছিল—সেই অপরূপ রূপলাবণ্যবতী তরুণীর সহিত এ জীবনে তাহার আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। নববসন্তে পল্লী-প্রকৃতির মনোহর সৌন্দর্য্য উপভোগের নিমিত্ত মিঃ ব্লেকের নিকট বিদায় লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সে কত দূরে আসিয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু নিয়তির কি অদ্ভুত লীলা! জনমানবহীন সুদুর্গম বিস্তীর্ণ প্রান্তর-মধ্যে পুনর্ব্বার সে রাজনন্দিনী নাতালীর সাক্ষাৎ লাভ করিল! আজ সে সেই অসহায়া, বিপন্না, সর্ব্বসুখবঞ্চিতা, অবসাদগ্রস্তা তরুণী রাজনন্দিনীর আশ্রয়দাতা! কোন্ উপন্যাসের ঘটনা ইহা অপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়োদ্দীপক, অধিকতর কৌতূহলজনক? সে কি কোন দিন স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল—ইংলণ্ডের পশ্চিম প্রান্তে, সুদূরবর্ত্তী কর্ণোয়াল জেলার সীমান্তে এরূপ অবিশ্বাস্য, অসম্ভব কাণ্ড সংঘটিত হইবে? জগতে কি সম্ভব, এবং কি অসম্ভব—তাহা সে স্থির করিতে পারিল না।

নাতালী তাহার নিকট যে আত্মকাহিনী বিবৃত করিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়াই স্মিথের বিশ্বাস হইয়াছিল। তাহার মনে হইল নাতালীর একটি কথাও অতিরঞ্জিত বা বিশ্বাসের অযোগ্য নহে। আহারের পর স্মিথ যখন নাতালীর সহিত গল্প করিতেছিল, তখন নাতালী কেবল যে নীরবে তাহার গল্পগুলিই শ্রবণ করিতেছিল এরূপ নহে, তাহার বাল্যজীবনের অনেক কথাও স্মিথের নিকট প্রকাশ করিয়াছিল; সে স্মিথকে একথাও বলিয়াছিল যে, শৈশবেই শিক্ষালাভের জন্য সে ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিল, ইংরাজ বালিকাগণের সহিত দীর্ঘকাল একত্র বাস করিয়া, তাহাদের সহিত চিন্তার আদান প্রদানে—তাহার হৃদয়ে ইংরাজের জাতীয় আদর্শ গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সে ইংরাজ-দুহিতার স্বভাবসুলভ মনের বল লাভ করিয়াছিল; প্রবলের যথেচ্ছাচার ও প্রভুত্ব

নতমস্তকে স্বীকার করা নৈতিক অবনতি বলিয়াই তাহার ধারণা হইয়াছিল।

নাতালী তাহার পিতৃব্য-পুত্র বার্কো-সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছিল—তাহা শুনিয়া বার্কোর প্রতি স্মিথের মনে অত্যন্ত অশ্রদ্ধা ও বিরাগের সঞ্চার হইয়াছিল! তাহার ধারণা হইয়াছিল—বার্কো একটি অকালকুষ্মাণ্ড; তাহার বয়স ত্রিশের অধিক না হইলে নানা কুক্রিয়ায় যৌবনেই সে জরাগ্রস্ত হইয়াছিল; তাহার চক্ষু দু'টি ক্ষুদ্র, ও শয়তানীপূর্ণ; মাথার চুলগুলি খাট করিয়া কাটা, এবং কদম্বকেশরের ন্যায় কণ্টকিত; গোঁফ-জোড়াটা জার্ম্মানীর কৈসারের গোঁফের মত আকর্ণ-প্রসারিত। তাহার গালে প্রকাণ্ড ক্ষতচিহ্ন; গোঁফ দিয়া তাহা ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াও সে কৃতকার্য্য হইতে পারিত না, এবং কাতলা মাছের মত প্রকাণ্ড হা তাহার মুখাকৃতি অত্যন্ত বিকট করিয়া তুলিয়াছিল! বার্কো জার্ম্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিল শুনিয়াও তাহার পাণ্ডিত্যে স্মিথের শ্রদ্ধা হয় নাই; দেশ বিদেশের বড় লোকের ছেলেরা জার্ম্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরিত হইয়া কি ভাবে বিদ্যালাভ করে—তাহা স্মিথের অজ্ঞাত ছিল না। তাহারা হিডেলবার্গের (Heidelberg) বিশ্ব-বিদ্যালয়েই অধ্যয়ন করুক, আর বন (Boun) বিশ্ব-বিদ্যালয়েই প্রেরিত হউক, তাহাদের শিক্ষার ফল সমানই হয়! জার্ম্মানীর প্রতি নিদারুণ বিদ্বেষবশতঃ স্মিথ ভুলিয়া গিয়াছিল যে, যাহারা ফাঁকি দিতে চাহে, পৃথিবীর কোন বিদ্যামন্দিরে তাহারা পণ্ডিত হইতে পারে না।

যাহা হউক, বিদ্যার্জ্জন শেষ করিয়া প্রিন্স বার্কো জার্ম্মানীর সমরকৌশল শিক্ষার জন্য জার্ম্মান-ফৌজে প্রবেশ করিয়াছিল। সুতরাং জার্ম্মানীর আদর্শই তাহার চরিত্রে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। জার্ম্মানীর 'কুলচুরে' (kultur) হৃদয় পূর্ণ করিয়া, বার্কো ক্ষুদ্র রামালিয়া রাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়াছিল, এবং জার্ম্মান রাজ-নীতিকগণের হস্তের ক্রীড়া-পুত্তলিকা হইয়া, কৈসারের ইঙ্গিতে পরিচালিত হওয়াই সে জীবনের চরম সার্থকতা বলিয়া মনে করিত।

সুতরাং প্রিন্স বার্কো কি চাল চালিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহা স্মিথ সহজেই বুঝিতে পারিল। রাজকুমারী নাতালীর পিতার সহিত প্রিন্স বার্কোর পিতার যে

সন্ধি হইয়াছিল; তদনুসারে বার্কোর পিতার মৃত্যুর পর রাজকুমারী নাতালী রামালিয়ার রাজসিংহাসনের অধিকারিণী। সন্ধির সেই সর্ত্তানুসারে এখন নাতালীর দাবী অগ্রাহ্য হইবার কোন কারণ ছিল না; কিন্তু জার্ম্মান-রাজধানীর কূটপন্থী রাজনীতিকগণের ইঙ্গিতে ও জার্ম্মান গবর্মেণ্টের উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারীগণের পরামর্শে প্রিন্স বার্কো রামালিয়া রাজ্যের রাজসিংহাসন অধিকার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ জার্ম্মান-সম্রাট কৈসারও বুঝিয়াছিলেন, প্রিন্স বার্কো রামালিয়ার সিংহাসন লাভ করিলে রামালিয়া রাজ্যে জার্ম্মানীর প্রভাব বদ্ধমূল হইবে, ক্রমে রামালিয়া জার্ম্মানীর আশ্রিত রাজ্যেই পরিণত হইবে; কিন্তু রাজকুমারী নাতালী আবাল্য ইংলণ্ডে প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হওয়ায়, তাহার চরিত্রে ইংরাজের চরিত্রগত বিশেষত্ব বিকাশ লাভ করিয়াছিল; ইংলণ্ডেরই সে পক্ষপাতিনী হইয়াছিল। সুতরাং সে রামালিয়ার রাজ-সিংহাসন লাভ করিলে রামালিয়ায় জার্ম্মান-প্রভাব-বিস্তারের পথ রুদ্ধ হইবে, এবং সেখানে ইংরাজের প্রতিষ্ঠা স্থায়িত্ব লাভ করিবে। কিন্তু রামালিয়ার সিংহাসনে রাজকুমারী নাতালীর দাবী উপেক্ষা করা অসম্ভব; এইজন্য জার্ম্মানীর রাজনীতিকগণ প্রিন্স বার্কোর পিতার পৃষ্ঠপোষকগণকে নাতালীর পিতার দলভুক্ত নায়কগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। বার্কোর দলভুক্ত লোকেরা তাহাকেই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল। নাতালী তখন ইংলণ্ডে; তথাপি তাহার যে সকল সুহৃদ রামালিয়ায় তাহার পক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন, তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ করা সহজ নহে বুঝিয়া, তাঁহাদিগকে বশীভূত করিবার জন্য জার্ম্মান গবর্মেণ্ট প্রচুর অর্থব্যয়ে কৃতসঙ্কল্প হইল। জার্ম্মান-রাজধানী বার্লিন হইতে নিক্ষিপ্ত 'সোনার পয়জার' ব্যর্থ হইবার নহে। স্মিথ নাতালীর কথা শুনিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিল—নাতালীর পৃষ্ঠপোষক ও হিতৈষীদলের গোড়ল প্রিন্স রাডিশ্লভ জার্ম্মানীর অর্থে আত্মবিক্রয় করিয়া প্রিন্স বার্কোর সহিত রাজকুমারী নাতালীর বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন। প্রিন্স বার্কোর সহিত নাতালীর বিবাহ হইলে জার্ম্মান-সম্রাটের আশা সহজেই পূর্ণ হইবে, ইহাও স্মিথ বুঝিতে পারিল। প্রিন্স বার্কো সিংহাসন লাভ করিয়া জার্ম্মানীর ইঙ্গিতে

পরিচালিত হইবে, এবং তাহার রাণীকে তাহার প্রত্যেক কার্য্যের সমর্থন করিতে বাধ্য করিবে। রাজকুমারী নাতালী ইংলণ্ডের এবং বৃটীশ রাজতন্ত্রের পক্ষপাতিনী হইলেও, রামালিয়ার রাজনীতি-ক্ষেত্রে বৃটীশ-প্রভাব-বিস্তারের সকল আশা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইবে।

জার্ম্মানীর আশা ছিল তাহার এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইবে না। রাজকুমারী নাতালী তাহার অভিভাবক প্রিন্স রাডিশ্লভের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া প্রিন্স বার্কোর সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাবে সম্মত হইলে, জার্ম্মান রাজনীতিকগণের কূট কৌশল সফল হইত; কিন্তু রাজকুমারী নাতালী তাহার স্বার্থপর পিতৃব্যের প্রস্তাবে কর্ণপাত করিল না। অবশেষে প্রিন্স রাডিশ্লভ তাহাকে তাহার অসম্মতিতেই প্রিন্স বার্কোর হস্তে সম্প্রদান করিতে উদ্যত হইলে, সে আত্মরক্ষার কোন উপায় না দেখিয়া গোপনে পলায়ন করিয়াছিল।

কাউণ্ট বটোভস্কি এই সময় রামালিয়া রাজ্যের শাসন-পরিষদের সভাপতি ছিলেন; রাজার অভাবে তিনিই তখন রাজ্যের কর্ণধার। তিনি জাতিতে রুসিয়ান হইলেও আবাল্য রামলিয়ায় প্রতিপালিত। রামালিয়াকে তিনি তাঁহার জন্মভূমির ন্যায় ভাল বাসিতেন; তাহার স্বাতন্ত্র্যরক্ষাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তিনি নাতালীর পিতার পরম বন্ধু ছিলেন; নাতালীকে তিনি কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন, এবং তাহার স্বার্থরক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। এরূপ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, মহৎ চরিত্র রাজপুরুষকে প্রলোভনে বশীভূত করা জার্ম্মানীর অসাধ্য হইয়াছিল। তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান ও চরিত্রের দৃঢ়তার, রামালিয়ার কল্যাণ, পূর্ব্বগৌরব, ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহার আন্তরিক চেষ্টা যত্ন ও পরিশ্রমের পরিচয় পাইয়া কেহই তাঁহার প্রতিকূলতাচরণ করিতে সাহস করিত না। প্রিন্স রাডিশ্লভ ও প্রিন্স বার্কো তাঁহার অক্ষুণ্ণ প্রভাব প্রতিপত্তি দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইলেও তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিতেন; হীন ষড়যন্ত্রে তাঁহার সাধু সঙ্কল্প ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিলেও, তাঁহার কোন কার্য্যের প্রতিবাদ করিবার সাহস ও সামর্থ্য তাঁহাদের ছিল না। এইজন্য নাতালীর আশা হইয়াছিল—সে যদি কাউণ্ট বটোভস্কিকে তাহার বিপদের কথা জানাইতে পারে, এবং প্রিন্স রাডিশ্লভ তাড়াতাড়ি গোপনে তাহাকে প্রিন্স

বার্কোর হস্তে সম্প্রদান করিবার সুযোগ না পান, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই এই সঙ্কট হইতে তাহার উদ্ধারের ব্যবস্থা করিবেন। প্রিন্স বার্কোকে বিবাহ করিয়া তাহাকে চিরজীবন অশান্তি ও কষ্ট ভোগ করিতে হয়, প্রিন্স রাডিশ্লভের ষড়যন্ত্রে রামালিয়ার স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত হইয়া তাহা জার্ম্মানীর সামন্ত রাজ্যে পরিণত হয়, এরূপ অকল্যাণজনক কার্য্যে তিনি নিশ্চয়ই বাধাদান করিবেন।

গভীর রাত্রে শয্যায় শয়ন করিয়া স্মিথ মনে মনে এই সকল কথার আলোচনা করিতেছিল; তাহার ধারণা হইল—নাতালীকে সাহায্য করিবার জন্য সে যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছে—তাহা অবশ্য-সমর্থন-যোগ্য। রামালিয়া ক্ষুদ্র রাজ্য হইলেও, ইউরোপের রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাহা নগণ্য নহে। ইউরোপের যে শক্তিশালী জাতি রামালিয়ায় প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে, পূর্ব্ব-ইউরোপের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের পথ সেই জাতির পক্ষেই সুগম হইবে — এ সংবাদ স্মিথের অজ্ঞাত ছিল না। এইজন্যই জার্ম্মানী বহুদিন হইতে ক্ষুদ্র রামালিয়া রাজ্যে প্রতিষ্ঠা স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিল; এবং সেই চেষ্টা সফল করিবার জন্যই সে এই হীন ষড়যন্ত্রের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিল। স্মিথ ভাবিল, রামালিয়া রাজ্যে আধিপত্য-বিস্তারে জার্ম্মানীর যে স্বার্থ, বৃটাশের স্বার্থ তাহা অপেক্ষা অল্প নহে। এ অবস্থায় রাজকুমারী নাতালীকে সাহায্য করিয়া যদি সে জার্ম্মানীর গুপ্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিতে পারে—তাহা হইলে তাহার চেষ্টায় তাহার স্বজাতিরই হিত সাধিত হইবে; তাহার চেষ্টা সফল হইলে ইংরাজ জাতির উপকার হইবে। প্রিন্স রাডিশ্লভ নাতালীকে হস্তগত করিয়া তাহাকে প্রিন্স বার্কোর হস্তে সমর্পণ করিতে না পারেন—স্মিথ সেই চেষ্টায় জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। স্বজাতির হিতের জন্য কোন ইংরাজ প্রাণপাত করিতেও কুণ্ঠিত নহে;—এইজন্য ইংরাজ জাতি এরূপ শক্তিশালী ও পৃথিবীতে প্রাধান্য-স্থাপনে সমর্থ হইয়াছে—প্রত্যেক ইংরাজ যুবকের ন্যায় স্মিথও একথা জানিত।

কিন্তু এরূপ দায়িত্বপূর্ণ বিষয়ে হস্তক্ষেপণ করিয়া স্মিথ শুধু নিজের চেষ্টায় কৃতকার্য্য হইতে পারিবে, প্রবল শত্রুপক্ষের অর্থবল জনবল কত অধিক,—সে যে একাকী তাহাদের আক্রমণে বাধা দিয়া নাতালীকে নিরাপদে রক্ষা করিতে পারিবে

—ইহা সে বিশ্বাস করিতে পারিল না। সুতরাং মিঃ ব্লেকের সহায়তা লাভের জন্ম স্মিথ অধীর হইয়া উঠিল। সে স্থির করিল—পরদিন প্রভাতেই সে মিঃ ব্লেককে সেখানে আসিবার জন্ম টেলিগ্রাম করিবে; অবস্থার গুরুত্ব বুঝিতে পারিলে তিনি নিশ্চয়ই সেখানে আসিবেন। তাঁহার সহিত দেখা হইলে সে এই সকল দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবে। স্মিথের আশা ছিল, মিঃ ব্লেকের সেখানে আসিতে দুই একদিন বিলম্ব হইলেও, সেই সময় পর্য্যন্ত সে রাজকুমারী নাতালীকে সেই হোটেলে লুকাইয়া রাখিতে পারিবে। তাহার পর মিঃ ব্লেক স্বয়ং দায়িত্বভার গ্রহণ করিলে তাহার মাথার বোঝা নামিয়া যাইবে।

দ্বিতীয় কল্প

বিনামেঘে বজ্রাঘাত

পরদিন প্রভাতে, রাজকুমারীর নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বেই, স্মিথ মিঃ ব্লেকের নিকট টেলিগ্রাম পাঠাইবার জন্য টেলিগ্রাফ আফিসের সন্ধানে চলিল। রাত্রে দীর্ঘকাল চিন্তার পর সে স্থির করিয়াছিল—মিঃ ব্লেকের সহায়তা ব্যতীত রাজকুমারী নাতালীকে রক্ষা করা তাহার অসাধ্য, সুতরাং তাঁহাকে সেখানে আসিবার জন্য অনুরোধ করিবে।—প্রভাতেও তাহার সেই সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত হইল না।

স্মিথ যখন স্থানীয় ডাকঘরে উপস্থিত হইল, তখন বেলা আটটা। সে ডাকঘরের বারান্দায় উঠিয়াছে—সেই সময় একখানি কৃষ্ণবর্ণ প্রকাণ্ড মোটর-কার পথের ধূলা উড়াইয়া সবেগে হোটেলের দিকে চলিয়া গেল। স্মিথ পথের দিকে মুখ ফিরাইয়া শকটের আরোহীগণকে দেখিবার পূর্ব্বেই শকটখানি অদৃশ্য হইল। এই শকটের আরোহীরা যে নাতালীর সন্ধানে তাহাদেরই হোটেলে যাইতেছে, এরূপ সন্দেহ স্মিথের মনে স্থান পাইল না। সে টেলিগ্রাফ আফিসের জানালার কাছে গিয়া টেলিগ্রামের দুইখানি 'ফরম' টানিয়া লইল, এবং ফাউণ্টেন-পেনের সাহায্যে দুইখানি 'ফরম'ই পূরণ করিল। একখানি সে মিঃ ব্লেকের নামে তাঁহার লণ্ডনের ঠিকানায় পাঠাইল, অন্যখানি তাঁহার হেণ্ডনের ঠিকানায় পাঠাইল; কারণ মিঃ ব্লেক সেইদিন লণ্ডনে ছিলেন, কি হেণ্ডনে গমন করিয়াছিলেন—তাহা তাহার জানা ছিল না। কয়েক দিনের ছুটী লইয়া স্মিথের লণ্ডন ত্যাগের পূর্ব্বে মিঃ ব্লেক তাহাকে বলিয়াছিলেন, দুই তিন দিন পরে হেণ্ডনের এরোপ্লেনের আড্ডায় বহু এরোপ্লেনের সমাগম হইবে, এবং দৌড়-বাজিতে জয়লাভের জন্য বহু শক্তিসম্পন্ন ও বেগবান এরোপ্লেন গগনমার্গে ধাবিত হইবে। তিনি 'এরোপ্লেন-দৌড়' দেখিবার জন্য তাঁহার 'মনোপ্লেন' (monoplane) লইয়া হেণ্ডনের 'উড়িবার মাঠে' (flying-ground at Hendon) যাত্রা করিবেন। মিঃ ব্লেক লণ্ডনে না থাকিলে, লণ্ডনে প্রেরিত

টেলিগ্রাম শীঘ্র পাইবেন কি না সন্দেহে স্মিথ দ্বিতীয় টেলিগ্রামখানি হেগুনে প্রেরণ করাই সঙ্গত মনে করিল।

স্মিথ টেলিগ্রাম দুইখানি পাঠাইয়া হোটেলে প্রত্যাগমন করিল; কিন্তু হোটেলে প্রবেশ করিয়াই বুঝিতে পারিল—সে টেলিগ্রাফ আফিসে গমন করিলে হোটেলে কোন একটা বিভ্রাট ঘটিয়াছিল! হোটেলওয়ালী তাহাকে দেখিবামাত্র অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে তাহার সম্মুখে আসিয়া দুর্ব্বোধ্য গ্রাম্য ভাষায় হাউ-মাউ করিয়া কি কতকগুলা কথা বলিল—তাহার একটি শব্দও সে বুঝিতে পারিল না। স্মিথ তাহাকে স্পষ্ট ভাষায় ধীরে ধীরে তাহার বক্তব্য বলিতে অনুরোধ করিলে, হোটেলওয়ালী আবেগকম্পিত স্বরে বলিল, "আঃ মহাশয়! আপনি ডাকঘরে চলিয়া যাইবার পর এত-বড় একটা 'যাচ্ছে-তাই' কাণ্ড ঘটিয়া গেল, আর সে কথা শুনিয়া আপনি তাহার বিন্দু-বিসর্গও বুঝিতে পারিলেন না, আমার এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই! ওভাবে আপনার চলিয়া যাওয়া উচিত হয় নাই; আর যদি যাইলেনই—তবে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিলেন না কেন? মেয়েটিকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে! সে ত চুরী নয়, ডাকাতী! উঃ, ভয়ে আমি কাঁপিয়া মরিলাম; আমার খুব সাহস—তাই হিষ্টিরিয়া হয় নাই। অন্য কোন মেয়ে হইলে তখনই তাহার মূর্চ্ছা হইত; তাহার পর ডাক্তার ডাকিয়া—"

স্মিথ অধীর ভাবে হোটেলওয়ালীর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "আঃ, কি কতকগুলা বাজে কথা বলিতেছ?—তুমি কি বলিতে চাও রাজ-ন—আমার সেই ভগিনীকে কেহ এখান হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে?"

প্রৌঢ়া বিরক্তিভরে হাত টানিয়া লইয়া বলিল, "বলিতে চাই কি? আমি ত বলিলামই, তাহাকে লুঠ করিয়া লইয়া গিয়াছে! আমাদের চোখের উপর হইতে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গেল!—ডাকাতি ভিন্ন ইহাকে কি চুরী বলিতে পারি? হাঁ—রীতিমত ডাকাতি; হীরা জহরত নয়, মানুষ-লুঠ! আহা, মেয়েটা কি যাইতে চায়? তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া, কাঁধে ফেলিয়া তখনই গাড়ীতে পুরিল, তাহার পর চক্ষুর নিমেষে ভোঁ-দৌড়!"

স্মিথ হোটেলওয়ালীকে ধাক্কা দিয়া বৈঠকখানায় পুরিল, তাহার পর ঘরের দরজা

ভিতর হইতে রুদ্ধ করিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "তুমি বাজে কথা বন্ধ করিয়া, বেশ সুস্থির হইয়া প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকল কথা খুলিয়া বল।—তুমি যে অত্যন্ত ভয়ানক কথা বলিতেছ!"

হোটেলওয়ালী ঢোক গিলিয়া বলিল, "আমি ত প্রথম হইতেই বলিতেছি—এ অতি ভয়ঙ্কর কাণ্ড! ব্যাপার দেখিয়া আমার হাত পা পেটের ভিতর ঢুকিয়াছে! গলা শুকাইয়া যাওয়ায় আমি তিন গ্লাস জল খাইয়াছি, শুঁকিবার শিশিটা পাঁচ বার নাকের কাছে ধরিয়াছি—তবে ত স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া আপনার সঙ্গে কথা কহিতে পারিতেছি। আমার পিসের মেসো মশায়ের চাচা লড়াইয়ে গোরা ছিলেন, এক বার লড়াই করিতে গিয়া তিনি—"

স্মিথ রাগিয়া আগুন হইয়া বলিল, "চুলোয় যাক্ তোমার চাচার মেসো আর তার পিসে!—কি কি ঘটিয়াছিল—আগাগোড়া সব খুলিয়া বলিবে?"

হোটেলওয়ালী বলিল,"তাই ত বলিতেছি; কিন্তু আপনার শুনিতে ভুল হইয়াছে, আমার চাচার মেসোর পিসে নয়, পিসের মেসো—তাঁরই চাচা; তা সে কথা না হয় পরে শুনিবেন, সেই ডাকাতটার কথাই আগে বলি।—আপনি ত টেলিগ্রাম পাঠাইতে ডাক-ঘরে চলিয়া গেলেন; আপনার ভগিনী তখনও তাঁহার কুঠরী হইতে বাহিরে আসেন নাই। চা খাইবার সময় হইয়াছে দেখিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য আমার চাকরাণী সারাকে তাঁহার কাছে পাঠাইয়াছি, এমন সময় কালো রঙ্গের একখান প্রকাণ্ড মোটর-কার আমার দরজায় আসিয়া হাজির! ভাবিলাম, সকালেই কোন বড় লোক খদ্দের আসিয়াছে, ভালই হইল। সেই সময় আপনার ভগিনী তাঁহার ঘর হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছিলেন।

"মোটরখানি আমার দরজায় থামিল দেখিয়া, আমি দরজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। তৎক্ষণাৎ পাকা দাড়ীওয়ালা একটা লম্বা জোয়ান মিন্‌সে সেই মোটর-গাড়ী হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িয়া, রাগে গর-গর করিতে করিতে আমার সম্মুখে আসিল। আমি তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার আগেই সে এক ধাক্কায় আমাকে তিন হাত দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া, এক লাফে সিঁড়ির কাছে গিয়া তালগাছ! আপনার ভগিনীকে সিঁড়ির উপর দেখিয়া সে তাঁহাকে 'পাতানী' না 'নাতানী' কি

একটা নাম ধরিয়া ডাকিল ; বুঝিলাম সে আপনার ভগিনীর চেনা-মানুষ। আপনার ভগিনী সেই ডাকাতটার চেহারা দেখিয়াই ভয়ে কাঠ! তাহার পর তাহার হুঙ্কার শুনিয়া আর নীচে না আসিয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া চোঁচা দৌড়! তা দৌড়াইয়া পলাইলে কি যমের হাতে নিষ্কৃতি আছে?—সেই বিকট দেড়েটা যেন আস্ত যম! আপনার ভগিনী সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া তাঁহার ঘরের দরজার কাছে যাইতে না যাইতেই, দেড়েটা তিন লাফে সিঁড়ি পার হইয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল! আঃ, মেয়েটির কি বুকফাটা আর্ত্তনাদ! তাহা শুনিলে পাতরও ফাটিয়া যাইত; কিন্তু সেই ডাকাতটা দুই হাতে তাঁহাকে শূন্যে তুলিয়া কাঁধে ফেলিল, তাহার পর সজোরে জড়াইয়া ধরিয়া সিঁড়ি দিয়া হুড়-মুড় করিয়া নামিয়া আসিল। মেয়েটিকে কাঁদিতে দেখিয়া আমার বড় দুঃখ হইল; আমি সেই দেড়ে ডাকাতটাকে বলিলাম, 'তুমি কি রকম ভদ্দর লোক বাছা! কোন্ আক্কেলে তুমি আমার ভাড়াটেকে ওভাবে ধরিয়া লইয়া যাইতেছ? আমার হোটেলে এ রকম অত্যাচার হইতে দিব না; পুলিশ ডাকিয়া তোমাকে ধরাইয়া দিব।'—আমার কথা শুনিয়া ডাকাতটা দাঁত বাহির করিয়া আমাকে কামড়ায় আর কি! প্রাণের ভয়ে আমি সরিতে না সরিতে সে এক ধাক্কায় আমাকে চিত করিয়া ফেলিয়া-দিয়া হোটেল হইতে বাহির হইয়া পড়িল; আমি উঠিয়া বসিয়া দেখিলাম—সে মেয়েটিকে তাহার গাড়ীতে বসাইয়া দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া রহিল; আর একটা ডাকাত ভোঁ-শব্দে বাঁশি বাজাইয়া গাড়ী লইয়া সরিয়া পড়িল!—আপনি কি বলিতে পারেন—সেই দেড়েটা কোন্ অধিকারে আপনার ভগিনীকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল?"

স্মিথ মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, তাহার অনিচ্ছায় তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইবার অধিকার কাহারও নাই। সেই লোকটা তাহার কাকা। কাকা হইলেই কি ভাইঝির উপর ও রকম অত্যাচার করিতে পারে? এখন তোমাকে একটা কাজ করিতে হইবে মিসেস্ ফিলিপ্স! আমি তোমার সাহায্য চাই; তুমি আমাকে সাহায্য করিতে রাজী আছ কি না?"

স্মিথ জানিত এ সকল স্থানে কেবল মুখের কথায় কাজ হয় না; বিশেষতঃ, ইংলণ্ডের পশ্চিমাঞ্চলে কাহারও নিকট কাজ আদায় করিতে হইলে পকেট হইতে

কিঞ্চিৎ অর্থ বাহির করিতে হয়। স্মিথ তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে এক পাউণ্ডের একখানি নোট বাহির করিয়া হোটেলওয়ালীর হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, "এই তোমার অগ্রিম বখ্‌শিস্‌। তোমাকে আমার জন্ত পরিশ্রম করিতে হইবে না; কেবল আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিব—তাহার ঠিক উত্তর দিতে হইবে। সত্য কথা বলিবে?"

হোটেলওয়ালী খুসী হইয়া বলিল, "নিশ্চয়ই বলিব। আপনার কি জিজ্ঞাস্য আছে বলুন।"

স্মিথ বলিল, "ঐ লোকটা আমার—কি বলে—আমার ঐ ভগিনীটির কাকা।"

হোটেলওয়ালী বলিল, "তবে ত আপনারও কাকা?"

স্মিথ বলিল, "সে যদি আমার সহোদরা ভগিনী না হয়, মনে কর যদি আমার পিস্‌তুতো ভগিনী হয়, তাহা হইলে তাহার কাকা আমারও কাকা হইবে? পিসের ভাইয়ের সঙ্গে আবার সম্বন্ধ কি? এই বুঝি তোমার বুদ্ধি!—তর্ক করিও না, আমার কথা মন দিয়া শোন। তাহাকে ও ভাবে ধরিয়া লইয়া যাইবার কোন অধিকার ঐ কাকাটার নাই। আমি তাহাকে ঐ লোকটার কবল হইতে উদ্ধার করিতে চাই। এ সকল পারিবারিক কথা,—তবে তাহা তোমাকে বলিতে বাধা নাই। ঐ কাকাটা কিছু প্রাপ্তির আশায় একটা লোকের সঙ্গে জোর করিয়া তাহার ভাইঝির বিবাহ দেওয়ার জন্ত ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে; কিন্তু আমার ভগিনী সেই বরকে বিবাহ করিতে রাজী নয়। আমার ভগিনী এখনও নাবালিকা, অথচ ঐ কাকাই তাহার অভিভাবক; সুতরাং সে তাহার ভাইঝিকে লইয়া গিয়া, যাহার সঙ্গে খুসী তাহার সঙ্গেই বিবাহ দিতে পারে, আইন অনুসারে তাহার সে অধিকার আছে। কিন্তু আমি সেই বরের সঙ্গে আমার ভগিনীর বিবাহ দিতে দিব না; আমি তাহাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিব।

"এখন কথা এই যে, যদি আমার ভগিনী তাহার কাকার কবল হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে আত্মরক্ষার জন্ত আবার এই হোটেলে আসিয়াই আশ্রয় লইবে। সে এখানে আসিলে, যদি আমি কোন কারণে শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে না পারি, তবে তুমি তাহাকে লুকাইয়া রাখিতে পারিবে? যদি ইহাতে

সম্মত হও—তাহা হইলে আমি তোমাকে উপযুক্ত পুরস্কার দান করিব। আমি এখনই তাহাকে উদ্ধার করিতে যাইব; কিন্তু মোটর-কারখানা তাহাকে লইয়া কোন্ দিকে গিয়াছে তাহা আগে আমার জানা আবশ্যক।"

হোটেলওয়ালী বলিল, "মোটরখানা চলিতে আরম্ভ করিলে, তাহা কোন্ দিকে যায়—দেখিবার জন্য আমি দৌড়াইয়া পথে বাহির হইয়াছিলাম। গাড়ীখানা সদর রাস্তা দিয়া দক্ষিণ-মুখে গিয়া বাঁ-ধারে ঘুরিয়াছিল। সেই পথ প্রান্তর ভেদ করিয়া পল্‌টরের দিকে গিয়াছে। আপনি কাল এখানে আসিবার সময় বোধ হয় সেই পথ দেখিয়াছিলেন। মাঠের ভিতর হইতে অনেক দূরে টর পাহাড় দেখা যায়। সেই পাহাড়ের কোলের কাছে পল্‌টর।"

স্মিথ পূর্ব্বদিন প্রান্তর-পথে ভ্রমণ করিবার সময় বহুদূরে টর পাহাড়ের ধূসরাভ উচ্চ শৃঙ্গ দেখিতে পাইয়াছিল।—সে বলিল, 'হাঁ, টর পাহাড় দেখিয়াছি।"

স্মিথ তৎক্ষণাৎ দোতালায় উঠিয়া তাহার ঘরে প্রবেশ করিল, এবং ব্যাগের ভিতর হইতে দূরবীণ বাহির করিয়া পকেটে ফেলিল; তাহার পর সে তাড়াতাড়ি হোটেলের আস্তাবল হইতে তাহার মোটর-সাইক্ল পথে আনিয়া, তাহা চালাইবার উপযোগী করিয়া লইল। মোটর-সাইক্লের পাশের গাড়ীখানিকে সে এই সর্ব্বপ্রথম একটা উপসর্গ মনে করিল। সেই গাড়ীখানি পাশে বাঁধা না থাকিলে সে ঝড়ের মত বেগে নাতালীর অনুসরণ করিতে পারিত; কিন্তু পাশের গাড়ী লইয়া মোটর-সাইক্ল সেরূপ প্রচণ্ড বেগে চালাইবার উপায় ছিল না। আবার তখনই তাহার মনে হইল—পাশের গাড়ী না থাকিলে বহুদূরবর্ত্তী প্রান্তর-পথ হইতে নাতালীকে সেই হোটেলে লইয়া আসাও তাহার অসাধ্য হইত। সুতরাং ক্ষোভের কোন কারণ নাই বুঝিয়া, সে আর সময় নষ্ট না করিয়া মোটর-সাইক্লে উঠিয়া বসিল, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে চলিতে আরম্ভ করিল।

প্রথম কয়েক মিনিট স্মিথ তেমন দ্রুতবেগে চলিল না; গ্রামের সীমা-প্রান্তে প্রান্তরসন্নিহিত একটা তেমাথায় আসিয়া সে শকট-বেগ বর্দ্ধিত করিল, এবং ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে চলিতে লাগিল। অবশেষে মোটরের ইঞ্জিন গরম হইয়া উঠিলে, সে প্রতি মিনিটে এক এক মাইল পথ অতিক্রম করিতে লাগিল।

পথের ধূলা উড়াইয়া প্রচণ্ড ঝটিকার বেগে ধাবিত হইল। এক মিনিটে মাইল—কি বিপুল বেগ! ভারতের কোন রেলপথে কোন 'মেল-ট্রেণ'ও ঘণ্টায় ্ট মাইল বেগে ধাবিত হয় না। এইরূপ বেগে চলিয়াও স্মিথের আক্ষেপ দূর ইল না; সে ভাবিল, 'এই লেজুড়টা না থাকিলে আমি ঘণ্টায় সত্তর মাইল বেগে ্য়া সেই মোটর-কারখানির গতিরোধ করিতাম।'—কিন্তু তাহার এই দুঃসাহসের প্রশংসা করা যায় না। কারণ, সেই আঁকা-বাঁকা সঙ্কীর্ণ অসমান প্রান্তর-পথে তাহার মোটর-সাইক্লের বেগ ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইলও যথেষ্ট বিপজ্জনক; কিন্তু সে কথা তখন তাহার চিন্তা করিবার অবসর ছিল না। সে নাতালীর পিতৃব্যের শকট ধরিবার আশায় বন্-বন্ শব্দে নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইল। পথিকেরা দূর হইতে সবিস্ময়ে দেখিল—ঘূর্ণিবায়ুর একটা প্রচণ্ড আবর্ত্ত ধূলার ধ্বজা উড়াইয়া পথের উপর দিয়া মহাবেগে সম্মুখে ছুটিতেছে!

স্মিথ এই ভাবে চলিয়া নাতালীর পিতৃব্যের মোটর-কারের অনুসরণ করিলেও, ্াহার মন নানা চিন্তায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল—তাহার ্হাটেলে প্রত্যাগমনের অন্ততঃ পনের মিনিট পূর্ব্বে নাতালীর পিতৃব্য প্রিন্স রাডিস্লভ নাতালীকে হোটেল হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিলেন; স্মিথ যেরূপ বেগে তাঁহার মোটর-গাড়ীর অনুসরণ করিতেছিল—তাহাতে শীঘ্রই তাঁহাদিগকে ধরিতে পারিবে; কিন্তু তাহার পর সে কি করিবে, কি কৌশলে নাতালীকে তাহার পিতৃব্যের কবল হইতে উদ্ধার করিবে—সে তাহাই চিন্তা করিতেছিল। কিন্তু সে নাতালীর উদ্ধারের কোন সদুপায় স্থির করিতে পারিল না।

স্মিথ জানিত—প্রিন্স রাডিস্লভ রাজকুমারী নাতালীর বৈধ অভিভাবক; legally appointed guardian) সুতরাং আইন অনুসারে প্রিন্স রাডিস্লভের কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিবার তাহার কোন অধিকার ছিল না। রাজকুমারী নাতালী তখনও নাবালিকা; এ জন্য রামালিয়াতে হউক, আর ইংলণ্ডেই হউক, নাতালীর অভিভাবকের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তাহার কঠোর সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। ইংলণ্ডের আইন প্রিন্স রাডিস্লভেরই পক্ষ সমর্থন করিবে। রামালিয়ার আইন অনুসারে নাবালিকা রাজকুমারীর উপর প্রিন্স রাডিস্লভের যে

অধিকার, ইংরাজের আইন অনুসারে তাহা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না; বরং ইংরাজ রাজপুরুষেরা তাঁহাদের সম্মানিত অতিথির সম্মান রক্ষার জন্য সাগ্রহে তাঁহারই পক্ষ-সমর্থন করিবেন। উদার ও নিরপেক্ষ বৃটীশ রাজ-সরকারে স্মিথের সহায়তা-প্রার্থনা নিস্ফল হইবে। বৃটীশ গবর্মেণ্ট প্রিন্স রাডিশ্লভের পারিবারিক ব্যাপারেও হস্তক্ষেপণ করিবে না। বিশেষতঃ, যে দেশের সহিত গ্রেট বৃটনের শত্রুতা নাই, সে দেশের কোন অধিবাসীর ব্যক্তিগত স্বার্থে আঘাত করা ইংরাজের রাজনীতির অনুমোদিত নহে। যদি ইংরাজ রাজপুরুষেরা জানিতেও পারেন যে, প্রিন্স রাডিশ্লভের দল রামালিয়া রাজ্যে ইংরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী জার্ম্মানগণের প্রাধান্য স্থাপনের পক্ষপাতী, এবং তিনি রামালিয়া রাজ্যে জার্ম্মানীর প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা হইলেও তাঁহারা এই বিদেশী অতিথির প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শনে কুন্ঠিত হইবেন না। প্রিন্স রাডিশ্লভের জার্ম্মান-প্রীতির জন্য বৃটীশ রাজ-সরকারে তাঁহার অপদস্থ হইবার আশঙ্কা নাই। প্রিন্স রাডিশ্লভ ভারতের কোন সামন্ত নরপতি নহেন যে, তিনি জার্ম্মানীর বন্ধুত্ব প্রার্থনীয় মনে করেন বলিয়া বৃটীশ গবর্মেণ্টের বিষদৃষ্টিতে পড়িবেন, বা তাঁহাদের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য হইবেন। তাঁহার পারিবারিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপণ করা ইংরাজ গবর্মেণ্ট সম্পূর্ণ অনধিকার-চর্চ্চা বলিয়াই মনে করিবে।

স্মিথের দৃঢ় বিশ্বাস—জার্ম্মানী রামালিয়ায় প্রভাব বিস্তারের জন্য গোপনে ষড়যন্ত্র করিতেছিল। সে এই সংবাদ বৃটীশ পররাষ্ট্র বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিলেও কোন ফল লাভের সম্ভাবনা ছিল না; কারণ অকাট্য প্রমাণ ভিন্ন এরূপ সংবাদ গ্রাহ্য হয় না। এই সংবাদ যে সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য, ইহা প্রতিপন্ন করা স্মিথের অসাধ্য। রামালিয়ায় আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠার জন্য জার্ম্মান গবর্মেণ্ট চেষ্টা করিতেছে, এ সংবাদ বৃটীশ পররাষ্ট্র বিভাগের অজ্ঞাত না থাকিতেও পারে, এবং সম্ভবতঃ তাঁহারা ইহার প্রতিরোধেরও চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা যাহা রাজনীতিসঙ্গত মনে করিবেন, সেইরূপই করিবেন; কর্ত্তৃপক্ষ স্মিথের ন্যায় বালকের প্রস্তাবে কর্ণপাত করিবেন কেন?

এইস্থানে একথার উল্লেখ অনাবশ্যক নহে যে, আমরা এই আখ্যায়িকায় যে

সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ইউরোপীয় মহাসমরের সূত্রপাত হয় নাই। ইউরোপের সর্ব্বত্র তখন সশস্ত্র-শান্তি বিরাজিত ছিল, এবং জার্ম্মানী ও ইংলণ্ডের রাজনীতি ও বাণিজ্যনীতি-ক্ষেত্রে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিলেও, তখন তাঁহাদের মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধ আরম্ভ হয় নাই; সুতরাং জার্ম্মানীর সহিত ইংরাজ একটা তুচ্ছ কারণে হঠাৎ বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে, ইহা স্মিথ আশা করিতে পারিল না। স্মিথ জানিত নিতান্ত দায়ে না পড়িলে ইংরাজ জার্ম্মানীকে ঘাঁটাইবে না।

যদি প্রিন্স রাডিশ্লভ রাজকুমারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করাইবার জন্য বলপ্রয়োগ করেন, তাহা হইলেও ইংরাজের আইন তাঁহার কার্য্যের সমর্থন ভিন্ন বিরুদ্ধাচরণ করিবে না। (British law would back him up) ইউরোপের যে কোন দেশেই হউক—সেই দেশে কোন সম্মানিত বৈদেশিক অতিথি যদি প্রকাশ করেন—তিনি নাবালকের অভিভাবকরূপে তাহার মঙ্গলের জন্য তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতে বাধ্য হইতেছেন,—তাহা হইলে কোন গবর্মেণ্টই তাঁহার কার্য্যে বাধা দিবে না; সেই নাবালক বা নাবালিকা কোন স্বাধীন রাজ্যের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইলেও ইহার ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা নাই। এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া স্মিথের মনে এই প্রশ্নের উদয় হইল—"যদি প্রিন্স রাডিশ্লভ নাতালীর প্রতি তাহার অভিভাবকের কর্ত্তব্য পালন করিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি নাতালীকে ইংলণ্ডের এই নির্জ্জন অংশে আনিয়া কয়েদ করিয়া রাখিয়াছেন কেন?—নাতালীর প্রতি তাঁহার এই ব্যবহারও হিতৈষী অভিভাবকের ব্যবহার বলিয়া ধারণা হয় না।"

নাতালী স্মিথকে বলিয়াছিল—প্রিন্স রাডিশ্লভ প্রিন্স বার্কোর সহিত শীঘ্র তাহার বিবাহ দেওয়ার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এমন কি, বিবাহের পরিচ্ছদাদি পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইতেছে! প্রিন্স রাডিশ্লভ যে ভাবে নাতালীকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত নিষ্ঠুরের কার্য্য।—নাতালীর প্রতি তাহার অভিভাবকের এই প্রকার নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাইয়াই স্মিথের মন নানা সন্দেহে পূর্ণ হইয়াছিল। যদি প্রিন্স বার্কোর সহিত নাতালীর বিবাহে রামালিয়ার অধিবাসী-বর্গের সম্মতি থাকিত, যদি তাহারা এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিত—তাহা

হইলে কি এই বিবাহোৎসব রামালিয়ায় অনুষ্ঠিত হইত না? রামালিয়ার প্রজা-বর্গকে এই উৎসবানন্দে বঞ্চিত করিবার কারণ কি? প্রিন্স বার্কোকে ইংলণ্ডে আনাইয়া, কি উদ্দেশ্যে তাহার সহিত গোপনে নাতালীর বিবাহ দেওয়া হইতেছে? এই বিবাহে নাতালীর সম্মতি নাই, এ কথা সত্য; কিন্তু প্রিন্স বার্কোকে ইংলণ্ডে আনাইয়া তাহার সহিত গোপনে নাতালীর বিবাহ দেওয়ার ইহাই যে একমাত্র কারণ,—স্মিথ ইহা বিশ্বাস করিতে পারিল না।

স্মিথের মনে আরও একটি প্রশ্নের উদয় হইল। রামালিয়া রাজ্যের শাসন-পরিষদের অধ্যক্ষ কাউণ্ট বটোভস্কি কি এ সকল কথা জানিতে পারিয়াছেন? প্রিন্স রাডিশ্লভ প্রিন্স বার্কোকে ইংলণ্ডে আনাইয়া তাহার হস্তে নাতালীকে গোপনে সম্প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এ সংবাদ কি তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছে? নাতালীর কথা শুনিয়া স্মিথের ধারণা হইয়াছিল—কাউণ্ট বটোভস্কি জার্ম্মানীর পক্ষ-পাতী নহেন, এবং জার্ম্মানী রামালিয়ায় আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ লাভ করিতে না পারে, ইহাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা। সুতরাং জার্ম্মানীর হস্তের ক্রীড়া-পুত্তলিকা প্রিন্স বার্কোর সহিত রামালিয়ার রাজকুমারীর বিবাহের প্রস্তাবে তিনি সম্মতি দান করিবেন---ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়াই স্মিথের বিশ্বাস হইল।

কাউণ্ট বটোভস্কি যে ইংরাজের পক্ষপাতী, এ বিষয়ে স্মিথের সন্দেহ ছিল না; কারণ ইংরাজ জাতির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস না থাকিলে তিনি নাতালীকে শৈশবকালে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া, সেই দেশেই তাহার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতেন না; জার্ম্মানী রামালিয়ার অদূরে অবস্থিত; জার্ম্মানীর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকিলে তিনি নাতালীকে বার্লিনে বা জার্ম্মানীর অন্য কোন নগরে রাখিয়া তাহার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতেন। প্রিন্স বার্কোর মত নাতালীকেও জার্ম্মানীর পক্ষপাতিনী করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না; কিন্তু তাহার ফল রামালিয়ার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার অনুকুল হইবে না বুঝিয়াই তিনি নাতালীকে জার্ম্মানীর প্রভাব হইতে দূরে রাখিয়াছিলেন। এখন জার্ম্মানীর ক্রীতদাস প্রিন্স রাডিশ্লভ তাঁহার সঙ্কল্প ব্যর্থ করিতে উদ্যত হইয়াছেন; রাডিশ্লভ স্বার্থসিদ্ধির জন্য এবং কাউণ্ট বটোভস্কির প্রাধান্য নষ্ট করিবার অভিসন্ধিতেই রাজকুমারী নাতালীর অনিচ্ছায়,

জোর করিয়া তাহার অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার পাত্রের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন; নাতালীকে চিরজীবনের জন্য অশান্তির অনলে দগ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তাঁহার এই অন্যায় কার্য্যে বাধা দান করিয়া নাতালীকে রক্ষা করিবার কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া স্মিথ অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইল। সে নাতালীর উদ্ধারের চেষ্টা না করিয়া স্থির থাকিতে পারিল না। স্মিথ যথাসাধ্য দ্রুতবেগে প্রিন্স রাডিশ্লভের মোটর-গাড়ীর অনুসরণ করিতে লাগিল। প্রিন্স রাডিশ্লভের গুপ্ত সঙ্কল্পে বাধা দান করিতে উদ্যত হইলে তাহাকে বিপন্ন হইতে হইবে; প্রিন্স রাডিশ্লভ হয় ত তাহাকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না, এ কথা বুঝিয়াও স্মিথ সম্মুখে অগ্রসর হইল। তাহার এই অসাধ্য সাধনের চেষ্টা দেখিয়া অনেকেই তাহাকে নির্ব্বোধ অথবা বাতুল মনে করিতেন।

স্মিথ যথাসাধ্য দ্রুতবেগে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে টর গিরিমালার সানুদেশে উপস্থিত হইল; সে অদূরে সমুন্নত গিরিশিখর সুস্পষ্ট রূপে দেখিতে পাইল। স্মিথ আরও কিছু দূরে অগ্রসর হইয়া দেখিল, পর্ব্বতের পাদভূমি হইতে পথটি দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া দুই দিকে গিয়াছে। এই স্থানে আসিয়া সে গাড়ী থামাইল, এবং কোন্ পথে যাইবে—তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। সেই নির্জ্জন স্থানে জনমানবের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল না। মোটর-গাড়ীখানি নাতালীকে লইয়া কোন্ পথে গিয়াছে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া স্মিথ সেই স্থানে তাহার মোটর-সাইক্ল হইতে নামিয়া পড়িল, এবং পথের উপর দৃষ্টি রাখিয়া, মোটর-গাড়ীর চক্রচিহ্ন পরীক্ষা করিতে লাগিল। যে পথটি বাম দিকে প্রসারিত ছিল, মোটর-গাড়ী সেই পথে গিয়াছে—চিহ্ননির্দ্দেশে ইহা বুঝিতে পারিয়া স্মিথ মোটর-সাইক্লের মোড় ঘুরাইয়া সেই পথে চলিল।

কয়েক মাইল দূরে পুনর্ব্বার দুইটি পথ তাহার সম্মুখে পড়িল। এবার আর পথ পরীক্ষার জন্য তাহাকে গাড়ী হইতে নামিতে হইল না; কারণ পথের ধূলার উপর মোটর-গাড়ীর চাকার দাগ সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল। অতঃপর সে বাম দিকের পথ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ দিকের পথে চলিতে লাগিল।

এই পথ ধরিয়া প্রায় তিন মাইল অগ্রসর হইবার পর স্মিথ বহু দূরে ধূলিরাশি

দেখিতে পাইল, যেন ঝটিকা-বেগে তাহার সম্মুখবর্ত্তী পথের ধূলা ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল।—সে বুঝিতে পারিল প্রিন্স রাডিশ্লভের মোটর-গাড়ীই ঐ ভাবে ধূলা উড়াইয়া বায়ুবেগে ধাবিত হইয়াছে। স্মিথ কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেই শকটের নিকট উপস্থিত হইতে পারিবে—এ বিষয়ে তাহার সন্দেহ রহিল না; কিন্তু তাহার পর সে কি করিবে, তাহা তখনও স্থির করিতে পারিল না। প্রিন্স রাডি-শ্লভ তাহার আদেশে নাতালীকে তাঁহার গাড়ী হইতে নামাইয়া দিয়া তাহার ভয়ে পলায়ন করিবেন—আর সে নাতালীকে তাহার মোটর-সাইক্লের পাশের গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া বিজয়ী বীরের মত হোটেলে ফিরিয়া আসিবে—এরূপ আশা তাহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই; সে তত নির্ব্বোধ নহে। সে বুঝিয়াছিল, প্রিন্স রাডিশ্লভ তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহার গন্তব্য স্থানেই চলিয়া যাইবেন। পথিমধ্যে সে নাতালীকে সাহায্য করিতে পারিবে না; তবে প্রিন্স রাডিশ্লভ তাহাকে লইয়া কোথায় আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা সে নিশ্চয়ই জানিতে পারিবে; এবং সেই স্থান হইতে সে গোপনে নাতালীকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিলে তাহার চেষ্টা সফল হইতেও পারে। এই আশায় সে প্রিন্স রাডিশ্লভের অনুসরণ করিতে লাগিল। স্মিথ ইহাও বুঝিয়াছিল, যদি সে শীঘ্র নাতালীর উদ্ধারসাধনে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে প্রিন্স বার্কোর সহিত তাহার বিবাহ হইবেই;-এই বিবাহে সে বাধা দান করিতে পারিবে না। বিবাহের পর নাতালীকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা অনাবশ্যক; নাতালী চিরজীবনের জন্য দুঃখের সাগরে নিক্ষিপ্ত হইবে; প্রিন্স রাডিশ্লভের ষড়যন্ত্র সফল হইবে। প্রিন্স রাডিশ্লভ গোপনে এবং অতি শীঘ্র প্রিন্স বার্কোর হস্তে নাতালীকে সম্প্রদান করিবেন, এ বিষয়ে স্মিথের বিন্দু মাত্র সন্দেহ ছিল না। যদি সে বুঝিত—প্রিন্স বার্কোর সহিত নাতালীর বিবা-হের বিলম্ব আছে, ধীরে-সুস্থে সকল আয়োজন শেষ করিয়া, দুই এক সপ্তাহ পরে বিবাহ হইবে—তাহা হইলে স্মিথ প্রিন্স রাডিশ্লভের সহিত সাক্ষাতের চেষ্টা না করিয়া তাঁহার বাড়ী দেখিয়াই ফিরিয়া যাইত; কিন্তু প্রিন্স রাডিশ্লভের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াই সে তাঁহার সম্মুখীন হইতে কৃতসঙ্কল্প হইল। প্রিন্স রাডিশ্লভের সহিত তাহার সাক্ষাতের ফল কিরূপ শোচনীয় হইতে পারে—তাহাও সে চিন্তা করিল না

স্মিথ ধূলিপটল লক্ষ্য করিয়া দ্রুতবেগে চলিতে চলিতে অবশেষে দেখিতে পাইল—কোন কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ পথের একটা বাঁক ঘুরিয়া সবেগে অন্য পথে অদৃশ্য হইল। স্মিথও সেই বাঁক পার হইয়া কিছু দূর অগ্রসর হইতেই, প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে একখানি কৃষ্ণবর্ণ মোটর-গাড়ী দেখিতে পাইল। স্মিথ যে দূরবীণটি লইয়া আসিয়াছিল, তাহা তাহার কাঁধে ঝুলিতেছিল; সে এক হাত বাড়াইয়া তাহা তুলিয়া লইল, এবং তাহার সাহায্যে অগ্রগামী শকটখানি পরীক্ষা করিতে লাগিল। চলিতে চলিতে দ্রষ্টব্য বস্তুর দূরত্ব অনুসারে দূরবীণের দর্শন-কেন্দ্র (focus) ঠিক করিয়া লইবার সুবিধা না হইলেও, স্মিথ অগ্রবর্ত্তী মোটর-গাড়ীতে চারিজন লোক দেখিতে পাইল; তাহাদের দুইজন সম্মুখের ও দুইজন পশ্চাতের আসনে বসিয়া ছিল। সে মুহূর্ত্তকাল গাড়ী থামাইয়া স্থির ভাবে দেখিয়া বুঝিতে পারিল—পশ্চাতের আসনে যে দুইজন বসিয়া ছিল তাহাদের একজন রমণী। সেই নারীমূর্ত্তির মস্তকে সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হওয়ায় তাহার স্বর্ণাভ কেশরাশি রবিকরোদ্ভাসিত স্বর্ণসূত্রের ন্যায় ঝল-মল করিতেছিল; তাহা দেখিয়া স্মিথ বুঝিতে পারিল সেই স্বর্ণকুন্তলা নারী রাজকুমারী নাতালী।

স্মিথ চক্ষু হইতে দূরবীণ নামাইয়া-রাখিয়া পুনর্ব্বার সবেগে চলিতে লাগিল; কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সে বুঝিতে পারিল তাহার পুরোবর্ত্তী মোটর-শকটের ও তাহার মোটর-শাইক্লের ব্যবধান ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে! সে সমান বেগে শাইক্ল চালাইলেও মোটর-গাড়ীখানি পূর্ব্বাপেক্ষা দূরে চলিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ সে তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিল। সে বুঝিল প্রিন্স রাডিস্লাভ পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার মোটর-সাইক্ল দেখিতে পাইয়াছেন, এবং তাঁহার শকটই এই শাইক্লের লক্ষ্য—এইরূপ সন্দেহ করিয়া পূর্ণবেগে গাড়ী চালাইবার আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু স্মিথকে মোটর-শাইক্লে সেই পথে যাইতে দেখিয়া কি প্রিন্স রাডিস্লাভের মনে সন্দেহের উদয় হইয়াছে? মোটর-শাইক্লে যে-কোন পথিক সেই পথে যাইতে পারিত, তথাপি তাহাকে দেখিয়া সন্দেহ না হইলে তিনি মোটর-গাড়ীর গতিবেগ বর্দ্ধিত করিবেন কেন?—তবে কি নাতালী তাঁহার নিকট তাহার সম্বন্ধে সকল কথা প্রকাশ করিয়াছে? সে কোথায় কাহার আশ্রয় লইয়াছিল,

কে তাহাকে প্রান্তর হইতে মোটর-শাইক্লে হোটেলে লইয়া আসিয়াছিল—ইত্যাদি সংবাদ কি প্রিন্স রাডিশ্লভ নাতালীর নিকট জানিতে পারিয়াছেন? এসকল কথা নাতালী তাঁহাকে স্বেচ্ছায় বলিয়াছে, না প্রিন্স রাডিশ্লভ তাহাকে ভয় দেখাইয়া কথাগুলি বাহির করিয়া লইয়াছেন? স্মিথ এসকল প্রশ্নের উত্তর স্থির করিতে পারিল না; কিন্তু স্মিথ নাতালীর সহিত আলাপ করিবার সময় তাহার মুখে সঙ্কল্পের যে দৃঢ়তা লক্ষ্য করিয়াছিল, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া সে অনুমান করিল--নাতালী তাহার পিতৃব্যের নিকট তাহার সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করে নাই। পাপীর মন সদা-সন্দিগ্ধ, এই জন্যই পশ্চাতে মোটর-শাইক্ল দেখিয়া প্রিন্স রাডিশ্লভের সন্দেহ হইয়াছে—তিনিই ঐ মোটর-শাইক্লের আরোহীর লক্ষ্য।

সম্মুখবর্ত্তী মোটর-গাড়ীকে পূর্ণবেগে চলিতে দেখিয়া স্মিথও তাহার সাইক্লের বেগ বর্দ্ধিত করিল; সাইক্ল বায়ুবেগে ধাবিত হইল। অতঃপর উভয় শকটের ব্যবধান ক্রমে হ্রাস পাইতে লাগিল। অবশেষে প্রিন্স রাডিশ্লভের শকট যখন আর একটি বাঁক অতিক্রম করিয়া অন্য পথে প্রবেশ করিল, তখন স্মিথ ইচ্ছা করিয়াই একটু পিছাইয়া পড়িল এবং একটু ধীরে চলিতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা হইল, সে মোটর শকটের অধিক নিকটে না গিয়া দূর হইতে প্রিন্সের গন্তব্য স্থানটি দেখিয়া লইবে। প্রিন্স রাডিশ্লভ নাতালীকে যে বাড়ীতে রাখিবেন, সেই বাড়ীখানি দেখিতে পাইলে, ভবিষ্যতে নাতালীকে সেখান হইতে উদ্ধার করা কঠিন হইলেও অসম্ভব হইবে না; কিন্তু সে যদি মোটর-শকটের ঠিক পশ্চাতে উপস্থিত হইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে প্রিন্স রাডিশ্লভ তাহাকে সন্দেহ করিয়া সতর্ক হইতে পারেন। এই সকল কথা চিন্তা করিয়াই স্মিথ প্রিন্স রাডিশ্লভের সহিত সাক্ষাতের সঙ্কল্প ত্যাগ করিল; হঠাৎ বিপন্ন হইতে তাহার ইচ্ছা হইল না।

দীর্ঘকাল চিন্তার পর স্মিথের ধারণা হইয়াছিল, প্রিন্স রাডিশ্লভ তাহাকে তাঁহার অনুসরণ করিতে দেখিয়া থাকিলেও, তাহাকে সন্দেহ করিতে পারেন নাই; রাজকুমারী নাতালী যদি তাহার সম্বন্ধে কোনও কথা প্রকাশ না করিয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি একজন অপরিচিত যুবককে মোটর-শাইক্লে তাঁহার পশ্চাতে

আসিতে দেখিয়া কেনই বা সন্দেহ করিবেন ? কিন্তু স্মিথের এই ধারণা সত্য নহে। প্রিন্স রাড়িস্লভ অত্যন্ত চতুর ও কূটবুদ্ধি রাজনীতিক। স্মিথের সাধ্য কি তাঁহাকে প্রতারিত করে ? যিনি চাতুর্য্যবলে অনেক বহুদর্শী বিচক্ষণ রাজনীতিকের সঙ্কল্প ব্যর্থ করিয়াছেন, বুদ্ধিকৌশলে অনেক যড়যন্ত্র সফল করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করিয়া আসিয়াছেন, একটা বালক তাঁহার সঙ্কল্প ব্যর্থ করিবে ? তাঁহার চাতুরী ভেদ করা স্মিথের অসাধ্য।

স্মিথ যে তাঁহার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিতেছে ইহা প্রিন্স রাডিস্লভ পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন। রাজকুমারী নাতালী তাঁহার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলে তিনি যে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া কয়েদ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিলেন, একথার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। নাতালী তাঁহার গৃহ হইতে পলায়ন করিয়া প্রথম রাত্রে একটি পান্থনিবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, একথা পাঠক পাঠিকাগণের স্মরণ থাকিতে পারে। প্রিন্স রাডিস্লভ পরদিন প্রভাতে এই সংবাদ জানিতে পারিয়া, নাতালীকে ধরিবার জন্য স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সেখানে গিয়া শুনিতে পাইলেন—যে মেয়েটী একাকিনী রাত্রিকালে সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল—সে প্রত্যূষে সেই স্থান ত্যাগ করিয়াছে। তখন তিনি তাহার সন্ধানে চারি দিকে লোক পাঠাইয়াও তাহাকে ধরিতে পারিলেন না; তবে তিনি সংবাদ পাইলেন—একটি মেয়ে একাকিনী একবস্ত্রে প্রান্তরে প্রবেশ করিয়াছে। সেই বহুদূরব্যাপী বিশাল প্রান্তরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা অসাধ্য ব্যাপার! কিন্তু প্রিন্স রাডিস্লভ তাহার আশা ত্যাগ করিলেন না। নাতালীর সন্ধানে অনুচরবর্গকে প্রান্তরে পাঠাইয়া কোন ফল হইবে না বুঝিয়া তিনি সেই চেষ্টা ত্যাগ করিয়া, নাতালীর সন্ধান লইবার জন্য অন্য একটি উপায় অবলম্বন করিলেন। উপায়টি অত্যন্ত কৌশলপূর্ণ এবং অব্যর্থ।

প্রিন্স রাডিস্লভ সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলেন রাখালেরা বিভিন্ন দলে [illegible] হইয়া সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে গো-মেষাদি পশু চরাইয়া থাকে। [illegible] পাঠাইয়া বিভিন্ন দলের আটজন রাখালকে ডাকাইয়া আনাইলেন, এবং [illegible]

বলিলেন—একটি বালিকা রাগ করিয়া তাঁহার বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছে; সে প্রান্তরে প্রবেশ করিয়াছে—এ সংবাদও তিনি জানিতে পারিয়াছেন। গো-মেষাদির পাল লইয়া যখন তাহারা সেই প্রান্তরে চরাইতে যাইবে সেই সময় তাহাদের প্রত্যেকে মাঠের বিভিন্ন অংশে মেয়েটাকে খুঁজিতে থাকিবে। এই ভাবে খুঁজিতে খুঁজিতে কেহ না কেহ তাহাকে দেখিতে পাইবেই। যাহারা তাহার সন্ধান করিতে পারিবে—তিনি তাহাদিগকে প্রচুর পুরস্কার দানে প্রতিশ্রুত হইলেন। পুরস্কারের লোভে সেই রাখালের দল পশুর পাল মাঠে ছাড়িয়া-দিয়া প্রান্তরের এক এক দিকে নাতালীকে খুঁজিতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্বদিন অপরাহ্ণে প্রান্তরমধ্যবর্ত্তী পথের ধারে তৃণরাশির উপর কম্বল প্রসারিত করিয়া স্মিথ যখন নাতালীর সঙ্গে চা পান করিতেছিল, তখন দুইজন রাখাল অদূরবর্ত্তী গুল্মের অন্তরালে লুকাইয়া থাকিয়া তাহাদের দেখিতেছিল, এবং স্মিথ নাতালীকে পাশের গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া হোটেলের দিকে ধাবিত হইলে তাহারা তাহাদের অনুসরণ করিয়াছিল। স্মিথ ইহা জানিতে পারে নাই, এবং নাতালীও তাহা বুঝিতে পারে নাই।

স্মিথ নাতালী-সহ পলমুরের হোটেলে উপস্থিত হইয়া সেখানে বাসা লইলে, একজন রাখাল প্রিন্স রাডিস্লভকে এই সংবাদ পাঠাইবার জন্য তৎক্ষণাৎ তাঁহার আড্ডায় চলিয়া গেল। দ্বিতীয় রাখাল হোটেলের পরিচারিকার নিকট স্মিথের নাম ধাম প্রভৃতি জানিয়া লইয়া, দূরে থাকিয়া তাহাদের পাহারা দিতে লাগিল।

প্রিন্স রাডিস্লভ রাখালের নিকট নাতালীর সংবাদ পাইয়া পরদিন প্রভাতে একখানি সুবৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ মোটর-গাড়ীতে পলমুরের হোটেলের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; স্মিথ তখন মিঃ ব্লেকের নিকট টেলিগ্রাম করিবার জন্য স্থানীয় ডাকঘরে গিয়াছিল। সে ডাকঘরের বারান্দা হইতে সেই মোটর-গাড়ী দেখিলেও মোটরের আরোহীদের দেখিতে পায় নাই, এবং তাহা কি উদ্দেশ্যে সেই গ্রামে প্রবেশ করিয়াছিল—তাহাও বুঝিতে পারে নাই। প্রিন্স রাডিস্লভ নাতালীকে বলপূর্ব্বক গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিবার কিছুকাল পরে যখন স্মিথ মোটর-

দ্বিতীয় কল্প

সাইক্লে তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল—তখন সাইক্লখানি বহু দূরে থাকিলেও তিনি বুঝিতে পারিলেন, যে যুবক পূর্ব্বরাত্রে নাতালীকে পলম্বরের হোটেলে লইয়া গিয়া আশ্রয় দান করিয়াছিল, মোটর-সাইক্লের আরোহী সেই যুবক ভিন্ন অন্য কেহ নহে। তাঁহার ধারণা হইল—তাঁহার কবল হইতে নাতালীকে উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যেই সে তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল।

প্রিন্স রাডিশ্লভ নাতালীর নিকট তাহার সম্বন্ধে কোন কথা জানিতে পারেন নাই—স্মিথের এই অনুমান মিথ্যা নহে। প্রিন্স নাতালীকে গাড়ীতে তুলিয়া তাহার আশ্রয়দাতার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নাতালী তাঁহার নিকট কোন কথা প্রকাশ করে নাই। নাতালীর বিবাহোৎসব রামালিয়ার রাজধানীতে সুসম্পন্ন না করিয়া, প্রিন্স বার্কোকে ইংলণ্ডে আনাইয়া ইংলণ্ডের একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে গোপনে এবং অত্যন্ত তাড়াতাড়ি তাহার হস্তে রাজকুমারীকে সমর্পণ করিবার জন্য প্রিন্স রাডিশ্লভের আগ্রহের কথা শুনিয়া স্মিথের ধারণা হইয়াছিল—প্রিন্স রাডিশ্লভ কোন গোপনীয় উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়াই এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। স্মিথের এই ধারণার যথেষ্ট কারণ ছিল।

প্রিন্স রাডিশ্লভ রাজকুমারীর অভিভাবক, সুতরাং তিনি সাধারণ ভাবে রাজকুমারীর উপর কর্তৃত্ব করিবার অধিকারী, এবং বৃটিশ গবর্মেণ্ট তাঁহার বৈধ অধিকারের সমর্থন করিবেন, এবিষয়ে সন্দেহের কারণ ছিল না; কিন্তু প্রিন্স রাডিশ্লভ তাঁহার কর্তৃত্বের যে অপব্যবহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কোনও অভিভাবকেরই সে অধিকার নাই। তিনি স্বার্থসিদ্ধির জন্য, জার্ম্মান গবর্মেণ্টের অনুগ্রহ লাভের আশায়, রাজকুমারী নাতালীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে, সে যাহাকে ঘৃণা করে, যাহাকে বিবাহ করিলে তাহার জীবন বিষময় হইবে, তাহার স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হইবে—সেইরূপ লোকের হস্তে গোপনে তাহাকে সমর্পণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। প্রিন্স রাডিশ্লভ রাজকুমারীর অভিভাবক হইলেও, এইভাবে তাহাকে তাঁহার স্বার্থের যূপমূলে উৎসর্গ করিবার অধিকার তাঁহার নাই। প্রিন্স রাডিশ্লভের এই অনধিকারচর্চ্চার প্রতিবাদ করিয়া রামালিয়ার

শাসন-পরিষদের সভাপতি কাউণ্ট বটোভস্কি বৃটিশ পররাষ্ট্র বিভাগে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই পত্র তখন পর্য্যন্ত বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিবের হস্তগত হয় নাই; কিন্তু তাহা বৃটিশ পররাষ্ট্র আফিসে উপস্থিত হইলে প্রিন্স রাডিশ্লভের গুপ্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইবে, প্রিন্স বার্কোর সহিত নাতালীর বিবাহ দেওয়া অসম্ভব হইবে;—অথচ বিবাহটা তাড়াতাড়ি শেষ হইলে কাউণ্ট বটোভস্কির সতর্কতা নিস্ফল হইবে। ইহা বুঝিয়াই প্রিন্স রাডিশ্লভ গোপনে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি কাউণ্ট বার্কোর সহিত নাতালীর বিবাহ শেষ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তিনি রামালিয়া হইতে সংবাদ পাইয়াছিলেন, কাউণ্ট বটোভস্কি এই বিবাহ বন্ধ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার পত্র বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিবের হস্তগত হইবামাত্র এই বিবাহ বন্ধ করিবার জন্য তিনি আদিষ্ট হইবেন; সেই আদেশ অগ্রাহ্য করা যে তাঁহার অসাধ্য—তাহা তিনি জানিতেন। কিন্তু এই বিবাহ বন্ধ হইলে তাঁহার সকল আশা বিলুপ্ত হইবে, তাঁহার গুপ্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইবে; এইজন্য তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, বৃটিশ সরকারের নিষেধাজ্ঞা পাইবার পূর্ব্বে, যেরূপেই হউক, তিনি নাতালীকে প্রিন্স বার্কোর হস্তে সমর্পণ করিবেন।—বলা বাহুল্য, স্মিথ এসকল কথা জানিত না।

স্মিথকে মোটর-সাইকেলে তাঁহার অনুসরণ করিতে দেখিয়া প্রিন্স রাডিশ্লভের আশঙ্কা হইয়াছিল—সেই দুর্ব্বিনীত দুঃসাহসী যুবক তাঁহার অন্য কোন অনিষ্ট করিতে সমর্থ না হইলেও, তাঁহার গুপ্ত অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া এরূপ কোন পন্থা অবলম্বন করিতে পারে—যাহার ফলে প্রিন্স বার্কোর সহিত নাতালীর বিবাহে হঠাৎ বিঘ্ন উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নহে। সেই বিঘ্ন অতিক্রম করিতে যদি দুই একদিন বিলম্ব হয়, এবং সেই সময়ের মধ্যে বৃটিশ পররাষ্ট্র বিভাগ হইতে বিবাহের নিষেধাজ্ঞা প্রেরিত হয়, তাহা হইলে তাঁহার সকল চেষ্টা বিফল হইবে—সকল আশা বিলুপ্ত হইবে। এই সকল কথা চিন্তা করিয়া ক্রোধে প্রিন্স রাডিশ্লভের চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল; তিনি অতি কষ্টে আত্ম সংবরণ করিয়া সোফেয়ারকে পূর্ণবেগে শকট চালাইতে আদেশ করিলেন; কিন্তু গাড়ী পূর্ণবেগে চলিয়াও স্মিথের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না; উভয় শকটের ব্যবধান ক্রমেই হ্রাস হইতে লাগিল।

স্মিথের মোটর-সাইক্ল তাঁহার মোটর-কারের অদূরে আসিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া প্রিন্স রাডিস্লভ ক্রোধে অধীর হইয়া—অতঃপর কি কর্ত্তব্য, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

কর্ত্তব্য স্থির করিতে তাঁহার অধিক বিলম্ব হইল না। প্রিন্স রাডিস্লভের মোটর-গাড়ীতে চারিজন মাত্র লোক ছিল—একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; প্রিন্স রাডিস্লভ, নাতালী, এবং প্রিন্স বার্কো—এই তিনজন শকটের আরোহী; চতুর্থ ব্যক্তি সোফেয়ার—তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর। প্রিন্স রাডিস্লভ জানিতেন, যে তিনজন তাঁহার গাড়ীতে ছিল, তাহাদের তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারেন; তিনি কোন অবৈধ কার্য্য করিলে তাহাদের কেহই তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে না। সেই সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের কোন দিকে জনমানবের সমাগম নাই, পথ সম্পূর্ণরূপে জনশূন্য; স্মিথ একাকী মোটর-সাইক্লে তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছিল। স্মিথকে অনুসরণে বিরত করিবার এরূপ সুযোগ তিনি কি ত্যাগ করিতে পারেন? তাঁহার সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্য যদি স্মিথের জীবন বিপন্ন করিতে হয়—তাঁহার ন্যায় কূটবুদ্ধি, স্বার্থপর, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি কি তাহাতে কুণ্ঠিত হইবেন? যে নির্ব্বোধ যুবক তাঁহার সঙ্কল্প ব্যর্থ করিতে উদ্যত হইয়াছে—সে তাঁহার দয়ার পাত্র নহে।

এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে প্রিন্স রাডিস্লভ আর একটা বাঁকের মোড়ে উপস্থিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহার সোফেয়ারকে শকটের বেগ হ্রাস করিয়া অপেক্ষাকৃত ধীরে চলিতে আদেশ করিলেন। সোফেয়ার ধীরে গাড়ী চালাইতে লাগিল; তখন প্রিন্স রাডিস্লভ তাঁহার আসনে ঘুরিয়া বসিয়া পশ্চাতে মুখ ফিরাইলেন, এবং চক্ষুর নিমেষে পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া পথের দিকে তাহা উদ্যত করিলেন।—ক্রোধে তাঁহার মুখকান্তি অতি ভীষণ ভাব ধারণ করিল, এবং চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। নাতালী তাঁহার পাশে বসিয়া স্তম্ভিত হৃদয়ে তাঁহার কাজ দেখিতে লাগিল; তাহার মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না।

প্রিন্স রাডিস্লভের ইঙ্গিতে সোফেয়ার হঠাৎ গাড়ী থামাইল। প্রিন্স রাডিস্লভ সেই অবস্থায় গাড়ীর উপর বসিয়া স্মিথের মোটর-সাইক্লের 'ঘট্-ঘট্-ঘটাঘট্' শব্দ

শুনিতে পাইলেন। মাথার উপর দিয়া আকাশ-পথে এরোপ্লেন উড়িয়া যাইলে যেরূপ শব্দ হয়—সেইরূপ শব্দ প্রিন্স রাডিশ্লভ ও তাঁহার সঙ্গীদের কর্ণগোচর হইল। বাঁকের আড়ালে গিয়া মোটর-গাড়ী থামিয়াছে—ইহা স্মিথ বুঝিতে পারে নাই; সে পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প বেগে মোটর-গাড়ীর অনুসরণ করিতে করিতে বাঁকের নিকট উপস্থিত হইল। তখন তাহার সাইক্লের শব্দ সুস্পষ্টরূপে প্রিন্স রাডিশ্লভের কর্ণ-গোচর হইল। তিনি পিস্তলটা বাগাইয়া ধরিয়া রুদ্ধনিশ্বাস স্মিথের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

মুহূর্ত্ত পরেই স্মিথের মোটর-সাইক্ল বাঁক পার হইয়া প্রিন্স রাডিশ্লভের দৃষ্টি-পথে আসিয়া পড়িল। স্মিথকে মোটর-সাইক্লে মোটর-শকটের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, নাতালীর হস্তপদ রজ্জু রুদ্ধ থাকায়, সে তাহাকে সতর্ক হইবার জন্য হাত নাড়িয়া ইঙ্গিত করিতে অসমর্থ হইলেও—উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া স্মিথের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করিল। কিন্তু স্মিথের মোটর সাইক্লের ইঞ্জিন হইতে তখনও 'ঘট-ঘট-ঘটাঘট শব্দ উত্থিত হইতেছিল, সেই শব্দে নাতালীর আর্ত্তনাদ ডুবিয়া গেল; স্মিথ তাহা শুনিতে পাইল না।

কিন্তু স্মিথ নাতালীর কণ্ঠস্বর শুনিতে না পাইলেও বাঁক পার হইয়া মোটর-শকটের এতই নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল যে, প্রিন্স রাডিশ্লভের দুরভিসন্ধি সে মুহূর্ত্তেই বুঝিতে পারিল, তাঁহার হস্তস্থিত পিস্তলটিও তাহার দৃষ্টি অতিক্রম করিল না। কিন্তু তখন হঠাৎ পলায়ন করিয়া নিরাপদ স্থানে তাহার আশ্রয় গ্রহণের উপায় ছিল না; বিপদ অনিবার্য্য বুঝিয়া স্মিথ মোটর-সাইক্লের ফুটব্রেকের (foot-brake) উপর দুই পায়ের গোড়ালী সজোরে চাপিয়া ধরিয়া, তাড়াতাড়ি গাড়ী থামাইবার চেষ্টা করিল। সেই মুহূর্ত্তেই প্রিন্স রাডিশ্লভ স্মিথের মোটর-সাইক্লের সম্মুখের চাকা (front tyre) লক্ষ্য করিয়া পিস্তলের গুলি ছুড়িলেন! অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর নির্ঘোষ উত্থিত হইল। স্মিথের মোটর-সাইক্ল বিদ্যুদ্বেগে বাম-পার্শ্বে কাত হইয়া পড়িল!—তাহা দেখিয়া নাতালী করুণস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া তাহার পিতৃব্যের গায়ের উপর ঢলিয়া পড়িল।

স্মিথ মোটর-সাইক্লের ভারকেন্দ্রের সমতা রক্ষা করিবার জন্য (to regain his

গ্রেন্স গর্ডিস্লভ তাঁহার শকটে ঘুরিয়া বসিয়া স্মিথের মোটর-সাইকেলের টায়ার ফাটাইবার জন্য পিস্তল তুলিয়াছেন। (৫৬ পৃষ্ঠা)

equilibrium) সোজা হইয়া বসিয়া থাকিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহার চেষ্টা বিফল হইল।—মোটর-সাইক্লের 'টায়ার' সশব্দে বিদীর্ণ হইবামাত্র, সাইক্ল গতিহীন না হওয়ায়, নক্ষত্রবেগে পথের বামপার্শ্বস্থ বাঁধের উপর উঠিয়া গেল ; বাঁধের ধারে কাঁটার বেড়া ছিল, সাইক্ল সেই বেড়ায় প্রতিহত হইয়া, একটা ঘুরপাক খাইয়া আবার পথের উপর ফিরিয়া আসিল, এবং ঘুরিতে ঘুরিতে, পথের অন্য দিকে একটা সাঁকোর উপর যে পাষাণ-প্রাচীর ছিল—সবেগে তাহাতে নিক্ষিপ্ত হইয়া উল্টাইয়া গেল ! স্মিথ গাড়ীর উপর হইতে ডিগ্‌বাজি খাইয়া (somersaulting) প্রচণ্ড বেগে পথের উপর নিপতিত হইল। পড়িবার সময় তাহার পদদ্বয় উর্দ্ধে ও মাথাটা নীচে থাকায় সে মস্তকে নিদারুণ আঘাত পাইল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ একবার সবেগে কাঁপিয়া উঠিল, তাহার পর তাহার দেহ অসাড় হইল।—সে মৃতের ন্যায় পথের উপর পড়িয়া রহিল।

প্রিন্স রাডিস্লভ নিস্তব্ধ ভাবে তাঁহার গাড়ীতে বসিয়া তাঁহার পৈশাচিক কার্য্যের ফল প্রত্যক্ষ করিয়া বোধ হয় অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন ! স্মিথের দেহ অসাড় ভাবে পথে পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া তিনি ধীরে ধীরে গাড়ী হইতে নামিয়া আসিলেন, এবং দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া বিকৃত স্বরে বলিলেন, "নির্ব্বোধ যুবক ! আমি কে তাহা যদি জানিতে, তাহা হইলে এ ভাবে মরিবার জন্য আমার অনুসরণ করিতে না। আমার সঙ্কল্প-পথ হইতে সরাইবার জন্য তোমার মত সহস্র যুবককেও আমি হত্যা করিতে কুণ্ঠিত নহি।"

প্রিন্স বার্কো নাতালীর ক্রুদ্ধ ও বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া, দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, "চাচা সাহেব বীর বটে !"

তৃতীয় কল্প

মিঃ ব্লেকের ফ্যাসাদ

হেণ্ডন্ এরোপ্লেনের একটি প্রকাণ্ড আড্ডা। হেনডনের সুপ্রশস্ত প্রান্তর (flying ground) হইতে নানা আকারের এরোপ্লেন আকাশ উড়িয়া, উড়িবার কৌশল, বেগ ও শক্তির পরীক্ষার দিয়া থাকে। আমরা যে দিনের কথা বলিতেছি সেই দিন এরোপ্লেন-দৌড়ের পরীক্ষা। ইংলণ্ডের বিভিন্ন স্থানে বিমান-পোতের মাঝিগিরি শিখাইবার জন্য যে সকল বিদ্যালয় (flying schools) স্থাপিত হইয়াছে, সেই সকল স্কুলের বহু শিক্ষক তাঁহাদের ছাত্রমণ্ডলীকে সঙ্গে লইয়া হেনডনের মাঠে শিবির স্থাপন করিয়াছেন। ছাত্রেরা কে কি শিখিয়াছে, তাহার পরীক্ষা দিতেছে; কেহ কল-কব্জা ঘাঁটিতেছে, কেহ উড়িবার চেষ্টা করিতেছে; কেহ বা কিছু দূর উড়িয়া আবার নামিয়া আসিতেছে। ইহারা দুই দশ মাইল উড়িয়া আসিয়া মাঝিগিরির 'সার্টিফিকেট' পাইলে বিমান-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট উড়িবার 'লাইসেন্স' পাইবে। মোটর-গাড়ীর গাড়োয়ানেরা যেমন বিনা-লাইসেন্সে গাড়ী চালাইতে পারে না, সেইরূপ উড়ো-মাঝিরা গগন-বিহারে দক্ষতা দেখাইতে না পারিলে এরোপ্লেন চালাইবার লাইসেন্স পায় না।—হেনডনের মাঠে এই দিন তাহারা তাহাদের যোগ্যতার পরীক্ষা দিতে আসিয়াছে। এই উপলক্ষে এখানে বহু সংখ্যক এরোপ্লেনের সমাগম হইয়াছে। যাঁহারা উৎকৃষ্ট এরোপ্লেনের মালিক, তাঁহারা স্ব-স্ব খ-পোতের প্রাধান্য সপ্রমাণ করিতে আসিয়াছেন; অনেকে মজা দেখিতে আসিরাছেন। যাঁহাদের এরোপ্লেন ক্রয়ের ইচ্ছা আছে—তাঁহারাও এই মেলায় যোগদান করিয়াছেন; কারণ বিক্রয়যোগ্য এরোপ্লেনও যথেষ্ট আমদানী হইয়াছে।—আমাদের দেশের অনেক বড় লোক গরু ঘোড়া হাতী কিনিতে হরিহর-ছত্রের মেলায় গমন করেন, হেনডনও এরোপ্লেনের হরিহরছত্র!—এরোপ্লেনের বিরাট প্রদর্শনী-ক্ষেত্র।—এরোপ্লেনগুলি, শ্রেণীভেদে, গঠন ও শক্তিভেদে, বিভিন্ন

এই বহুদূরবর্ত্তী পল্লীতে উপস্থিত হইয়া এমন একটা ফাসাদ জুটাইয়া লইয়াছে যে, আমার সেখানে যাওয়া অপরিহার্য্য মনে করিয়াছে! সে নিজে সেই ব্যাপারের মীমাংসা করিতে পারিলে, তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য আমাকে সেখানে যাইতে নিশ্চয়ই অনুরোধ করিত না, কিম্বা জরুরী টেলিগ্রাম পাঠাইয়া সেখানে আমার প্রতীক্ষা করিত না। আমার সময় কিরূপ মূল্যবান, ও আমার অবসর কত অল্প, তাহা জানিয়াও সে যখন আমাকে সেখানে যাইবার জন্য টেলিগ্রাম করিয়াছে—তখন সে যে কোনও বিপজ্জনক ব্যাপারে হস্তক্ষেপণ করিয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু এ সম্বন্ধে সে কোন কথাই লিখিল না! ইহার কারণ বুঝিতে পারিতেছি না। যদি সে বুদ্ধির দোষে কোন বিপদে পড়িয়া থাকে—তাহা হইলে সেখানে আমাকে যাইতেই হইবে। মনে করিয়াছিলাম—দুই একদিন এখানে থাকিয়া, অন্যান্য এরোপ্লানের সঙ্গে বাজি রাখিয়া উড়িব; তাহা হইল না দেখিতেছি। তবে একটা কাজ করা যাইতে পারে; আমি কেলিকে সঙ্গে লইয়া গ্রে-প্যান্থারেই স্মিথের কাছে উড়িয়া যাইলে ক্ষতি কি? পলমুর কোথায় ঠিক স্মরণ হইতেছে না, তবে কার্য্যোপলক্ষে পূর্ব্বে এই গ্রামের ভিতর দিয়া যেন কোথাও গিয়াছিলাম মনে হইতেছে। নামটা পরিচিত বটে! হাঁ, পশ্চিম প্রদেশের প্রান্তরের ধারেই এই গ্রাম; তাহার নিকট সমতল ক্ষেত্রের অভাব নাই, সুতরাং আকাশ হইতে নামিবার বোধ হয় অসুবিধা হইবে না। কেলি সঙ্গে থাকিলে আমি গ্রে-প্যান্থার লইয়া নিরাপদে সেখানে অবতরণ করিতে পারিব।”

অনন্তর তিনি কেলিকে ডাকিয়া বলিলেন, “দেখ কেলি! আমি গ্রে-প্যান্থারে কিছু বেশী দূরে যাইব মনে করিতেছি। ডেভন ও কর্ণওয়ালের সীমান্তে যাইবার ইচ্ছা; তুমি দর্শকের আসনে (observer's seat) বসিয়া আমার সঙ্গে যাইতে পারিবে কি?”

কেলি গ্রে-প্যান্থারের পরিচর্য্যায় মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিল; গ্রে-প্যান্থারের বিরহ তাহার সহ্য হইত না। মিঃ ব্লেক তাহাকে সঙ্গে না লইয়া একাকী উড়িতে গিয়াছিলেন, ইহাতে সে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিল। মিঃ ব্লেকের প্রস্তাব শুনিয়া কেলি সোৎসাহে বলিল, “হাঁ, কর্ত্তা, নিশ্চয়ই পারিব। গ্রে-প্যান্থারে চাপিয়া আমি

আপনার সঙ্গে নরকের দ্বারে যাইতেও রাজী আছি—যদি সেখানে নামিবার উপযুক্ত মাঠ পাওয়া যায়। আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি কর্ত্তা। কবে যাইতে হইবে ?—কখন ?”

মিঃ ব্লেক কেলির উৎসাহ দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, “আমাকে প্রথমে লণ্ডনে যাইতে হইবে ; বাড়ী হইতে জিনিস সঙ্গে লওয়ার প্রয়োজন। তোমার যাহা দরকার, ইতিমধ্যে তাহা গুছাইয়া লইয়া প্রস্তুত হইয়া থাক। প্রথমে এখানে কিছু খাইয়া-লইয়া লণ্ডনে যাইব। সেখানে আমার অধিক বিলম্ব হইবে না ; তুমি দেখিবে দেড় ঘণ্টার মধ্যেই আমি এখানে ফিরিয়া আসিয়াছি।”

অতঃপর মিঃ ব্লেক যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া, তাঁহার এরোপ্লেন কেলির জিম্মায় রাখিয়া মোটর-গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। তিনি সেই মোটরে হ্যাম্পষ্টেড্ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। হ্যাম্পষ্টেড্ হইতে বেকার ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইতে তাঁহার অধিক সময় লাগিল না।

লণ্ডনের কাজ শেষ করিয়া, একখানি ট্যাক্সি লইয়া তিনি দেড় ঘণ্টার মধ্যেই হেনডনের ‘এরোড্রোমে’ প্রত্যাগমন করিলেন।—তিনি ট্যাক্সি হইতে তাঁহার ব্যাগটি তুলিয়া লইয়া ট্যাক্সিওয়ালার ভাড়া মিটাইয়া দিলেন ; তাহার পর গ্রে-প্যান্থারের নিকট গিয়া দেখিলেন—কেলি যাত্রায় সকল আয়োজন শেষ করিয়া রাখিয়াছে। কেলি মিঃ ব্লেকের ব্যাগটা ‘উপবেশন-মঞ্চে’র (cock-pit) মধ্যে রাখিয়া তাঁহাকে বলিল, “আমি প্রস্তুত, আপনার আদেশ পাইলেই যাত্রা আরম্ভ করিতে পারি।”

মিঃ ব্লেক গ্রে-প্যান্থারে উঠিয়া বসিলেন। কেলি নির্দ্দিষ্ট স্থানে আরোহণ করিয়া মিঃ ব্লেককে ইঞ্জিন চালাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলে মিঃ ব্লেক কল চালাইয়া দিলেন ; মুহূর্ত্ত মধ্যে গ্রে-প্যান্থার পাখা মেলিয়া ঘুরিয়া-ঘুরিয়া উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল।

কয়েক মিনিট পরে গ্রে-প্যান্থার ধরাতল হইতে তিন হাজার ফিট উর্দ্ধে উঠিল। সে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া উর্দ্ধে উঠিতেছিল; মিঃ ব্লেক অতঃপর পশ্চিম দিকে তাহার মুখ ফিরাইয়া সেই দিকে চলিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে কেলি মানচিত্রগুলি পরীক্ষা করিয়া, পশ্চিম ইংলণ্ডের মানচিত্র বাহির

করিয়াছিল। সে সেই মানচিত্রখানি তাহার উপবেশন-মঞ্চস্থিত কাচের ফ্রেমে আঁটিয়া লইল, এবং সেই ফ্রেমটি এ ভাবে ঝুলাইয়া রাখিল যে, মানচিত্রস্থিত স্থলচিহ্নগুলি (land-marks) লক্ষ্য করিয়া কল চালাইতে মিঃ ব্লেকের কোন অসুবিধা হইল না। গ্রে-প্যান্থার ঘ্যানর-ঘ্যানর শব্দে বায়ুমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে শূন্যপথে ধাবিত হইল।

তখন বসন্তকাল, এইজন্য সেই রবি-করোজ্জ্বল অপরাহ্নে তিন হাজার ফিট ঊর্দ্ধস্থিত বায়ু-প্রবাহের শৈত্য তাঁহাদের দুঃসহ হইল না। গগনমণ্ডল মেঘসংস্পর্শ-হীন, স্বচ্ছ ও সুনির্ম্মল ; গ্রে-প্যান্থারে সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়া ঝক্‌মক্‌ করিতে-ছিল। সে প্রসারিত-পক্ষ বিশালকায় বিহঙ্গের ন্যায় পক্ষ আন্দোলনে লক্ষ্য-পথে সবেগে অগ্রসর হইতেছিল। সেই একঘেয়ে ‘ঘ্যানর-ঘ্যানর’ শব্দ কর্ণপীড়াদায়ক হইলেও মিঃ ব্লেকের নিকট তাহা বংশীধ্বনিবৎ মধুর! কিছুকাল পরে মিঃ ব্লেক এরোপ্লেনের হাল অল্প ঘুরাইয়া তাহাকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পরিচালিত করিলেন। বহু নিম্নে, কোথাও বিস্তীর্ণ বনভূমি, কোথাও সুবৃহৎ হর্ম্ম্যরাজী, গীর্জ্জার উচ্চ চূড়া, কোথাও রজতধারাবৎ শুভ্র নদীবক্ষে প্রসারিত সুদীর্ঘ সেতু, কোথাও সমতল শ্যামল শস্যক্ষেত্র এবং কৃষকগণের কুটীরশ্রেণী পটাঙ্কিত চিত্রের ন্যায় তাঁহার নয়ন সমক্ষে প্রতীয়মান হইতে লাগিল। এইরূপে তাঁহারা বহু গ্রাম নগর, অরণ্য প্রান্তর, বিল খাল, ও নদী নালা অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলেন। এক্সপ্রেস্-ট্রে্ণ অপেক্ষাও দ্রুতগতি গ্রে-প্যান্থার তাহার লক্ষ্য পথে ধাবিত হইল।

ক্রমে তাঁহারা লণ্ডন পার হইয়া অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময় সমারসেট জেলার ঊর্দ্ধে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর মিঃ ব্লেক গ্রে-প্যান্থারের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া এক্সিটার নগরের দিকে অগ্রসর হইলেন ; কিন্তু তিনি এই নগরের ঠিক উপর দিয়া না চলিয়া, পাশ-কাটাইয়া সহরতলির উপর দিয়া চলিতে লাগিলেন। সেখান হইতে ওকেনহাম্‌টনের ঊর্দ্ধে আসিতে তাঁহার অধিক বিলম্ব হইল না। এবার ইংলণ্ডের পশ্চিমাংশের প্রান্তরভূমি তাঁহার দৃষ্টিগোচর হওয়ায় তিনি মানচিত্র-পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন।

মিঃ ব্লেক মানচিত্র পরীক্ষা করিতে করিতে পলমুর নামক পল্লীর অবস্থানটি

মনোযোগের সহিত দেখিয়া লইলেন। মানচিত্রে এই পল্লীখানি চতুর্দ্দিকস্থ প্রান্তর ও তন্মধ্যবর্ত্তী বৃক্ষ গুল্মাদি-পরিবেষ্টিত হইয়া বিন্দুবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল। মানচিত্রে পলটর নামক পর্ব্বতটির অবস্থানভূমিও তিনি দেখিয়া লইলেন; তাহার উচ্চতার পরিমাণও মানচিত্রে লিখিত ছিল। এই স্থানে আসিয়া তিনি পুনর্ব্বার গ্রে-প্যান্থারের গতি অল্প পরিবর্ত্তিত করিলেন। অর্দ্ধঘণ্টা পরে বহু নিম্নে বাম দিকে পলম্রের ভজনালয় তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তখন পর্য্যন্ত মিঃ ব্লেক তিন হাজার ফিট উর্দ্ধে ছিলেন; এইবার তিনি দ্রুতবেগে দুই হাজার ফিট নামিয়া আসিলেন। তিনি ধরাতল হইতে হাজার ফিট উর্দ্ধে থাকিতেই প্রতিবিম্বদায়ক দর্পণের (reflecting mirror) সাহায্যে কেলির দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া, টেলিফোনযোগে তাহাকে বলিলেন, "নীচে যে গ্রাম দেখিতেছ, ঐ গ্রামই আমাদের গন্তব্যস্থল। কোথায় নামিবার সুবিধা হইবে তাহা লক্ষ্য করিয়া আমাকে জানাও।"

কেলি মাথা হেলাইয়া সম্মতিজ্ঞাপন করিল; তাহার পর টেলিফোনের 'রিসিভার' নামাইয়া-রাখিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে দূরবীণের সাহায্যে সতর্কভাবে নিম্নস্থিত ভূখণ্ড পরীক্ষার পর টেলিফোনের সহযোগে মিঃ ব্লেককে বলিল, "ঐ গ্রামের এক মাইল উত্তরে একটি সমতল ক্ষেত্র দেখা যাইতেছে; সেখানে কিছু কিছু গুল্ম আছে বটে, কিন্তু তাহা তেমন ঘনসন্নিবিষ্ট নহে। ওখানে একটু সাবধানে নামিলে আপনাকে বোধ হয় অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না।"

মিঃ ব্লেকও দূরবীণের সাহায্যে সেই স্থানটি দেখিয়া লইলেন। সমতল ক্ষেত্রে যে-সকল তৃণ-গুল্ম দেখিতে পাইলেন, তাহা তাঁহার অবতরণের প্রতিকূল হইবে না বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস হইল; এবং তিনি সেই স্থানের অবস্থা স্পষ্ট বুঝিতে না পারিলেও, কেবল দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতার সাহায্যে ও অবতরণের ক্ষেত্র-নির্ব্বাচনে তাঁহার যে বহুদর্শিতা ছিল তাহাতে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, অবিলম্বে সেই স্থানেই অবতরণ করা কর্ত্তব্য মনে করিলেন। সুতরাং আর বিলম্ব না করিয়া তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া নামিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন (he prepared for the volplane) তাহার পর গ্রে-প্যান্থার

নির্দিষ্ট স্থান লক্ষ্য করিয়া বন-বন্ শব্দে নামিতে লাগিল। কিছু দূর উর্দ্ধে থাকিতেই মিঃ ব্লেক ইঞ্জিন বন্ধ করিলেন, তাহার পর গ্রে-প্যান্থার তাহার গতির বেগেই ধীরে ধীরে যথাস্থানে নামিয়া পড়িল। মিঃ ব্লেক দেখিলেন, কেলির অনুমান মিথ্যা হয় নাই; যদিও সেখানে কতকগুলি ছোট ছোট গুল্ম ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে মাথা তুলিয়া ছিল, তথাপি স্থানটি সমতল। কয়েকটি গুল্মে গ্রে-প্যান্থারের তলা বাধিলেও নামিবার কোন অসুবিধা হইল না।

গ্রে-প্যান্থার মৃত্তিকা স্পর্শ করিলে কেলি প্রথমে নামিয়া আসিল, তাহার পর মিঃ ব্লেক তাঁহার আসন হইতে ভূতলে অবতরণ করিলেন। তিনি উড়িবার পোষাক খুলিয়া-ফেলিয়া বলিলেন, "কেলি, এখানে নামিবার সময় তুমি যে গ্রামখানি দেখিতে পাইয়াছিলে, আমাকে এখন সেই গ্রামে যাইতে হইবে। আমরা গ্রাম ছাড়াইয়া আসিলেও এখান হইতে তাহার দূরত্ব অধিক নহে। স্মিথ সেই স্থানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। তুমি আমাকে হেন্‌ডনে যে টেলিগ্রাম দিয়াছিলে, তাহা স্মিথের টেলিগ্রাম। সে আমাকে এখানে আসিতে লিখিয়াছিল বলিয়াই এখানে আসিয়াছি, একথা তোমাকে পূর্ব্বে বলি নাই। কিন্তু সে কি উদ্দেশ্যে আমাকে এখানে আসিতে টেলিগ্রাম করিয়াছিল, তাহা জানিতে পারি নাই। আমি স্মিথের সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছি বটে, কিন্তু কোথায় কি অবস্থায় তাহাকে দেখিতে পাইব, তাহার দেখা পাইব কি না, বুঝিতে পারিতেছি না। সুতরাং আমার এখানে ফিরিতে কত বিলম্ব হইবে তাহা এখন অনুমান করা অসম্ভব; আধ ঘণ্টার মধ্যে তাহার সাক্ষাৎ পাইতে পারি, তাহা অপেক্ষা বিলম্ব হইতেও পারে। আমি যতক্ষণ ফিরিয়া না আসি, তুমি এখানেই থাকিবে। কোন লোক গ্রে-প্যান্থার স্পর্শ না করে, সে দিকে লক্ষ্য রাখিবে। অনেক গ্রাম্য লোক কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া ইহার কল-কব্জায় হাত দিতে পারে। তাহাদিগকে ইহার কাছে যাইতে দিও না। যদি আজ রাত্রে লণ্ডনে প্রত্যাগমন করা অসম্ভব না হয় তাহা হইলে আমরা রাত্রেই চলিয়া যাইব। অনর্থক সময় নষ্ট করিবার ইচ্ছা নাই। যদি কোন কারণে রাত্রে আমাকে এই গ্রামে বাস করিতে হয়—তাহাও তুমি জানিতে পারিবে। যদি

রাত্রে এখানে থাকিতে হয়, তাহা হইলে গ্রে-প্যান্থারকে একটু ভাল যায়গায় রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

কেলি বলিল, "আপনার আদেশ শিরোধার্য্য ; আপনি গ্রে-প্যান্থারের জন্ত চিন্তা করিবেন না, আমি তাহার পাহারায় থাকিলাম। ও কি ! কর্ত্তা, আর একখানি এরোপ্লেনও এই দিকে আসিতেছে না ? সেই রকমই শব্দ শুনিতেছি যে !"

সেই নির্জ্জন প্রান্তরের এক প্রান্তে 'ঘসড়-ঘস্, ঘষড়-ঘস্' শব্দ শুনিয়া কেলির মনে হইল উহা কোনও এরোপ্লেনের ইঞ্জিনের শব্দ ! মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল কান পাতিয়া সেই শব্দ শুনিলেন, তাহার পর মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, উহা মোটর-সাইক্ল। বোধ হয় সাইক্লে কেহ এই অঞ্চলে বেড়াইতে আসিয়াছে ; সাইক্লখানা এদিকে আসিতেছে কি না বুঝিতে পারিতেছি না।"

মিঃ ব্লেক মোটর-সাইক্লের আরোহীকে দেখিতে না পাইলেও বুঝিতে পারিলেন, প্রান্তর-প্রান্তবর্ত্তী পথ দিয়া সেই সাইক্লের আরোহী গ্রামের দিকে যাইতেছে। মিঃ ব্লেকও তৎক্ষণাৎ প্রান্তর অতিক্রম করিয়া গ্রামের দিকে চলিলেন। গ্রে-প্যান্থার যেস্থানে নামিয়াছিল—সেই স্থান হইতে পলমুর গ্রাম এক মাইলেরও কম। সুতরাং সেই স্থান হইতে গ্রামের পথে আসিতে মিঃ ব্লেকের দশ মিনিটের অধিক সময় লাগিল না। সেই পথটিই গ্রামের প্রধান পথ। মিঃ ব্লেক সেই পথ ধরিয়া কিছুদূর গমন করিতেই পথের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি অট্টালিকা দেখিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। দ্বারের উপর সাইন-বোর্ড ঝুলিতেছিল, তাহা পাঠ করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন—এই অট্টালিকাই পলমুরের হোটেল। অট্টালিকাটি দ্বিতল, এবং নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে।

মিঃ ব্লেক হোটেলে প্রবেশ করিবেন, এমন সময় পথের ধারে হোটেলের বারান্দার নীচে একখানি মোটর-সাইক্ল দেখিতে পাইলেন ; উহা স্মিথের সাইক্ল কি না জানিবার জন্ত তাঁহার কৌতূহল হইল ; সাইক্লখানির নিকটে গিয়া পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, উহা স্মিথের সাইক্ল নহে। তাঁহার ধারণা হইল, কোনও পথিক সাইক্ল-খানি সেখানে রাখিয়া হোটেলে পানাহার করিতে গিয়াছে। এই সাইক্লখানির রঙ্গ কাল, এবং তাহার সঙ্গে পাশের গাড়ী (side-car) ছিল না।

মিঃ ব্লেক হোটেলে প্রবেশ করিতেই হোটেলওয়ালীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সম্মুখে লাল-মুখো মোটা-সোটা গিন্নি-গোছের মেয়েটিকে দেখিয়াই তিনি বুঝিলেন, সে-ই হোটেলের মালিক। মিঃ ব্লেক তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য টুপি তুলিয়া সহাস্যে বলিলেন, "আমি একটি যুবকের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি; সে তোমার এই হোটেলে বাসা লইয়াছে। সে এখন তাহার ঘরে আছে কি না বলিতে পার গিন্নি!"

হোটেলওয়ালী বিবি ফিলপে মুখ ভার করিয়া বলিল, "কাল সন্ধ্যাকালে যে যুবকটি তাহার ভগিনীকে সঙ্গে লইয়া মোটর-সাইক্লে আমার হোটেলে আসিয়াছিল—তাহারই খোঁজ করিতেছেন কি?"

মিঃ ব্লেক তাহার ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া, ও ধরা-ধরা আওয়াজ শুনিয়া বিস্মিত এবং কিঞ্চিৎ বিচলিত হইলেন। স্মিথ যে মোটর-সাইক্লে সেখানে আসিয়াছিল—সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ ছিল না; কিন্তু সে একটা ভগিনী জুটাইল কোথা হইতে? বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে তাহার আপনার বলিতে কেহ ছিল না, মিঃ ব্লেক তাহাকে কুড়াইয়া-পাইয়া শিশুকাল হইতে প্রতিপালন করিতেছিলেন; তবে সে আজ হঠাৎ কোথা হইতে একটা ভগিনী ঘাড়ে লইয়া টরমুরের হোটেলে উপস্থিত হইল? এ কি ব্যাপার, তাহা বুঝিতে না পারিয়া, মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "হাঁ, সে মোটর-সাইক্লে এখানে আসিয়াছিল তাহা জানি; কিন্তু তাহার সঙ্গে—কি বলিলে তাহার ভগিনী?—না, সে যে তাহার কোন ভগিনী-টগিনী সঙ্গে লইয়া এখানে আসিয়াছিল—তাহা আমার জানা নাই।"

হোটেলওয়ালী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি কি সেই যুবকের আত্মীয়? আপনি তাহার হিতৈষী কি না আগে জানিতে চাই। আপনি তাহার আত্মীয় বন্ধু না হইলে তাহার সম্বন্ধে আর কোন কথা আপনার নিকট প্রকাশ করিব না। তাহাকে এখানে আশ্রয় দিয়া আমাকে কি অশান্তি ভোগ করিতে হইতেছে তাহা বলিবার নহে! একজন গুঁফো ভদ্রলোক মোটর-গাড়ীতে আসিয়া জোর করিয়া আমার ঘর হইতে তাহার ভগিনীকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে; আবার কিছুকাল আগে আর একটা লোক মোটর-সাইক্লে আসিয়া জোর

করিয়া তাহার ঘরে ঢুকিয়াছে—সে বলিল, সেই যুবকই তাহাকে কি একটা জিনিস লইতে পাঠাইয়াছে। এ সকল কি ব্যাপার বুঝিতে পারিতেছি না! কিন্তু এই সকল কাণ্ড দেখিয়া আমার বড়ই ভয় হইয়াছে; জানি না আমাকে কি ফ্যাসাদে পড়িতে হইবে!"

মিঃ ব্লেক হোটেলওয়ালীর কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া আগ্রহ ভরে বলিলেন, "তুমি আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দাও—কাল সন্ধ্যার পর যে যুবক তোমার হোটেলে বাসা লইয়াছিল—সে কি ছেয়ে-রঙ্গের মোটর-সাইক্লে আসিয়াছিল? তাহার সেই সাইক্লের পাশে ছেয়ে-রঙ্গের একখান গাড়ী বাঁধা ছিল কি?"

হোটলওয়ালী বলিল, "হাঁ মহাশয়, সে ছেয়ে-রঙ্গের মোটর-সাইক্লেই আসিয়াছিল বটে; তাহার পাশের গাড়ীতে বসাইয়া তাহার ভগিনীকেও আনিয়াছিল। সে ভিন্ন অন্য কেহ আট দশ দিনের মধ্যে মোটর-সাইক্লে আমার হোটেলে আসে নাই; কেবল আর একজন লোক আজ আর-একখান মোটর-সাইক্লে আসিয়া তাহার ঘরে ঢুকিয়াছে। তাহার সাইক্লখানি আমার বারান্দার নীচে রাখিয়া আসিয়াছে—আপনি বোধ হয় তাহা দেখিয়া থাকিবেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যুবকটি তোমার হোটেলে আসিয়া কি তাহার ভগিনীর জন্য অন্য একটি কুঠুরী ভাড়া করিয়াছিল?"

হোটেলওয়ালী বলিল, "হাঁ মহাশয়, সে বলিল! তাহার ভগিনীর আসিবার কথা ছিল না, হঠাৎ তাহার সঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছে, আর একখানি ঘর না পাইলে চলিবে না; অগত্যা আমি সেই মেয়েটীর বাসের জন্য তাড়াতাড়ি একখানি ঘর খালি করিয়া দিলাম। আজ সকালে যুবকটি যখন টেলিগ্রাফ আফিসে গিয়াছিল—সেই সময় একটা গুঁফো ভদ্রলোক মোটর-কারে আসিয়া সেই মেয়েটীকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। মেয়েটি কি তাহার সঙ্গে যাইতে চায়?—তাহাকে কাঁধে করিয়া গাড়ীতে পুরিয়াই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আমি বাধা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছিলাম—কিন্তু সেই গুঁফো ডাকাতটা ধাক্কা-মারিয়া আমাকে ফেলিয়া দিয়াছিল! লোকটা দিনের বেলা ডাকাতি করিয়া গেল! সোনা, রূপা নহে, মানুষ লুঠ! যুবকটি টেলিগ্রাফ আফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া, আমার কাছে

সকল কথা শুনিয়া মোটর-সাইক্লে তাহার ভগিনীর সন্ধানে গিয়াছে ; সেই সকালে গিয়াছে, এখনও ফিরিয়া আসিল না। একটু আগে আর একজন লোক অন্য একখানি মোটর-সাইক্লে আসিয়া আমাকে বলিল—সেই যুবকই তাহাকে কি একটা জিনিস লইতে পাঠাইয়াছে। লোকটা জোর করিয়া দোতালায় গিয়া তাহার ঘরে ঢুকিয়াছে!—এ সকল কি কাণ্ড, আমি বুঝিতে পারিতেছি না!”

হোটেলওয়ালীর কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেকও কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি হোটেলওয়ালীর সঙ্গে পাশের একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন, এবং অন্য কেহ তাঁহার কথা শুনিতে না পায়—এই উদ্দেশ্যে দ্বার রুদ্ধ করিয়া হোটেলওয়ালীকে বলিলেন, “মাদাম, তোমাকে দুই একটি কথা বলিব, মন দিয়া শোন। কাল সন্ধ্যার পর ছেয়ে-রঙ্গের মোটর-সাইক্লে যে যুবক তোমার হোটেলে আসিয়া ঘর ভাড়া লইয়াছিল—আমি তাহারই অভিভাবক। সে আজ এখান হইতে টেলিগ্রাম করিয়া, কোন বিশেষ প্রয়োজনে আমাকে এখানে আসিতে অনুরোধ করিয়াছিল। তোমার কথা শুনিয়া বুঝিলাম, এখানে আসিয়া সে কোন বিপদে পড়িয়াছে ; কিন্তু তুমি সকল কথা খুলিয়া না বলিলে, প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। আমি সেই যুবকের অভিভাবক, সুতরাং আমার নিকট কোন কথা গোপন করিবার প্রয়োজন নাই।”

হোটেলওয়ালী ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, “আপনাকে ত মোটামুটী সকল কথাই বলিয়াছি ; আপনি কথাগুলি আরও স্পষ্ট ভাবে শুনিতে চান? তবে শুনুন, প্রথম হইতে সকল কথা আপনাকে খুলিয়া বলি।”

“কাল সন্ধ্যার সময় সেই যুবকটি তাহার ভগিনীকে মোটর-সাইক্লের পাশের গাড়ীতে বসাইয়া সাইকেল চালাইয়া আমার হোটেলে উপস্থিত হইল। সে প্রথমে একখানি ঘরের জন্যই টেলিগ্রাম করিয়াছিল ; তখন না কি তাহার ভগিনীর আসিবার কথা ছিল না। তাহার ভগিনী সঙ্গে আসিয়াছিল বলিয়া সে দুইটি কুঠুরী ও একটি বসিবার ঘর ভাড়া চাহিল। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা যত্নে তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলাম। তাহাদিগকে কোন রকম অসুবিধা সহ্য

করিতে হয় নাই। শুনিলাম তাহারা কয়েক দিন আমার হোটেলে বাস করিবে। মনের মত বাসা পাইয়া তাহারা উভয়েই খুসী হইল।

"যুবকটি এখানে আসিয়াই আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—কালই এখান হইতে টেলিগ্রাম পাঠাইবার সুবিধা হইবে কি না? তাহার কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ডাকঘর বন্ধ হইয়া গিয়াছে; সকালে টেলিগ্রাফ আফিস খুলিলে টেলিগ্রাম পাঠাইতে পারিবে। আজ সকালে উঠিয়াই যুবকটি টেলিগ্রাফ আফিসে চলিয়া গেল। তাহার অল্পকাল পরে একখানি কালরঙের প্রকাণ্ড মোটর-গাড়ী আমার দরজায় আসিয়া থামিল। যুবকের ভগিনী তখনও নীচে আসে নাই। মোটর-গাড়ীখান আমার দরজায় থামিল দেখিয়া, আমি দরজার সম্মুখে গিয়া মোটরের আরোহীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কি উদ্দেশ্যে আমার দরজায় গাড়ী থামাইয়াছেন? আমার হোটেলে তাঁহার কি কোন প্রয়োজন আছে?—মোটর-গাড়ীর আরোহী গাড়ী হইতে নামিয়া, আমার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া, আমাকে ধাক্কা মারিয়া দরজা হইতে সরাইয়া দিল; তাহার পর ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া, সিঁড়ি দিয়া দোতালায় উঠিতে লাগিল। সেই সময় মেয়েটি তাহার ঘর হইতে বাহির হইয়া নীচে আসিতেছিল।

"ভদ্রলোকটির মুখে সাদা দাড়ি-গোঁফ দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম লোকটি বৃদ্ধ, কিন্তু সে প্রকাণ্ড জোয়ান, হাতীর মত বলবান! তাহাকে সিঁড়ি দিয়া উঠিতে দেখিয়া মেয়েটী ভয় পাইয়া তাহার ঘরের ভিতর পলায়ন করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু সেই গুঁফো লোকটি এক লাফে তাহার পশ্চাতে গিয়া তাহাকে দুইহাতে জড়াইয়া ধরিল! মেয়েটী চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু জোয়ানটা তাহার আর্ত্তনাদে কর্ণপাত না করিয়া তাহাকে কাঁধে ফেলিল, তাহার পর সিঁড়িদিয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিল। তাহার এই অন্যায় কাজ দেখিয়া আমার বড় রাগ হইল! বাধা দেওয়ার জন্য আমি তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু সে এক ধাক্কায় আমাকে ফেলিয়া দিয়া, মেয়েটিকে লইয়া মোটর-গাড়ীতে উঠিল, তাহার পরই মোটর লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রস্থান!—সে আমাকে কোন কথা বলিবার অবসর দিল না

"অল্পক্ষণ পরে যুবকটি ডাকঘর হইতে ফিরিয়া আসিলে, আমি সকল কথাই তাহাকে বলিলাম। সেই সকল কথা শুনিয়া সে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল, আমাকে বলিল, যে লোকটা তাহার ভগিনীকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, সে মেয়েটার অভিভাবক, তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার তাহার অধিকার থাকিলেও সেই অভিভাবকটির অভিসন্ধি ভাল নয়; কাকা হইয়াও সে কোন্ একটা বদ্‌মায়েস বড়লোকের সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার মতলবে তাহার ভাইঝিকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, মেয়েটি এই বিবাহে অসম্মত।

"যুবকটি তৎক্ষণাৎ মোটর-সাইক্লে চাপিয়া মেয়েটিকে দস্যু-কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্ম মোটর-গাড়ীর অনুসরণ করিল। মোটর-গাড়ীখান মেয়েটাকে লইয়া কোন্ দিকে গিয়াছে তাহা আমিই তাহাকে বলিয়াছিলাম।—সে সেই সকালে গিয়াছে—এখন পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসিল না! তাহার ও মেয়েটার কি হইল জানিতে না পারিয়া আমার বড়ই দুশ্চিন্তা হইয়াছে।

"যুবকটি ফিরিয়া আসিবে মনে করিয়া আমি পথের দিকে চাহিয়া আছি; হঠাৎ মোটর সাইক্লের ঘটাঘট্ শব্দ শুনিয়া আশা হইল—সে ফিরিয়া আসিতেছে; কিন্তু সে নয়, আর একখানি·মোটর-সাইক্লে আর একটা যুবক আসিয়া উপস্থিত!—এই যুবক বলিল, সে আমার হোটেলের ভাড়াটে যুবকটির নিকট হইতে আসিয়াছে—তাহার ব্যাগে কি জরুরী কাগজ-পত্র আছে তাহাই লইয়া যাইবে। আমি তাহার কথা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না; কিন্তু সে আমার সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া তাড়াতাড়ি দোতালায় চলিয়া গেল; সে বোধ হয় আপনার আত্মীয় যুবকটির ঘরে প্রবেশ করিয়াছে।—জানি না—তাহার মতলব কি!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যে যুবক তোমার হোটলে বাসা লইয়াছিল তাহার অঙ্গে কি ধূসরবর্ণের পোষাক ছিল? পায়ে চামড়ার পট্টি, ও বাদামী চামড়ার বুট পরিয়া আসিয়াছিল কি?"

হোটেলওয়ালী বলিল, "হাঁ মহাশয়, আপনার কথাই ঠিক। সবই ত ঠিকঠাক মিলিয়া গেল!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "একটা অপরিচিত লোক তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়াছে?"

হোটেলওয়ালী বলিল, "আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত, আপনার আত্মীয়-যুবকটির পরিচিত কি না জানি না। সে-ই না কি তাহাকে পাঠাইয়াছে! আমি অপরিচিত লোককে তাহার আদেশ ভিন্ন সেই ঘরে প্রবেশ করিতে দিব না মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু সে আমার কথা গ্রাহ্য না করিয়াই দোতালায় উঠিয়াছে। সে বলিতেছিল আপনার আত্মীয়টি তাহার মোটর-সাইকল হইতে পড়িয়া গিয়া আহত হইয়াছে; তাহার আদেশে কি কাগজ-পত্র লইতে আসিয়াছে।—তাহার ব্যবহারটা কিন্তু সন্দেহজনক!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "দোতালার কোন্ পাশে তাহার ঘর—শীঘ্র বল।"

হোটেলওয়ালী বলিল, "সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া প্রথমেই ডাইনের দিকে যে কুঠুরী দেখিবেন,—সেই কুঠুরী।"

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ি দিয়া দ্বিতলে উঠিলেন, এবং স্মিথ যে কক্ষ ভাড়া লইয়াছিল—সেই কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। দ্বার ভিতর হইতে অর্গলরুদ্ধ না থাকায়, তিনি হাতল ঘুরাইয়া ঠেলিতেই তাহা খুলিয়া গেল। তিনি চৌকাঠের নিকট দাঁড়াইয়া কক্ষের ভিতর দৃষ্টিপাত করিলেন; ঘরের মেঝেতে স্মিথের 'ট্রাভলিং ব্যাগ' দেখিয়া বুঝিলেন তাঁহার ঘর ভুল হয় নাই।

কিন্তু ও কি!—মিঃ ব্লেক দেখিলেন, একটি অপরিচিত দীর্ঘাকৃতি বলবান যুবক স্মিথের ব্যাগটি চাবি দিয়া খুলিয়া তাহার ভিতর হাত পুরিয়া দিয়াছে! সে কোন জিনিস খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিল। মিঃ ব্লেককে দ্বার-প্রান্তে দেখিয়া সে মুহূর্ত্ত মধ্যে মাথা তুলিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল, এবং পিস্তল বাহির করিবার জন্য তাড়াতাড়ি বুকের পকেটে হাত পুরিল!

মিঃ ব্লেকও তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিলেন; কিন্তু যুবকটি তৎপূর্ব্বেই পিস্তল বাহির করিয়া তাঁহার মস্তকের দিকে প্রসারিত করিয়াছিল। মিঃ ব্লেকের অনুমান হইল যুবকটির বয়স ত্রিশ বৎসরের অধিক নহে; কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া, সে অন্য দেশের লোক বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল। তাহার মাথার চুলগুলি কাল, ও অত্যন্ত খাট। মুখের ভঙ্গি অত্যন্ত কুৎসিত। তাহার আকার-প্রকার ইউরোপের নিম্নশ্রেণীর গুণ্ডার মত! তাহার চোখে মুখে বুদ্ধির ব

চিন্তাশীলতার কোন চিহ্ন ছিল না। মিঃ ব্লেক তাহাকে দেখিয়া মনে মনে বলিলেন, "এ কোন দুর্দ্দান্ত লোকের ভাড়াটে গুণ্ডা সন্দেহ নাই।"

উভয়েরই হস্তে পিস্তল, এবং উভয়েই উভয়কে আক্রমণোদ্যত! মিঃ ব্লেক বুঝিলেন—লোকটা তাঁহাকে ভয় প্রদর্শনের জন্যই তাঁহার দিকে পিস্তলটা বাড়াইয়া ধরিয়াছে, হঠাৎ তাঁহাকে গুলি করিবার জন্য তাহার আগ্রহ নাই; এইজন্য মিঃ ব্লেকও তাঁহার পিস্তলের ঘোঁড়া না টিপিয়া, কিন্তু গুলী চালাইবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া (his finger ready on the trigger) শুষ্ক স্বরে বলিলেন, "এ ঘরে তুমি কি করিতেছ?"

অপরিচিত যুবক সক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিল; "সে খোঁজে তোমার দরকার কি?"—এ কথা সে ইংরাজী ভাষাতেই বলিল।

মিঃ ব্লেক অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, "নিশ্চয়ই আমার দরকার আছে। আমার কি দরকার, তোমার কাছে সে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নহি; যে যুবক এই ঘর ভাড়া লইয়াছে—তাহাকে তোমরা কোথায় আটক করিয়া রাখিয়াছ তাহাই আমি প্রথমে জানিতে চাই।"

যুবক তাঁহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া সক্রোধে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল; মিঃ ব্লেক মুহূর্ত্তে বুঝিতে পারিলেন সে তাঁহাকে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। তিনি এক লম্ফে পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলেন, সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলের গুলী তাঁহার কানের পাশ দিয়া গিয়া তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী দেওয়ালে বিদ্ধ হইল। তাহা তাঁহার কানের এত নিকট দিয়া চলিয়া গেল যে, তিনি কর্ণমূলে তাহার উত্তাপ অনুভব করিলেন।

মিঃ ব্লেক সেই অপরিচিত যুবকেব এইরূপ বিচিত্র ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন না; তিনি বুঝিতে পারিলেন স্মিথের বিরুদ্ধে একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইয়াছে, এবং যে তাহার পক্ষাবলম্বন করিবে, এই গুণ্ডার দল তাহারও জীবন বিপন্ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। এই আততায়ী যুবক তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত হইলেও, স্মিথের সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ—তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে, এ বিষয়েও তাঁহার সন্দেহ রহিল না। নতুবা সে এভাবে হঠাৎ তাঁহাকে আক্রমণ করিত না। কিন্তু মিঃ ব্লেক সেখানে নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া

কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ বিচার করিবেন, আর সেই সুযোগে গুণ্ডাটা গুলী করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবে,—তাহাকে সেরূপ সুযোগ দান করা তিনি সঙ্গত মনে করিলেন না। তাঁহার আততায়ীর পিস্তলের গুলী দ্বার-প্রান্তস্থ প্রাচীরে বিদ্ধ হইবামাত্র তিনি তাহার পা লক্ষ্য করিয়া গুলী করিলেন; কিন্তু তাঁহার আততায়ী তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিয়া, আহত হইবার ভয়ে চক্ষুর নিমেষে সরিয়া গেল, এবং টেবিলের পাশে দাঁড়াইয়া টেবিলখানি কাত করিয়া ফেলিল।

অতঃপর সে সেই টেবিলের অন্তরালে থাকিয়া মিঃ ব্লেকের উপর গুলী চালাইতে লাগিল। মিঃ ব্লেকও আত্মরক্ষার জন্য এক লম্ফে খাটের আড়ালে গিয়া আশ্রয় লইলেন, এবং মেঝের প্রায় ছয় ইঞ্চি উপর হইতে গুলী চালাইতে আরম্ভ করিলেন। পিস্তলের গুলীতে ঘরের আসবাবপত্র, শার্শি, ছবির কাচ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল। বারুদের ধূমরাশিতে সেই কক্ষ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল।

মিঃ ব্লেক শয্যার অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই স্থানটি তাঁহার আত্মরক্ষার উপযোগী ছিল না; তবে তাঁহার এই একটু সুবিধা ছিল যে, তাঁহার আততায়ী আহত হইবার আশঙ্কায় টেবিলের আড়াল হইতে মাথা তুলিতে পারিল না, পাশ হইতে অদৃশ্য ভাবে গুলী চালাইতে লাগিল; এজন্য তাহার পিস্তলের কোন গুলী মিঃ ব্লেকের অঙ্গ স্পর্শ করিল না। সুতরাং উভয়েই পরস্পরকে আক্রমণ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

মিঃ ব্লেক গণিয়া দেখিলেন—তাঁহার আততায়ী উপর্য্যুপরি নয় বার গুলী চালাইয়া থামিয়া গেল। তিনি সর্ব্বপ্রথমে একবার গুলী চালাইয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার ধারণা হইল—তাঁহার আততায়ীর পিস্তলটি দশ-নলা অর্থাৎ দশ টোটার পিস্তল। (a ten shot weapon) সুতরাং তাহার পিস্তলে আর একটিও গুলী নাই, এইরূপ অনুমান করিয়া তিনি খাটের অন্তরাল হইতে সরিয়া আসিয়া তাঁহার আততায়ীর উপর উপর্য্যুপরি চারিবার গুলী চালাইলেন। সেই সকল গুলী টেবিলের অন্তরালস্থিত শত্রুকে আহত করিতে সমর্থ না হইলেও, তাহা এরূপ বেগে টেবিলটিতে বিদ্ধ হইতে লাগিল যে, তাঁহার আততায়ী আর তাহার অন্তরালে লুকাইয়া থাকিতে সাহস করিল না। পিস্তলের সুগম্ভীর নির্ঘোষে সেই ক্ষুদ্র কক্ষ

পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। নীচের সকল লোক মনে করিল সেখানে প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে! ক্রমাগত পিস্তলের আওয়াজ শুনিয়া পথে লোক জমিয়া গেল, হোটেলেও বহু লোকের সমাগম হইল। ব্যাপার কি জানিবার জন্ত সকলেই উদগ্রীব; অথচ কেহই সিঁড়ি দিয়া দোতালায় উঠিতে সাহস করিল না। সকলেই সভয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক তাঁহার আততায়ীকে টেবিলের অন্তরাল হইতে টানিয়া আনিয়া আক্রমণের জন্ত প্রস্তুত হইলেন; কারণ তাঁহার পিস্তলের টোটাগুলিও তখন খালি হইয়া গিয়াছিল। তিনি এক লম্ফে টেবিলের পাশে গিয়া তাহা টানিয়া সরাইয়া ফেলিলেন, এবং বাঘের মত তাঁহার আততায়ীকে আক্রমণ করিলেন। তখন দুই জনে জড়াজড়ি ও কিলোকিলি আরম্ভ হইল! দুইজনেই মেঝের উপর পড়িয়া পরস্পরকে সজোরে আঘাত করিতে লাগিলেন। মিঃ ব্লেকের আততায়ী বলবান যুবক, সে মিঃ ব্লেকের গলা টিপিয়া ধরিয়া, তাঁহার শ্বাসরোধের চেষ্টা করিল। মিঃ ব্লেক এক হাতে তাহার ঘাড় ধরিয়া, তাহার নাকে মুখে প্রচণ্ড বেগে মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিলেন। এই ভাবে কয়েক মিনিট বাহুযুদ্ধ চলিল; এই যুদ্ধে উভয়কেই আহত হইতে হইল। অবশেষে মিঃ ব্লেকের আততায়ী তাঁহার মুষ্ট্যাঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার গলা ছাড়িয়া দিয়া, অতি কষ্টে তাঁহার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিল; এবং তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া, মিঃ ব্লেককে পুনর্ব্বার আক্রমণ করিবার অবসর না দিয়া, ক্ষিপ্রহস্তে স্মিথের চর্ম্ম-নির্ম্মিত ভারি ব্যাগটা দুই হাতে টানিয়া তুলিয়াই তাহা সবেগে মিঃ ব্লেকের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিল।

মিঃ ব্লেক সেই আঘাত সহ্য করিতে পারিলেন না। সেই প্রচণ্ড আঘাতে তিনি স্বল্পকালের জন্ত আড়ষ্ট ভাবে মেঝের উপর পড়িয়া রহিলেন, তিনি চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখিলেন। সেই সুযোগে তাঁহার আততায়ী সিঁড়ি দিয়া নামিয়া হলঘরে প্রবেশ করিল।

মিঃ ব্লেক একটু সাম্‌লাইয়া লইয়া আততায়ীর অনুসরণ করিলেন। কিন্তু তিনি নীচে আসিয়া তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। মুহূর্ত্ত মধ্যে একদল লোক তাঁহাকে ঘিরিয়া-দাঁড়াইয়া নানা প্রশ্ন আরম্ভ করিল; কিন্তু কাহারও কোন

কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। তিনি সকলকে ঠেলিয়া ফেলিয়া হোটেলের বাহিরে আসিলেন ; সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার আততায়ী সাইক্লে উঠিয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইয়াছিল। মিঃ ব্লেক তাহার পলায়নে বাধা দানের জন্য অগ্রসর হইবামাত্র, সে একখানি ইট তাঁহার ললাট লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল। সে মোটর-সাইক্লে উঠিবার সময় আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে পথ হইতে সেই ইষ্টকখণ্ড তুলিয়া লইয়াছিল। সেই ইষ্টক সবেগে মিঃ ব্লেকের ললাটে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র তিনি আহত হইয়া ঘুরিয়া পড়িলেন! তাঁহার ললাট হইতে রক্ত ঝরিতে লাগিল, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল।

চতুর্থ কল্প

স্মিথের উদ্ধার

মিঃ ব্লেক চেতনা লাভ করিয়া দেখিলেন, একদল অপরিচিত লোক তাঁহার চারি দিকে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের মধ্যে তিনি হোটেলওয়ালী বিবি ফিল্‌পে ও নীল পরিচ্ছদধারী একজন গ্রাম্য কন্‌ষ্টেবলকেও দেখিতে পাইলেন। তিনি তাঁহার আততায়ী-নিক্ষিপ্ত ইষ্টকাঘাতে আহত হইয়া হোটেলের বাহিরে পথের উপর লুটাইয়া পড়িলে, হোটেলওয়ালীর অনুরোধে কয়েকজন লোক তাঁহাকে তুলিয়া হোটেলের ভিতর লইয়া আসিয়াছিল। তাহারা তাঁহাকে একখানি কোচে শয়ন করাইয়া তাঁহার চেতনা-সঞ্চারের চেষ্টা করিয়াছিল। খানিক ব্র্যাণ্ডি উদরস্থ হওয়ায় তিনি সংজ্ঞালাভ করিয়া উঠিয়া বসিলেন, এবং ললাটে হাত বুলাইতে বুলাইতে সকল কথা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিলেন।

তিনি হোটেলের কোচের উপর কি জন্ত শায়িত ছিলেন, তাঁহার কপাল কাটিয়া রক্তপাত হইবারই বা কারণ কি, তাহা তৎক্ষণাৎ তাঁহার স্মরণ হইল না; কিন্তু দুই এক মিনিট পরেই সকল কথা তাঁহার স্মরণ হওয়ায় তিনি হোটেলওয়ালী বিবি ফিল্‌পেকে লক্ষ্য করিয়া ব্যগ্র ভাবে বলিলেন, "সেই গুণ্ডাটা কি পলায়ন করিয়াছে?"

হোটেলওয়ালী তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বেই গ্রাম্য কন্‌ষ্টেবলটা তাঁহার সম্মুখে সরিয়া আসিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "আপনি আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন মহাশয়! আপনি এই হোটেলে আসিয়া প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া যে হাঙ্গামা-হুজ্জুত করিলেন—ইহার কারণ কি? আপনি যে ভাবে এই হোটেলের শান্তিভঙ্গ ও ক্ষতি করিয়াছেন—সেজন্ত আপনি কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য। আপনি হোটেলের দোতালায় উঠিয়া বেপরোয়া ভাবে গুলী চালাইয়া অত্যন্ত বে-আইনী কাজ করিয়াছেন; এজন্ত আপনাকে শাস্তি পাইতে হইবে।—আপনার কি বলিবার আছে বলুন।"

মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কনষ্টেবলটির মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এখানে বিস্তর বাহিরের লোক ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে; তুমি উহাদিগকে সরাইয়া দিলে আমার যাহা বলিবার আছে তাহা তোমাকে বলিতে পারি। বাহিরের লোকজন এখানে উপস্থিত থাকিতে আমি তোমাকে কোনও কথা বলিব না।"

কন্‌ষ্টেবল বাহিরের লোকগুলিকে সেই ঘর হইতে তাড়াইয়া দিল; কেবল হোটেলওয়ালী সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। তখন কন্‌ষ্টেবল মিঃ ব্লেককে বলিল, "এখানে বাহিরের লোক কেহই নাই, আপনার কি বলিবার আছে—এখন বলুন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার কৈফিয়ৎ শুনিবার জন্ম সময় নষ্ট না করিয়া যদি তুমি সেই গুণ্ডাটাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিতে, তাহা হইলে তোমার শ্রম সফল হইত; কিন্তু সে দিকে তোমার দৃষ্টি নাই! আমাকে হাতে পাইয়াছ কি না, আমার কৈফিয়ৎ না লইয়া তুমি নড়িবে না।"

কন্‌ষ্টেবল বলিল, "আমি কি করিব না করিব—সে সম্বন্ধে আপনার উপদেশ শুনিতে চাহি না। আপনার আত্মসমর্থনের জন্ম কি বলিবার আছে, বলুন। আপনার অপরাধ সামান্ম নহে, আমার সঙ্গে আপনাকে থানায় যাইতে হইবে।"

মিঃ ব্লেক তখন অনেকটা [illegible] হইয়াছিলেন; তিনি একটা চুরুট ধরাইয়া কন্‌ষ্টেবলকে বলিলেন, "তাহাতে আমার আপত্তি নাই; তবে আমার কৈফিয়ৎ শুনিবার পূর্ব্বে আমার পরিচয়টা শুনিতে বোধ হয় তোমার আপত্তি হইবে না।—এই কার্ডে তুমি আমার নাম ও ঠিকানা জানিতে পারিবে।"—মিঃ ব্লেক পকেট হইতে তাঁহার নামের একখানি কার্ড বাহির করিয়া কন্‌ষ্টেবলের হাতে দিলেন।

কন্‌ষ্টেবল সেই কক্ষের জানালার কাছে সরিয়া গিয়া কার্ডখানি পাঠ করিল। কার্ডে মিঃ ব্লেকের নাম ও তাঁহার লণ্ডনের ঠিকানা ছাপা ছিল, তাহা পাঠ করিয়া বিস্ময়ে কন্‌ষ্টেবলের দুই চক্ষু কপালে উঠিল; সে হা করিয়া দুই এক মিনিট মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর স্খলিত স্বরে বলিল, "আপনি—আপনিই কি লণ্ডনের বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেক? পলমুরের গ্রাম্য হোটেলে গুণ্ডার সঙ্গে মিঃ ব্লেকের যুদ্ধ! আশ্চর্য্য, অত্যন্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, আমিই ডিটেক্‌টিভ ব্লেক। একটা জটিল রহস্যের

সন্ধান পাইয়া তাহার তদন্তের জন্য আমাকে এখানে আসিতে হইয়াছে। আমার পরিচয় পাইয়াও কি তোমার ধারণা হইতেছে—আমি অপরাধী?—যে গুণ্ডাটা আমার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পলায়ন করিয়াছে, তাহার অনুসরণ করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করাই তোমার কর্ত্তব্য ছিল। তোমাকে আমার আর কিছুই বলিবার নাই।"

কন্‌ষ্টেবল বলিল, "কিন্তু আপনি এখানে কেন আসিলেন, আর যে লোকটা আপনাকে আহত করিয়া মোটর-সাইকেলে পলায়ন করিয়াছে—তাহার সঙ্গে আপনার হাঙ্গামা হইবার কারণ কি, তাহা জানিয়া লওয়া আমার কর্ত্তব্য। আমার উপরওয়ালা ত আমার কৈফিয়ৎ না লইয়া আমাকে ছাড়িবেন না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার সহকারী কাল সন্ধ্যার সময় এই হোটেলে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। এখানে তাহার বাসা লইবার পর যে সকল কাণ্ড ঘটিয়াছিল, তাহা আমার অপেক্ষা বিবি ফিল্‌পের ভাল জানা আছে; সুতরাং সে সকল বিষয় তুমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবে। সে তোমাকে সকল ঘটনার আমূল বৃত্তান্ত বলিতে পারিবে। আমার সহকারীর টেলিগ্রাম পাইয়াই আজ অপরাহ্ণে আমি এখানে আসিয়া বিবি ফিল্‌পেকে তাহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলাম, সে বাহিরে গিয়াছে। বিবি ফিল্‌পের নিকট আরও জানিতে পারিলাম একজন অপরিচিত লোক তাহার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই আমার সহকারীর ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল!

"কোন্ অপরিচিত ব্যক্তি কি উদ্দেশ্যে আমার সহকারীর ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা জানিবার জন্য আমি দোতালায় উঠিয়া সেই কক্ষের দ্বার খুলিলাম; চৌকাঠের কাছে দাঁড়াইয়া দেখিলাম—সেই অপরিচিত লোকটা আমার সহকারীর ব্যাগটা খুলিয়া-ফেলিয়া তাহার ভিতর হাত পুরিয়া কি খুঁজিতেছিল! পরের ঘরে প্রবেশ করিয়া ওভাবে অন্যের ব্যাগের জিনিস-পত্র ঘাঁটিবার তাহার অধিকার ছিল না—ইহা তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করিবে।—সে বিবি ফিল্‌পের নিকট বলিয়াছিল—আমার সহকারী তাহাকে ব্যাগের ভিতর হইতে কোনও জিনিস লইয়া যাইতে আদেশ করিয়াছিল,—কিন্তু তাহার এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

"লোকটাকে দেখিয়াই আমার ধারণা হইল, সে কোন দুর্দ্দান্ত ও ফন্দীবাজ লোকের ভাড়াটে গুণ্ডা, কোনও দুরভিসন্ধিতে সে আমার সহকারীর ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল। সে আমাকে দ্বারের নিকট দেখিবামাত্র পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া আমাকে গুলী করিতে উদ্যত হইল। অগত্যা আমাকেও গুলী-বর্ষণ করিতে হইল। কয়েক মিনিট উভয়ের পিস্তল হইতে গুলী বর্ষিত হইল; কিন্তু আমরা উভয়েই ঘরের আসবাব-পত্রের আড়ালে লুকাইয়া পরস্পরকে গুলী করায় গুলী কাহারও অঙ্গ স্পর্শ করিল না; ঘরের আসবাব-পত্র, কাচের জিনিসগুলি চূর্ণ হইল। সে আমাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিলেও আমি তাহাকে কেবল খোঁড়া করিবারই চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাহাকে গ্রেপ্তার করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল।

"অবশেষে আমাদের উভয়েরই পিস্তলের টোটা ফুরাইয়া গেল; তখন আমি তাহাকে জড়াইয়া ধরিলাম, এবং উভয়ে মেঝেতে পড়িয়া ধস্তাধস্তি আরম্ভ করিলাম। লোকটা বলবান। আমি তাহাকে ধরিয়া কয়েকটা ঘুসি মারিয়াছিলাম; কিন্তু সে আমার গলা টিপিয়া ধরিয়া, আমার দম বন্ধ করিয়া মারিবার চেষ্টা করিয়াছিল। বলা বাহুল্য, তাহার সেই চেষ্টা সফল হয় নাই। কিন্তু আমি তাহাকে দীর্ঘকাল আট্‌কাইয়া রাখিতে পারি নাই; যদি কাহারও সাহায্য পাইতাম তাহা হইলে তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিতাম। সে কৌশলক্রমে আমার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, আমার সহকারীর ব্যাগটা দুই হাতে উর্দ্ধে তুলিয়া সবেগে আমার বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিল; সেই আঘাতের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া আমি দুই এক মিনিট উত্থানশক্তি রহিত হইয়া পড়িয়া রহিলাম। সেই সুযোগে গুণ্ডাটা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। নীচের ঘরে কেহই তাহাকে বাধা দিতে পারে নাই। আমি আত্মসম্বরণ করিয়া তাহার অনুসরণ করিলাম; হোটেলের বাহিরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম—সে তাহার মোটর-সাইক্লে উঠিয়া সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছে। আমি তাহাকে পুনর্ব্বার আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে—সে একখানি ইট দিয়া সবেগে আমার ললাটে আঘাত করিল। ইটখানি সে পূর্ব্বেই বোধ হয় পথ হইতে কুড়াইয়া লইয়াছিল। সেই আঘাতে আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। তাহার পর কি হইয়াছিল—সম্ভবতঃ

তাহা তোমার অজ্ঞাত নহে। আমি এই স্থান ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে পুনর্ব্বার তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব ;—কিন্তু এখনও সেই গুণ্ডাটাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করাই তোমার কর্ত্তব্য। আমার কৈফিয়ৎ লইবার জন্য এখানে অপেক্ষা না করিয়া তাহার অনুসরণ করাই তোমার উচিত ছিল।"

কনষ্টেবল বলিল, "সে মোটর-সাইক্লে উঠিয়া পলায়ন করিয়াছে—আমি কি দৌড়াইয়া তাহাকে ধরিতে পারিতাম ? বিশেষতঃ, সে কে, কোথা হইতে এখানে আসিয়াছিল, তাহাও জানিতে পারি নাই। আপনি কি তাহার পরিচয় জানেন ? কেনই বা সে আপনাকে গুলী করিয়া মারিবার চেষ্টা করিয়াছিল ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কে, কে তাহাকে এখানে পাঠাইয়াছিল, এবং কি উদ্দেশ্যে সে আমার সহকারীর ব্যাগের জিনিসপত্রগুলি ঘাঁটিতেছিল—তাহা আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তাহার সম্বন্ধে কোন কথাই তোমাকে বলিতে পারিব না ; কিন্তু এখন আমি কি করিব, তাহা তোমাকে বলিতে আপত্তি নাই। আমি স্বয়ং তাহার সন্ধানে যাইব। বিবি ফিল্পের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে ;—তাহার ক্ষতির জন্য আমি একা দায়ী না হইলেও তাহার ক্ষতি পূরণ করা আবশ্যক। আমি সেই গুণ্ডাটাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া বিবি ফিল্পের ক্ষতির পরিমাণ অনু-যায়ী অর্থ তাহার নিকট আদায় করিব ; তাহার পর তাহার গুণ্ডামীর জন্য যে শাস্তির ব্যবস্থা করিতে হয়—তাহা করিব। তুমি থানায় গিয়া তোমার উপর-ওয়ালাকে এ সকল কথা বলিতে পার।"

মিঃ ব্লেক কনষ্টেবলটিকে আর কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া, টেবিল হইতে তাঁহার টুপিটা তুলিয়া লইয়া হোটেল হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন, এবং পথ দিয়া দ্রুতবেগে প্রান্তরাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

প্রান্তরের যে স্থানে তিনি তাঁহার এরোপ্লেন রাখিয়া গিয়াছিলেন—সেই স্থানে উপস্থিত হইতে তাঁহার দশ মিনিটের অধিক সময় লাগিল না। কেলি তখন গ্রে-প্যান্থারের পাশে ঘাসের উপর কম্বল পাতিয়া শয়ন করিয়া ছিল ; তিনি কেলিকে ডাকিতেই সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "শীঘ্র প্রস্তুত হও, এখনই আমাদিগকে উড়িতে হইবে ;

একজন পলাতক শত্রু কোন্ দিকে পলায়ন করিয়াছে—তাহা আকাশ হইতে দেখিতে হইবে।"

কেলি মিঃ ব্লেককে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া গ্রে-প্যান্থারে তাহার আসনে বসিল; মিঃ ব্লেক দুই মিনিটের মধ্যে এরোপ্লেনখানি শূন্যে তুলিলেন। গ্রে-প্যান্থার মুক্তপক্ষ শকুন্তের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই এরোপ্লেন ঘুরিতে ঘুরিতে পাঁচশত ফিট ঊর্দ্ধে উঠিলে মিঃ ব্লেক গ্রে-প্যান্থারকে পলটরের দিকে পরিচালিত করিলেন।

মিঃ ব্লেক আরও অধিক ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিলেন; মান-যন্ত্রে (indicator) দৃষ্টিপাত করিয়া যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন—ধরাতল হইতে সহস্র ফিট ঊর্দ্ধে উঠিয়াছেন—তখন ঊর্দ্ধগতি রহিত করিয়া টর পর্ব্বতের দিকে অগ্রসর হইলেন; কয়েক মিনিটের মধ্যে গ্রে-প্যান্থার উচ্চ গিরিশৃঙ্গের সন্নিকটে উপস্থিত হইল গ্রে-প্যান্থার যেরূপ বেগে উড়িতেছিল—তাহাতে টর-শৃঙ্গে তাহার ধাক্কা লাগিবার সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু মিঃ ব্লেক পূর্ব্বেই সতর্ক হইয়াছিলেন। তিনি মানচিত্রে দেখিয়াছিলেন, টর-শৃঙ্গ প্রায় সাতশত ফিট উচ্চ; এই জন্য গ্রে-প্যান্থার সহস্র ফিট ঊর্দ্ধে পরিচালিত হইতেছিল।

গ্রে-প্যান্থার টর পর্ব্বতের শিখরদেশের ঊর্দ্ধে উপস্থিত হইলে, মিঃ ব্লেক ধীরে ধীরে সেই শৃঙ্গের চতুর্দ্দিকে চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিলেন; তাহার পর কেলিকে টেলিফোনের 'রিসিভার' তুলিয়া লইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। কেলি তাঁহার আদেশ পালন করিলে, তিনি চোঙে মুখ লাগাইয়া বলিলেন, (he spoke into the tube) "কাল-রঙ্গের একখান মোটর-সাইক্লের সন্ধানে ঘুরিতেছি। তুমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিয়া দেখ, এবং উহা দেখিতে পাইলে কোন্ দিকে যায় তাহা লক্ষ্য কর।"

কেলি মাথা হেলাইয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল; তাহার পর দূরবীণটার 'দর্শন-কক্ষ' ঠিক করিয়া লইয়া, পাহাড়ের চতুর্দ্দিকস্থ প্রান্তর পরীক্ষা করিতে লাগিল। গ্রে-প্যান্থার তখন এরূপ ধীরে উড়িতেছিল যে, যত দূর দৃষ্টি যায়—প্রান্তরের কোনও অংশ পরীক্ষা করিতে তাহার অসুবিধা বা কষ্ট হইল না। সে প্রথমে পূর্ব্ব দিকে

তাহার পর ক্রমে দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর—সকল দিকেই বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত করিল; কিন্তু কোনও দিকে মোটর-সাইক্ল দেখিতে পাইল না। মিঃ ব্লেক এই ব্যর্থতায় কিঞ্চিৎ নিরুৎসাহ হইলেন, এবং পলাতক গুণ্ডার মোটর-সাইক্লের সন্ধান না পাওয়ায় বিস্মিত হইলেন। ঊর্দ্ধাকাশ হইতে দূরবীণের সাহায্যে তাহা নিশ্চয়ই দেখিতে পাওয়া যাইবে—এইরূপই তাঁহার ধারণা হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক তখন মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন, তাঁহার আততায়ী মোটর-সাইক্লের সাহায্যে হোটেল হইতে পলায়ন করিবার পর অন্ততঃ পনের মিনিট তিনি হতচেতন অবস্থায় হোটেলে পড়িয়া ছিলেন; তাহার পর তিনি চেতনা লাভ করিলে, কন্‌ষ্টেবলের সহিত কথাবার্ত্তায় আরও দশ মিনিট অতীত হইয়াছিল। সুতরাং তিনি গ্রে-প্যান্থারের সাহায্যে ঊর্দ্ধাকাশ হইতে যখন পলাতকের সন্ধান করিতেছিলেন, তখন হোটেল হইতে তাহার পলায়নের পর পূরা আধ ঘণ্টারও কিছু অধিক সময় অতীত হইয়াছিল। তাঁহার আততায়ী মোটর-সাইক্লে চাপিয়া পূর্ণ বেগেই পলায়ন করিয়াছিল; সুতরাং আধ ঘণ্টারও কিছু অধিক সময়ের মধ্যে সে তাহার আড্ডায় উপস্থিত হইয়া সাইক্লখানি লুকাইয়া রাখিয়াছে বলিয়াই মিঃ ব্লেকের বিশ্বাস হইল; কিন্তু তথাপি তিনি তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার আশা ত্যাগ করিলেন না। তিনি মনে করিলেন, প্রান্তরের কোন দিকে কোন ঘর বাড়ী দেখিতে পাইলে, সেই স্থানই তাঁহার আততায়ীর লক্ষ্য, ইহা তিনি বুঝিতে পারিবেন; এবং যদি সে বা তাহার দলের লোক ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার এরোপ্লেন দেখিতে পায়—তাহা হইলে তিনিই যে সেই এরোপ্লেনে আকাশে উড়িয়া তাহাকে খুঁজিতেছেন—এ সন্দেহ তাহাদের মনে স্থান পাইবার কারণ ছিল না। তিনি এরোপ্লেনে সেই অঞ্চলে উড়িয়া আসিয়াছেন—ইহা কেহই জানিত না। তিনি কিরূপে হোটেলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, হোটেলের কোনও লোক তাহা জানিতে পারে নাই। গুণ্ডাটা তাহার আড্ডায় উপস্থিত হইয়া যদি তাহার দলের লোকের নিকট তাঁহার সম্বন্ধে সকল কথা বলিয়া থাকে—তাহা হইলেও তিনি এত অল্প সময়ের মধ্যে এরোপ্লেনে উঠিয়া তাহাদের আড্ডার সন্ধানে আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, ইহা তাহারা মনে করিতে পারিবে না।

এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে আর দুইটি কথা মিঃ ব্লেকের মনে হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—একটা অপরিচিত লোক হোটেলে তাঁহাকে স্মিথের কক্ষে দেখিবামাত্র কি জন্য গুলী করিল? তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল। তাঁহার প্রতি তাহার ভীষণ ক্রোধ, তাহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, ভবিষ্যৎ ফলাফলের প্রতি তাহার অবিচলিত ঔদাসীন্য (utter disregard for consequences) প্রভৃতির পরিচয় পাইয়া তাঁহার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইল যে, সে কোন উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়াই তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। তাঁহাকে হত্যা করিতে পারিলে তাহার বা তাহার দলের লোকের কোন গুপ্ত ষড়যন্ত্র বিফল হইবার আশঙ্কা দূর হইত; যেন তিনি তাহাদের স্বার্থ-সিদ্ধির পথে একটি অনতিক্রম্য বিঘ্ন!—অথচ লোকটা তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত। তিনি কখন কোন কারণে তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন—ইহা স্মরণ হইল না।

যাহা হউক, তিনিই যে মিঃ ব্লেক—এবিষয়ে লোকটা নিঃসন্দেহ হইয়াছিল, এবং স্মিথের সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ—তাহাও সে জানিতেপারিয়াছিল। মিঃ ব্লেক ভাবিলেন, স্মিথ বিপন্ন হইবার আশঙ্কায় তাঁহার সাহায্য প্রতীক্ষায় তাঁহাকে সেখানে আসিতে অনুরোধ করিয়াছিল, তাহার সেই বিপদের জন্য এই গুণ্ডাটার মনিবই কি দায়ী? স্মিথ কি ইহাদেরই কোন গুপ্তষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া কোন প্রকারে বিপন্ন হইয়াছে? এবং তিনি স্মিথের সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছেন—ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকেও হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল?

স্মিথ সেই দিন প্রভাতে হোটেল হইতে বাহির হইয়া একখানি মোটর-গাড়ীর অনুসরণ করিয়াছিল। সে তাহার মোটর-সাইক্লে যাহার মোটর-গাড়ীর অনুসরণ করিয়াছিল—সেই লোকটি যে অতি দুর্দ্দান্ত, বলবান ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—হোটেলওয়ালীর কথা শুনিয়াই তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেই লোকটি হোটেল হইতে যে মেয়েটীকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, স্মিথ তাহাকে কোন স্থান হইতে আনিয়া হোটেলে আশ্রয় দান করিয়াছিল। মেয়েটীর

অভিভাবক তাহাকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হোটেল হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। স্মিথ মেয়েটীর উদ্ধারের আশায় তাহাদের অনুসরণ করিয়া সারাদিনের মধ্যে হোটেলে ফিরিল না; সুতরাং সে বিপন্ন হইয়াছে—ইহাই মিঃ ব্লেকের বিশ্বাস হইল।

কিন্তু সেই মেয়েটি কে, মিঃ ব্লেক তাহা অনুমান করিতে পারিলেন না। তাঁহার অনুমান হইল, স্মিথ পল্লীভ্রমণ করিতে করিতে কোন স্থানে মেয়েটিকে দেখিতে পাইয়াছিল, এবং তাহার বিপদের কথা শুনিয়া তাহাকে আশ্রয়দানের অঙ্গীকার করিয়াছিল; পরে পলমুরের হোটেলে আসিয়া হোটেলওয়ালীর কাছে নিজের ভগিনী বলিয়া তাহার পরিচয় দিয়াছিল। এইরূপ পরিচয় না দিলে—স্মিথ পরের মেয়ে ফুসলাইয়া বাহির করিয়া আনিয়াছে—এই সন্দেহে হোটেলওয়ালী বিবি-ফিল্পে তাহাদিগকে হোটেলে বাস করিতে দিতে সম্মত হইত না। পাঠক পাঠিকাগণ বুঝিতে পারিয়াছেন—মিঃ ব্লেকের এই অনুমান সম্পূর্ণ সত্য।

মিঃ ব্লেক ইহাও বুঝিতে পারিলেন—সেই মেয়েটী কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যা; তিনি হোটেলওয়ালীর নিকট শুনিয়াছিলেন, তাহার পিতৃব্য যে লোকটির সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছিল, যে কারণেই হউক মেয়েটি সেই লোকটিকে বিবাহ করিতে অসম্মত।—এই জন্য মিঃ ব্লেকের ধারণা হইল, তাহার অনিচ্ছায় জোর করিয়া বিবাহ দেওয়া হইবে—এই ভয়েই মেয়েটি তাহার অভিভাবকের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। এ ভাবে পলায়নের দৃষ্টান্ত বিরল নহে; কিন্তু স্মিথ কেন এই উড়ো ফ্যাসাদ ঘাড়ে লইল? কোন্ যুক্তিতে এরকম একটা মেয়ের রক্ষার ভার লইল—তাহা তিনি স্থির করিতে পারিলেন না। তবে তিনি একথা বুঝিতে পারিলেন যে, সেই বিপন্না যুবতী-সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য তাহা স্থির করিতে না পারিয়াই স্মিথ তাঁহার পরামর্শ লাভের আশায় তাঁহাকে সেখানে আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করিয়াছিল।

স্মিথের বিপদের আশঙ্কায় মিঃ ব্লেকের দুশ্চিন্তা বৰ্দ্ধিত হইল। সে মোটর-সাইক্লে যে লোকটির অনুসরণ করিয়াছিল, তাহার কবল হইতে সেই যুবতীকে উদ্ধার করা তাহার অসাধ্য,—ইহা তিনি সহজেই অনুমান করিতে পারিলেন।

স্মিথ এরূপ দুঃসাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছে ভাবিয়া তাহার উপর তাঁহার একটু রাগও হইল। যে গুণ্ডাটা বিবি ফিল্‌পের হোটেলে বে-পরোয়া গুলী চালাইয়া তাঁহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল, স্মিথ যদি মোটর-সাইক্লে সেইরূপ ভীষণপ্রকৃতি লোকের অনুসরণ করিয়া থাকে, এবং তাহার কবল হইতে তাহার ভ্রাতুস্পুত্রীকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে—তাহা হইলে সেই দুর্দ্দান্ত গোঁয়ার লোকটা স্মিথকে গুলী করিয়া হত্যা করিয়া থাকিলে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই বলিয়াই মিঃ ব্লেকের মনে হইল।

কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই আর একটা কথাও তাঁহার মনে পড়িল। যে গুণ্ডাটা বিবি ফিল্‌পের হোটেলে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, সে বিবি ফিল্‌পকে বলিয়াছিল—স্মিথের ব্যাগ হইতে কোন জিনিস বাহির করিয়া আনিবার জন্যই স্মিথ তাহাকে হোটেলে পাঠাইয়াছিল। কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা হই[illegible] তাহারা স্মিথকে বন্দী করিয়াছে, এরূপ অনুমান তিনি অসঙ্গত মনে করিলেন না। কিন্তু সেই গুণ্ডাটা স্মিথের ব্যাগ হইতে কোন্ দ্রব্য সংগ্রহ করিতে আসিয়াছিল—তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। মিঃ ব্লেক ভাবিলেন, হয় ত সে স্মিথের প্রকৃত পরিচয় জানিবার জন্যই তাহার ব্যাগের কাগজ-পত্র পরীক্ষা করিতেছিল; আর সে যে লণ্ডনের ডিটেক্‌টিভ মিঃ ব্লেকের সহকারী—স্মিথের ব্যাগের ভিতর তাহার যথেষ্ট প্রমাণ ছিল, ইহাও তিনি জানিতেন।—ইহা ভিন্ন সেই গুণ্ডাটা অন্য কোন উদ্দেশ্যে স্মিথের ব্যাগের জিনিসপত্র পরীক্ষা করিতেছিল—ইহা মিঃ ব্লেক বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। সেই সকল কাগজপত্র দেখিয়াই সে তাঁহার সহিত স্মিথের সম্বন্ধ জানিতে পারিয়াছিল; এবং সে তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত হইলেও, তিনিই যে মিঃ ব্লেক, ইহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল।

অতঃপর তাঁহার বিশ্বাস হইল, স্মিথের শরণাগতা ও আশ্রিতা যুবতীকে তাহার অভিভাবক যে স্থানে লইয়া গিয়াছে, এবং যে স্থানে স্মিথকেও সম্ভবতঃ কয়েদ করিয়া রাখিয়াছে, সেই স্থানের দূরত্ব পলমুর হইতে অত্যন্ত অধিক নহে। এরূপ অনুমানের করিবার কারণ এই যে, তিনি বিবি ফিল্‌পের নিকট শুনিয়া-

ছিলেন, স্মিথ সেই দিন প্রভাতে টেলিগ্রাফ আফিস হইতে ফিরিয়া যখন যুবতীর অভিভাবকের মোটর-গাড়ীর অনুসরণ করিয়াছিল—তখন বেলা প্রায় নয়টা। মিঃ ব্লেক যখন এরোপ্লেনে পলমুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন অপরাহ্ণ তিনটা। সুতরাং স্মিথ তাহার মোটর-সাইক্লে হোটেল পরিত্যাগ করিবার প্রায় ছয় ঘণ্টা পরে তিনি পলমুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, "তর্কের অনুরোধে স্বীকার করা যাউক—স্মিথকে যেখানে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে—পলমুর হইতে সেই স্থানের দূরত্ব ত্রিশ মাইল। যে মোটর-গাড়ী হোটেল হইতে যুবতীটিকে তুলিয়া লইয়া সেই আড্ডার অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল—তাহার সেখানে পৌঁছিতে অন্ততঃ দেড় ঘণ্টা লাগিয়াছিল; কারণ অসমান ও আঁকা-বাঁকা মেঠো পথে ঘণ্টায় কুড়ি মাইলের অধিক বেগে কোন মোটর-গাড়ীকেই চলিতে দেখা যায় না। অতএব এই হিসাবে মনে করিতে পারি—মোটর-গাড়ীখান বেলা প্রায় এগারটার সময় তাহার আড্ডায় উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার পর এক ঘণ্টা কাল তাহাদের বিশ্রামে ও তর্কবিতর্কে কাটিয়া গিয়াছিল। স্মিথকে ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহাকে নানাভাবে জেরা করা হইয়াছে, স্মিথ সহজে কোন কথা প্রকাশ করিতে নিশ্চয়ই সম্মত হয় নাই; তথাপি তাহার সহিত কথাবার্ত্তায় ও কর্ত্তব্য স্থির করিতে অন্ততঃ আরও এক ঘণ্টা অতীত হইয়াছিল। সুতরাং বেলা একটার পূর্ব্বে তাহাদের পরামর্শ শেষ হয় নাই।

"অতঃপর তাহাদের আহারাদি করিতেও কিছু সময় গিয়াছে; আহারান্তে একজন লোক স্মিথের সম্বন্ধে সকল সংবাদ জানিবার জন্য সেই আড্ডা হইতে বিবি ফিল্‌পের হোটেলে প্রেরিত হইয়াছিল। সেই সময় আমি গ্রে-প্যাস্থার হইতে পলমুরের প্রান্তরে নামিয়া কেলির সঙ্গে কথা কহিতেছিলাম; কেলি তাহার মোটর-সাইক্লের ইঞ্জিনের শব্দকে এরোপ্লেনের শব্দ বলিয়া ভ্রম করিয়াছিল। সুতরাং মোটর-সাইক্লে পলমুরে পৌঁছিতে যদি তাহার একঘণ্টার কিছু অধিক সময় লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে প্রায় চল্লিশ মিনিটের মধ্যেই সে তাহার আড্ডায় ফিরিতে পারিয়াছে—ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য? গ্রে-প্যান্থারকে তাহার সাইকেলের

মত অসমান ও আঁকা-বাঁকা পথ দিয়া তাহার অনুসরণ করিতে হয় নাই। গ্রে-প্যাস্থার আকাশে উড়িয়া সোজা পথে চলিয়া আসিয়াছে; গগন-পথে তাহার গতি অব্যাহত, এতদ্ভিন্ন তাহার বেগও ঘণ্টায় একশত মাইল। সুতরাং আকাশ হইতে তাহার গতি লক্ষ্য করিতে আমার বিলম্ব হয় নাই।"

মিঃ ব্লেক মনে মনে এই সকল কথার আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন—তাঁহার আততায়ী মোটর-সাইক্লের সাহায্যে পলায়ন করিলেও তখন পর্য্যন্ত তাহার আড্ডায় উপস্থিত হইতে পারে নাই। তিনি তখন গিরিশৃঙ্গের ঊর্দ্ধস্থিত বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া উত্তর দিকে এরোপ্লেন পরিচালিত করিতেছিলেন; যদি পলাতক পূর্ব্ব পশ্চিম বা দক্ষিণ দিকে গমন করিয়া থাকে, তাহা হইলে উত্তর দিকে এরোপ্লেন চালাইয়া কোনও ফল লাভ হইবে না, ইহা বুঝিতে পারিয়া অতঃপর তিনি কোন্ দিকে যাইবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, পর্ব্বতের পাদমূল হইতে একটি প্রান্তর-পথ পশ্চিম দিকে প্রসারিত রহিয়াছে। তাঁহার আততায়ী যদি সেই পথে অগ্রসর হইয়া থাকে তাহা হইলে সেই দিকেই এরোপ্লেন পরিচালিত করা কর্ত্তব্য। এইরূপ স্থির করিয়া মিঃ ব্লেক এরোপ্লেনখানি ঘুরাইয়া লইয়া পশ্চিম দিকে চালাইতে লাগিলেন, এবং দূরবীণ-সাহায্যে সেই দিকের পথ পরীক্ষা করিবার জন্য কেলিকে ইঙ্গিত করিলেন। গ্রে-প্যান্থার বায়ুরাশি বিদীর্ণ করিয়া ঘণ্টায় নব্বই মাইল বেগে পশ্চিম দিকে ধাবিত হইয়াছে, বেগমান-যন্ত্র (speed-indicator) পরীক্ষা করিয়া ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন।

কয়েক মিনিট পরে কেলি বহুনিম্নে প্রান্তর-পথে একটি ক্ষুদ্র গতিশীল পদার্থ দেখিয়া হাত তুলিয়া মিঃ ব্লেককে ইঙ্গিত করিল; তাহার পর সে ধূলিসমাচ্ছন্ন শুভ্র প্রান্তর-পথের এক দিকে অঙ্গুলী প্রসারিত করিলে, মিঃ ব্লেক পদদ্বারা গ্রে-প্যান্থারের পরিচালন-দণ্ড স্থিরভাবে রাখিয়া (Steadying the rudder-bar with his foot.) দূরবীণটি চোখের কাছে তুলিয়া ধরিলেন।

মিঃ ব্লেক কেলির ইঙ্গিতানুযায়ী দূরবীণ খাটাইয়া প্রান্তর-পথের এক স্থানে একটি ক্ষুদ্র পদার্থ দেখিতে পাইলেন; কিন্তু তাহার আকার সুস্পষ্টরূপে তাঁহার দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় তিনি তাঁহার দূরবীণের 'দর্শন-কেন্দ্র' ঠিক করিয়া লইলেন।

এইবার সুদূরপ্রান্তর-পথটি অদূরবর্ত্তী পথের ন্যায় পরিস্ফুটরূপে তাঁহার নয়ন-সমক্ষে উদ্ভাসিত হইল। তখন তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন একটি কৃষ্ণবর্ণ সচল পদার্থ সেই পথে ধাবিত হইতেছে। তিনি টেলিফোনের সাহায্যে কেলিকে বলিলেন, "ঐ জিনিসটি মোটর-সাইক্ল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, একটি লোক উহা চালাইয়া লইয়া যাইতেছে। আমি লোকটিকে এত দূর হইতে ঠিক চিনিতে না পারিলেও, ঐ লোকটাই যে বিবি ফিল্‌পের হোটেলে আমাকে আক্রমণ করিয়াছিল—এবিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই।"

কেলি বলিল, "হাঁ, কাল-রঙ্গের মোটর-সাইক্লই বটে, আমরা উহারই সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি; এতক্ষণ পরে আমাদের পরিশ্রম সফল হইল কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক পদতলে টর পাহাড়ের চতুর্দ্দিকস্থ সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর প্রসারিত দেখিলেন; উর্দ্ধাকাশ হইতে তাহা 'বিষদ-বর্ণনাপূর্ণ সুবিশাল মানচিত্র' (like a great topographical map) বৎ প্রতীয়মান হইল। সেই বিশাল প্রান্তর ভেদ করিয়া আঁকা-বাঁকা শুভ্র পথটি সুদূরে প্রসারিত হইয়া দিগন্তে বিলীন হইয়াছিল। মিঃ ব্লেক সেই পথে মোটর-সাইক্লের আরোহী ভিন্ন অন্য কোনও পথিক দেখিতে পাইলেন না। মিঃ ব্লেক দূরবীণের সাহায্যে আরও দেখিতে পাইলেন, পূর্ব্বোক্ত সুদীর্ঘ পথ হইতে আর একটি সঙ্কীর্ণ শাখা-পথ বাহির হইয়া দক্ষিণ দিকে গিয়াছে; তিনি যে স্থানে মোটর-সাইক্লের আরোহীকে দেখিতে পাইলেন, সেই স্থান হইতে উক্ত তেমাথার দুরত্ব দুই মাইলের অধিক নহে।

মিঃ ব্লেক অবিলম্বে কয়েক শত ফিট নীচে নামিয়া আসিলেন। তিনি ঘণ্টায় ষাঠ মাইল বেগে এরোপ্লেন চালাইয়া মোটর-সাইক্লের আরোহীর ঠিক মাথার উপর আসিলেন, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে তাহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইলেন।

কেলি পরিদর্শকের আসনে (observer's seat) বসিয়া দূরবীণের সাহায্যে মোটর-সাইক্লের আরোহীর গতি লক্ষ্য করিতে লাগিল। মোটর-সাইক্লখানি তেমাথা-পথের মাথায় আসিয়া, সোজা না গিয়া বাঁকিয়া দক্ষিণ দিকের সঙ্কীর্ণ পথে চলিতে আরম্ভ করিল। কেলি এই সংবাদ ইঙ্গিতে মিঃ ব্লেকের গোচর করিলে মিঃ ব্লেক গ্রে-প্যান্থারকেও সেই দিকে পরিচালিত করিলেন।

মিঃ ব্লেকের ধারণা হইল, মোটর-সাইক্লের আরোহী এই পথ দিয়া আর অধিক দূর যাইবে না, তাহার পথ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে; সম্ভবতঃ অদূরে কোন অট্টালিকা আছে, তাহাই তাহার গন্তব্য স্থল। মিঃ ব্লেক গগনপথে এই দিকে আসিবার সময় পথের ধারে দুইখানিমাত্র বাড়ী দেখিতে পাইয়াছিলেন; তাহাদের আকার বৃহৎ নহে, এবং তাহা কৃষকগণের গোলাবাড়ী (farm buildings) বলিয়াই তাঁহার অনুমান হইয়াছিল। এপর্য্যন্ত কোন বৃহৎ বসতবাড়ী তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

কিন্তু মোটর-সাইক্লখানি যে সঙ্কীর্ণ পথে অগ্রসর হইতেছিল, সেই পথের উপর দিয়া কিছুদূর উড়িয়া আসিয়া মিঃ ব্লেক সেই পথের দক্ষিণ পার্শ্বে ধূসর প্রস্তরে নির্ম্মিত একটি সুবৃহৎ হর্ম্ম্য (a large grey-stone building) দেখিতে পাইলেন; এবং সুপ্রশস্তভবন-সংলগ্ন আস্তাবল ও বহির্বাটীগুলিও (out-houses) তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। পথ হইতে সেই হর্ম্ম্য পর্য্যন্ত দুইসারি বৃক্ষ শোভা পাইতেছিল; তাহাদের ভিতর দিয়া ইষ্টকবদ্ধ প্রশস্ত পথ প্রসারিত। হর্ম্ম্যের উভয় পার্শ্বে ও পশ্চাতে বহুদূরব্যাপী উদ্যান। উহা কোনও ধনাঢ্য ব্যক্তির পল্লীভবন, এবং এই ভবনই মোটর-সাইক্ল-চালকের গন্তব্য স্থান—এবিষয়ে মিঃ ব্লেক নিঃসন্দেহ হইলেন।

অতঃপর মোটর-সাইক্লের আরোহী তাহার সাইক্ল লইয়া সেই হর্ম্ম্যে প্রবেশ করে কি না—ইহাই দেখিবার জন্য মিঃ ব্লেকের অত্যন্ত আগ্রহ হইল। তিনি গ্রে-প্যান্থারে সেই পথের ঊর্দ্ধে আবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সেই সময় কেলি তাঁহাকে ইঙ্গিত করিলে, তিনি টেলিফোনের 'রিসিভার' তুলিয়া কানে ধরিলেন। কেলি বলিল, "কর্ত্তা, আর সন্দেহ নাই; লোকটা তাহার সাইক্ল লইয়া ঐ সাদা দেউড়ীর দিকেই অগ্রসর হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমরা আকাশ-পথে উহার অনুসরণ করিয়াছি গুণ্ডাটা ইহা বুঝিতে পারে নাই; আমাদিগকে সন্দেহও করে নাই। সন্দেহ করিলে লোকটা দেউড়ীর দিকে না গিয়া, আমাদিগকে প্রতারিত করিবার জন্য অন্য কোনও দিকে চলিয়া যাইত; ঐ বাড়ীই যে উহার গন্তব্য স্থান, ইহা

আমাদিগকে বুঝিতে দিত না। যাহা হউক, তুমি আমাদের অবতরণের একটা উপযুক্ত স্থান (a landing place) দেখিয়া রাখ। আমি কুড়ি মাইলের একটা চক্র (a twenty mile circle) দিয়া নামিব।"

কেলি মিঃ ব্লেকের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিল। মিঃ ব্লেক তখন সেই হর্ম্ম্যটিকে কেন্দ্র করিয়া কুড়ি মাইল পরিধিবিশিষ্ট বৃত্তের আকারে গগন-পথে ঘুরিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাদের নিম্নদেশে সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর ভিন্ন সেই সুবিশাল হর্ম্ম্যের চিহ্নমাত্র লক্ষিত হইল না।

মিঃ ব্লেক প্রায় একঘণ্টা কাল এইভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিম্নে অবতরণ করিতে লাগিলেন। বৃত্তের পরিধি ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল; অবশেষে পূর্ব্বোক্ত সৌধ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি কেলিকে ইঙ্গিতে জানাইলেন, সে অবতরণের উপযুক্ত স্থান নির্দ্দেশ করিলেই তিনি নামিয়া পড়িবেন।

কেলি সর্ব্বপ্রথম যে স্থানে মোটর-সাইক্ল দেখিতে পাইয়াছিল, মিঃ ব্লেক সেই স্থানের ঊর্দ্ধে উপস্থিত হইলে, সে একটি পরিচ্ছন্ন সমতল ক্ষেত্র দেখিতে পাওয়ায়, তাহাই অবতরণের উপযুক্ত স্থান মনে করিয়া মিঃ ব্লেককে সেই স্থানটি দেখাইয়া দিল। মিঃ ব্লেকেরও বিশ্বাস হইল সেই স্থানে নামিলে কোন অসুবিধা হইবে না। তিনি তখন ধরাতল হইতে পাঁচশত ফিট ঊর্দ্ধে ছিলেন; ক্রমে তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া নামিতে লাগিলেন। প্রায় পনের মিনিট পরে গ্রে-প্যাম্থার সমতল শ্যামল প্রান্তরে ধীরে ধীরে অবতরণ করিল।

মিঃ ব্লেক তাঁহার শিরস্ত্রাণ (helmet) খুলিয়া আসনের উপর নিক্ষেপ করিয়া কেলিকে বলিলেন, "ঐ বাড়ীখানা এই স্থান হইতে কিছু দূরে আছে; এখানে নামিয়া আমরা ভালই করিলাম। ঐ বাড়ীতে যে সকল লোক আছে তাহারা বুঝিতে পারিবে না যে, আমরা এইখানে নামিয়াছি। ঊর্দ্ধাকাশ হইতে যখন আমরা নীচের দিকে নামিতেছিলাম, সেই সময় কেহ আমাদের এরোপ্লেন দেখিয়া থাকিলে, সে মনে করিয়াছে—আমরা ঊর্দ্ধাকাশ হইতে কিছু নীচে নামিয়া অন্য কোনও দিকে চলিয়া গিয়াছি। এখনও সন্ধ্যা হয় নাই, এখন কেহ আমাদিগকে এখানে দেখিতে পাইলে হয় ত নানারূপ সন্দেহ করিবে ; হঠাৎ কোন

বিপদেও পড়িতে পারি ; কারণ আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী যে শক্তিশালী ব্যক্তি, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। এ অবস্থায় সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইবার পূর্ব্বে সেই বাড়ীর দিকে না যাওয়াই ভাল। সন্ধ্যার পর সেই দিকে গিয়া বাড়ীখানি পরীক্ষা করিব। আপাততঃ এখানে বিশ্রাম করা যাউক, তুমি ঝুড়ির ভিতর হইতে চা-প্রস্তুতের সরঞ্জাম বাহির করিয়া দুই পেয়ালা চা প্রস্তুত কর।”

কেলি গ্রে-প্যান্থারের পাশে একখানি কম্বল প্রসারিত করিলে মিঃ ব্লেক তাহার উপর বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। কেলি গ্রে-প্যান্থারের ‘ভাঁড়ার ঘর’ হইতে একটা ঝুড়ি বাহির করিয়া স্পিরিট-কেট্‌লির (spirit kettle) সাহায্যে চায়ের জন্য জল গরম করিতে লাগিল। মিঃ ব্লেক একটি সিগারেট ধরাইয়া লইয়া ধূমপানে প্রবৃত্ত হইলেন ; এবং সন্ধ্যার পর তিনি কি ভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, কিরূপ রহস্যের সন্ধান পাইবেন, কিম্বা স্মিথ সেই বাড়ীতে আবদ্ধ থাকিলে কি কৌশলে তাহাকে উদ্ধার করিবেন—এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। স্মিথের উদ্ধার-সাধন তাঁহার প্রধান লক্ষ্য হইলেও, স্মিথ কি উদ্দেশ্যে তাঁহাকে সেখানে আসিতে অনুরোধ করিয়াছিল তাহা অনুমান করিতে না পারিয়া, এবং তাহার সন্ধান না পাইলে কি ভাবে কার্য্যারম্ভ করিবেন, তাহাও স্থির করিতে না পারিয়া তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাঁহাদের চা-পান শেষ হইল। সিগারেটের পর সিগারেট ভস্মীভূত হইতে লাগিল, কিন্তু মিঃ ব্লেকের চিন্তার শেষ হইল না। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া উঠিল ; গগনে দুই একটি করিয়া অগণ্য নক্ষত্ররাজি ফুটিয়া উঠিল। নিশাগমে সেই নির্জ্জন প্রান্তরের গাম্ভীর্য্য শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। তখন মিঃ ব্লেক দগ্ধাবশিষ্ট সিগারেট ফেলিয়া-দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং অতঃপর কি করিবেন তাহা স্থির করিতে না পারিলেও, প্রান্তর-পথ দিয়া পূর্ব্বোক্ত ধূসর সৌধের দিকে অগ্রসর হইলেন ; কিন্তু স্মিথের সহিত সাক্ষাৎ না হইলে কোন কার্য্যেই তিনি প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা বুঝিতে পারিলেন না।

মিঃ ব্লেক দশ বার গজ দূরে চলিয়া গিয়াছেন, এমন সময় গ্রে-প্যান্থারের সম্মুখ হইতে কেলি চিৎকার করিয়া উঠিল। মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন,

এবং অন্ধকারে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া কেলির চিৎকারের কারণ কতকটা বুঝিতে পারিলেন।

মিঃ ব্লেক সন্ধ্যার সেই তরল অন্ধকারে গ্রে-প্যাস্থারের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, কে একজন লোক মাতালের মত টলিতে টলিতে স্খলিত পদে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছে।—আগন্তুকের আকার প্রকার দেখিয়া তাঁহার মনে হইল লোকটি তাঁহার পরিচিত; তিনি সবিস্ময়ে সেই দিকে ফিরিয়া যাইতেই কেলি উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "কর্ত্তা! স্মিথ আসিয়াছে! আহা, বেচারার অবস্থা কি শোচনীয়, যেন কোন রকমে বাঁচিয়া আছে!"

মিঃ ব্লেক দ্রুতবেগে আগন্তুকের নিকট উপস্থিত হইয়া উভয় হস্তে তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। কারণ তিনি দেখিলেন—সে সত্যই স্মিথ!—স্মিথ তাঁহার আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া ভয়ঙ্কর হাঁপাইতে লাগিল।

পঞ্চম কল্প

স্মিথের বিস্ময়কর কাহিনী

স্মিথ সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে ক্লান্ত দেহে ও কম্পিত পদে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে হঠাৎ সেই প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া কিরূপে মিঃ ব্লেকের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইল, মিঃ ব্লেক তাহার সন্ধানে পূর্ব্বোক্ত সৌধের অভিমুখে অগ্রসর হইবামাত্র সে কোথা হইতে আসিয়া তাঁহাকে দুশ্চিন্তার অকূল সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিল—ইহা বুঝিতে না পারিয়া পাঠক পাঠিকাগণ নিশ্চয়ই বিস্মিত হইয়াছেন ; কিন্তু তাঁহাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে হইলে আমাদিগকে কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব-কথার আলোচনা করিতে হইবে। স্মিথ বিবি ফিল্পের হোটেল হইতে তাহার মোটর-সাইক্লে প্রিন্স রাডিশ্লভের মোটর-শকটের অনুসরণ করিতে করিতে হঠাৎ তাঁহার শকটের পশ্চাতে উপস্থিত হইলে, প্রিন্স রাডিশ্লভ কি ভাবে তাহার গতিহীন মোটর-সাইক্লের সম্মুখস্থ টায়ারে গুলী করিয়া তাহা ফাটাইয়া দিয়াছিলেন, এবং তাহার ফলে স্মিথ কি ভাবে পথের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়া অজ্ঞান হইয়াছিল—তাহা পাঠক পাঠিকাগণ বোধ হয় বিস্মৃত হন নাই ; তাহার পর স্মিথের ভাগ্যে কি ঘটিয়াছিল—তাহা শুনিলেই তাঁহাদের কৌতূহল নিবৃত্ত হইবে।

যখন স্মিথের চেতনা-সঞ্চার হইল—তখন সে মস্তকে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিল। সে কোথায় আসিয়াছে, কেন আসিয়াছে, কত দিন পূর্ব্বে আসিয়াছে, তাহা স্মরণ করিতে পারিল না। তাহার ভ্রূর উপর কেহ যেন অগ্নিময় লৌহশলাকা চাপিয়া ধরিয়াছে বলিয়া মনে হইল !

প্রথমে চক্ষু খুলিতে তাহার ইচ্ছা হইল না। সে পথে পড়িয়া আছে, কি কোন গৃহ-কক্ষে আনীত হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্যও তাহার আগ্রহ হইল না। তাহার সেরূপ অবস্থার কারণ কি, ইহাও সে স্মরণ করিতে পারিল না। তাহার মস্তিষ্কের ভীষণ প্রদাহ হইতে সে বুঝিতে পারিল—তাহার দেহে প্রাণ আছে ; ইহা ভিন্ন

কোন কথা তাহার মনে পড়িল না। কিন্তু ক্রমে তাহার চিন্তাশক্তি ফিরিয়া আসিল, সেই সঙ্গে তাহার বর্ত্তমান অবস্থার কথা জানিবার জন্য স্বাভাবিক আগ্রহও প্রবল হইয়া উঠিল।

সে কোথায়?—এই প্রশ্ন মনে হইতেই স্মিথ ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিল; সে দেখিতে পাইল—একটি সুবিস্তীর্ণ সুসজ্জিত কক্ষে শুভ্র সুকোমল শয্যায় সে শায়িত আছে।

স্মিথ ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া সেই কক্ষের দ্বার জানালাগুলি দেখিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু মাথা তুলিতে গিয়া এরূপ যন্ত্রণা হইল যে, আর তাহার মাথা তুলিবার সামর্থ্য হইল না! সে আরও কয়েক মিনিট চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া রহিল; কিন্তু নূতন নূতন চিন্তা আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিল। সে ভাবিতে লাগিল, 'আমি এ কোথায় আসিয়াছি? কেন আসিয়াছি? আমাকে এই অপরিচিত স্থানে কে আনিল? কোথা হইতে কিরূপে আনিল?"—সে মুদিত নেত্রে পূর্ব্বকথা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিল। তাহার স্মৃতির উপর যে যবনিকা প্রসারিত হইয়াছিল, তাহা অতি ধীরে অপসারিত হইতে লাগিল।

তাহার স্মরণ হইল—এক দিন প্রভাতে সে তাহার মোটর-সাইক্লে চাপিয়া পশ্চিম ইংলণ্ডের প্রান্তবর্ত্তী নির্জ্জন প্রান্তর-পথ দিয়া একখানি মোটর-শকটের অনুসরণ করিতেছিল। সে একটি পথের মোড়ে আসিতেই তাহার অগ্রবর্ত্তী মোটর-শকটের আরোহী সেই শকটের পশ্চাদ্ভাগে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া তাহার মোটর-সাইক্লের সম্মুখের চাকার 'টায়ার' লক্ষ্য করিয়া গুলী মারিয়াছিল; মুহূর্ত্ত মধ্যে 'টায়ার' ফাঁসিলে, সে সাইক্ল সহ বিদ্যুদ্বেগে পথ হইতে ঘুরিয়া গিয়া, পথ-প্রান্তবর্ত্তী সাঁকোর প্রাচীরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল; তাহার পর সেখান হইতে ধাক্কা খাইয়া সাইক্ল হইতে ছিট্‌কাইয়া ঊর্দ্ধপদে হেটমুণ্ডে পথের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তাহার পর কি হইয়াছিল—তাহার স্মরণ হইল না। তবে সে বুঝিতে পারিল—সেই নিদারুণ আঘাতে তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইলেও সে মরে নাই; অচেতন অবস্থায় সে এই কক্ষে নীত হইয়াছিল।—সেই স্থানেই সে পড়িয়া আছে; কি কেহ তাহাকে এখানে আনিয়াছে, এবং এ বাড়ী কাহার, ইহা সে বুঝিতে পারিল না; বুঝিবারও কোন উপায়

ছিল না; তবে তাহার অনুমান হইল রাজকুমারী নাতালী যে বাড়ীতে আনীত হইয়াছিল—ইহা সেই বাড়ী। স্মিথ ভাবিল, তাহার এই অনুমান সত্য হইলে, এ কথাও সত্য যে, নাতালীর অভিভাবক তাহাকে অচেতন অবস্থায় পথে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া মোটর-গাড়ীতে তুলিয়া এখানে লইয়া আসিয়াছে;—কিন্তু কেন? কেবল কি তাহার প্রতি দয়া প্রদর্শনের জন্য? না, লোকটার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল? যে ব্যক্তি ওভাবে তাহার জীবন বিপন্ন করিতে পারে—তাহার দয়া মায়া আছে বলিয়া স্মিথের বিশ্বাস হইল না; দুর্দান্ত লোকটার নিশ্চয়ই কোন গুপ্ত উদ্দেশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্যটি কি—স্মিথ তাহাই ভাবিতে লাগিল।

কিন্তু ভাবিয়া সে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। তাহার মোটর-সাইক্ল কোথায়—তাহাও তাহার জানিবার উপায় ছিল না। প্রিন্স রাডিশ্লভ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য সকল রকম দুষ্কর্ম্মই করিতে পারে; সেই পিশাচের কবল হইতে সহজে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না—ইহা বুঝিয়া স্মিথ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সে ইহাও বুঝিয়াছিল—প্রিন্স রাডিশ্লভের ন্যায় অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ও সম্মানিত ব্যক্তিকে স্থানীয় পুলিশ সহজে নাড়িতে চাহিবে না; সুতরাং কেহই তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে না। প্রিন্স রাডিশ্লভ তাহাকে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছে, ইহা সপ্রমাণ করিবারও সে কোন উপায় দেখিল না। তাহার সৌভাগ্য যে—প্রিন্স তাহার সাইক্লের টায়ারেই গুলী করিয়াছিল, তাহাকে গুলী করিয়া মারিলেই বা—কে নরহন্তাকে অভিযুক্ত করিত? হত্যাপরাধই বা কিরূপে সপ্রমাণ হইত? মোটর-সাইক্ল হইতে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় যদি তাহার মৃত্যু হইত, তাহা হইলেও প্রিন্স রাডিশ্লভকে তাহার মৃত্যুর জন্য অভিযুক্ত করিবার কোন উপায় ছিল না, কারণ যাহারা তাহার সেই নিষ্ঠুর আচরণ প্রত্যক্ষ করিয়াছিল তাহারা তাহার নিজের লোক; এমন কি, যাহার জন্য স্মিথ আত্মজীবন বিপন্ন করিয়াছিল—সেই রাজকুমারী নাতালীও পিতৃব্যের বিরুদ্ধে কোন কথা প্রকাশ করিতে পারিত না। যাহা হউক, দৈবানুকম্পায় যখন তাহার প্রাণরক্ষা হইয়াছে, তখন তাহার ভাগ্যে কি আছে তাহা দেখিবার জন্য অপেক্ষা করা ভিন্ন মুক্তিলাভের কোন উপায় সে স্থির করিতে পারিল না।

এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে ব্যথিত ললাটে হাত বুলাইবার জন্য স্মিথের আগ্রহ হইল, কিন্তু সে হাত তুলিতে পারিল না; তখন সে বুঝিতে পারিল—তাহার উভয় হস্ত রজ্জুবদ্ধ করিয়া তাহাকে শয্যায় ফেলিয়া রাখা হইয়াছে! স্মিথ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "উঃ, লোকটা কি পিশাচ! আমার এইরূপ অসহায় অবস্থাতেও সে আমার হাত বাঁধিয়া রাখিয়াছে!"

সংজ্ঞালাভের প্রায় একঘণ্টা পরে স্মিথ সেই শয়ন-কক্ষের দ্বার খুলিবার শব্দ শুনিতে পাইল। মুহূর্ত্ত পরে একটি প্রাচীন লোক তাহার শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হইল। স্মিথ তাহার পরিচ্ছদ দেখিয়াই বুঝিতে পারিল—লোকটা খানসামা।

খানসামাটা স্মিথকে সচেতন দেখিয়া তাহার শয্যার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল, এবং তাহাকে কোন কথা না বলিয়া, তাহার উভয় হস্তের বন্ধন খুলিয়া দিল; তাহার পর তাহাকে উঠিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিল। স্মিথ বুঝিল—তাহার অবাধ্য হইয়া কোন লাভ নাই। বিশেষতঃ, অতঃপর তাহার ভাগ্যে কি ঘটে তাহা জানিবার জন্য আগ্রহ হওয়ায়, সে উঠিয়া বসিল। খানসামাটা নিঃশব্দে স্মিথের দুই হাত ধরিয়া শয্যা হইতে তাহাকে নীচে নামাইল, এবং উভয় হস্তে তাহাকে শূন্যে তুলিয়া সেই কক্ষ হইতে অদূরবর্ত্তী হল-ঘরে লইয়া গেল। বৃদ্ধের অসাধারণ দৈহিক বলের পরিচয় পাইয়া স্মিথ বিস্মিত হইল।

স্মিথ হল-ঘরে নীত হইলে, সুদীর্ঘ হলের এক প্রান্তে প্রশস্ত সোপানশ্রেণী দেখিয়া বুঝিতে পারিল, তাহার শয়নকক্ষটি দ্বিতলে অবস্থিত। খানসামা স্মিথকে সেই সিঁড়ি দিয়া নীচের তালায় লইয়া আসিল।

নীচের তালাতেও প্রকাণ্ড হল; সেই হলের এক প্রান্তে একটি কক্ষ। সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ ছিল; স্মিথ কক্ষটির রুদ্ধ দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া হলের যে সকল মহামূল্য আসবাব-পত্র দেখিল—তাহাতেই তাহার ধারণা হইল—সেই সৌধের অধিস্বামী অসাধারণ ধনাঢ্য ব্যক্তি। লণ্ডনের অনেক লর্ডের বাসগৃহও এরূপ মূল্যবান আসবাবে সজ্জিত নহে! প্রিন্স রাডিশ্লভ যে এরূপ ধনাঢ্য ব্যক্তি, স্মিথ পূর্ব্বে ইহা ধারণা করিতে পারে নাই।

যাহা হউক, খানসামাটা স্মিথকে রুদ্ধদ্বারের সম্মুখে নামাইয়া দিয়া সেই দ্বারে করাঘাত করিলে, মুহূর্ত্ত পরে একজন লোক সেই কক্ষের ভিতর হইতে মোটা গলায় বলিল, "ভিতরে এস।"—তখন ভৃত্য দ্বারের হাতল ঘুরাইয়া দ্বার খুলিল, এবং স্মিথকে সেই কক্ষের ভিতরে ঠেলিয়া দিয়া বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিল।

স্মিথ হল-ঘরের আসবাব-পত্রের শোভা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল; কিন্তু সেই কক্ষের সাজসজ্জা এবং মহামূল্য সৌখীন দ্রব্য সমূহের বৈচিত্র্য ও কারুনৈপুণ্য দেখিয়া তাহার মনে হইল—সে ইউরোপের কোন সম্রাটের পাঠাগারে প্রবেশ করিয়াছে! মেহগ্নিকাষ্ঠনির্ম্মিত সুবৃহৎ আলমারি-শ্রেণীতে কক্ষটি সজ্জিত; সেই সকল আলমারিতে মরক্কোবাঁধা অসংখ্য গ্রন্থ সুরক্ষিত। মেঝের উপর যে কারুখচিত সুদৃশ্য স্থূল গালিচা প্রসারিত ছিল—সেরূপ গালিচা স্মিথ পূর্ব্বে কোথাও দেখিতে পায় নাই। সেই কক্ষের দ্বার ও বাতায়নসমূহে যে সকল পর্দ্দা প্রসারিত ছিল, সেগুলি কিরূপ মূল্যবান তাহাও সে ধারণা করিতে পারিল না। দেওয়ালে কয়েক-খানি চিত্র ছিল, সেগুলি ডচ্ ও ইটালিয়ান চিত্রশিল্পীর অঙ্কিত; সেই সকল চিত্রের মূল্য সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা না থাকিলেও সেগুলি যে মহামূল্য ও দুর্লভ, ইহা সে বুঝিতে পারিল। তাহার মনে হইল সে স্বপ্নঘোরে কোন মায়াপুরীতে প্রবেশ করিয়াছে; যাহা সে প্রত্যক্ষ করিতেছে—তাহা সত্য নহে, ইন্দ্রজাল মাত্র!

কিন্তু সে একখানি প্রকাণ্ড টেবিলের সম্মুখে উপবিষ্ট একজন দীর্ঘদেহ বলবান প্রৌঢ়কে উপবিষ্ট দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিল—ইহা ইন্দ্রজাল নহে, যাহা দেখিতেছে সমস্তই সত্য। কারণ সেই প্রৌঢ় ভদ্র লোকটির মুখের দিকে চাহিবা-মাত্র—স্মিথ চিনিতে পারিল—তিনি রাজকুমারী নাতালীর পরম হিতৈষী পিতৃব্য—প্রিন্স রাডিশ্লভ!

প্রিন্স রাডিশ্লভের পার্শ্বে একখানি উৎকৃষ্ট চেয়ারে একটি যুবক উপবিষ্ট ছিল। তাহার মুখের রঙ্গ অত্যন্ত সাদা; মাথার চুলগুলি খুব খাটো, তাহার ভিতর চেরা-সিঁথি, সিঁথির দুই পাশের কেশগুলি কদম্বকেশরের ন্যায় কণ্টকিত; এক দিকের

গালে আকর্ণবিস্তৃত গভীর ক্ষত-চিহ্ন, তাহাতে তাহাকে অত্যন্ত কুৎসিৎ দেখাইতেছিল ; চক্ষু দুটি শূয়োরের চক্ষুর ন্যায় ক্ষুদ্র, এবং খলতায় পূর্ণ।

সে কৌতূহলভরে মিট্‌-মিট্‌ করিয়া স্মিথের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া স্মিথের মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল ; তাহার মনে হইল একটা সাদা শূয়োর খুব জমকাল পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া চেয়ারে বসিয়া আছে! সে বুঝিতে পারিল—এই যুবকই প্রিন্স বার্কো, নাতালীর পিতৃব্য-পুত্র—যাহাকে বিবাহ করিবার ভয়ে রাজনন্দিনী নাতালী পিতৃব্যের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া একাকিনী দুর্গম প্রান্তরে পলায়ন করিয়াছিল।

প্রিন্স বার্কোকে স্মিথের মুখের দিকে দম্ভপূর্ণ ক্রুর দৃষ্টিতে চাহিতে দেখিয়া স্মিথ তাহার মুখের উপর অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল : প্রিন্স বার্কো তাহার দৃষ্টিতে ভয়ের কিছু চিহ্ন মাত্র দেখিতে পাইল না। সে মুখ ফিরাইয়া তাহার পিতৃব্যের মুখের দিকে চাহিল। স্মিথকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া প্রিন্স রাডিশ্লভের মনে কি ভাবের উদয় হইয়াছে—তাহাই বোধ হয় বুঝিবার চেষ্টা করিল।

স্মিথ সেই কক্ষে অন্য কোন লোক দেখিতে পাইল না। কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই সেই কক্ষের অন্য প্রান্তস্থিত একখানি পর্দ্দা হঠাৎ সরিয়া যাওয়ায়, এবং সেই দিকে মৃদু পদধ্বনি ও পরিচ্ছদের খস্‌-খস্‌ শব্দ কর্ণগোচর হওয়ায়, স্মিথ সেই দিকে চাহিয়া পর্দ্দার এক পার্শ্বে নাতালীকে দেখিতে পাইল। নাতালীর সহিত তাহার চক্ষুর মিলন হইবামাত্র নাতালী কুণ্ঠিত ভাবে পর্দ্দার আড়ালে সরিয়া গেল। প্রিন্স রাডিশ্লভ ঘাড় বাঁকাইয়া একবার সেই দিকে চাহিয়াই স্মিথের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ; স্মিথ তাঁহার ঠিক সম্মুখেই মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

প্রিন্স রাডিশ্লভ প্রায় অর্দ্ধ মিনিট কাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্মিথের মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "দেখ ছোকরা, তোমার ঘটে এক বিন্দু বুদ্ধি থাকিলে তুমি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছ—তোমাকে এখানে কয়েদ করিয়া রাখা হইয়াছে।"

স্মিথ অবজ্ঞাভরে বলিল, "আমার ঘটে সেটুকু বুদ্ধি নাই, এ কথা কেহ বলিলে আমি তাহাকে মূর্খ বলিতাম। আমাকে আহত ও অচেতন দেখিয়াও যাহারা আমার দুই হাত দড়ি দিয়া বাঁধিয়া, একটা ঘরের ভিতর ফেলিয়া রাখিতে লজ্জিত হয় না—

তাহারা মনুষ্য কি পশু, আমার তাহা বুঝিবার শক্তি না থাকিলেও, আমি যে তাহাদের বন্দী, ইহা বুঝিতে আমার এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় নাই। আমাকে অসহায় দেখিয়া আপনার ন্যায় সাহসী বীর পুরুষ কতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার প্রতি অত্যাচার করা পৌরুষের বিষয় মনে করিবে—ইহাই আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আপনার বোধ হয় একথা চিন্তা করিবার অবসর হয় নাই যে, আপনি এখন আপনার পিতৃ-রাজ্যে নাই—এখন আপনি ইংলণ্ডে থাকিয়া একজন বৃটিশ প্রজাকে তাহারই স্বদেশে কাপুরুষের মত আক্রমণ করিয়া সাংঘাতিক ভাবে আহত করিয়াছেন, এবং তাহাতেও খুসী না হইয়া তাহাকে অবৈধ ভাবে আটক করিয়া রাখিয়াছেন।"

প্রিন্স রাডিশ্লভ স্মিথের ধৃষ্টতায় বিচলিত হইয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "তোমার মত একটা পতঙ্গকে আমার সঙ্কল্প-সাধনে বিঘ্ন ঘটাইবার চেষ্টা করিতে দেখিয়া, যাহা ভাল মনে হইয়াছে তাহাই করিয়াছি; তবে ইহাতে আমার বিপদের আশঙ্কা আছে কি না তাহাও ভাবিয়া দেখিয়াছি। আমি তোমাকে কয়েদ করিয়াছি সত্য; কিন্তু এখনও তোমার মুক্তি লাভ, তোমার কার্য্যের উপরেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। আমি যখন তোমার গতিরোধের জন্য তোমার মোটর-সাইক্লের টায়ার ফাঁসাইয়া দিয়াছিলাম, তখন তুমি সাইক্ল হইতে সবেগে নিক্ষিপ্ত হইয়াও যে বাঁচিয়া আছে—ইহাই তোমার পরম সৌভাগ্য। সেই আঘাতে তোমার মৃত্যু হইলেও আমার কোন ক্ষতি হইত না; বুঝিতাম—তাহা তোমারই অনধিকার-চর্চ্চার ফল।—হাঁ, তুমি আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপণ করিয়া যে অনধিকারচর্চ্চা করিয়াছিলে, তাহার মার্জ্জনা নাই। তুমি যে তরুণীকে সঙ্গে লইয়া-গিয়া পলমুরের হোটেলে আশ্রয় দান করিয়াছিলে—সে যে কোন সাধারণ গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে নয়—তাহা তুমি জানিতে; কারণ—আমার বিশ্বাস—তাহাকে ওভাবে ফুস্‌লাইয়া লইয়া যাইবার পূর্ব্বে তুমি তাহার প্রকৃত পরিচয় অবগত হইয়াছিলে।"

স্মিথ নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। সে স্থির করিয়াছিল, নিতান্ত প্রয়োজন ভিন্ন প্রিন্স রাডিশ্লভের নিকট কোনও কথা প্রকাশ করিবে না, তাঁহার কোনও প্রশ্নের উত্তরও দিবে না।

প্রিন্স রাডিশ্লভ স্মিথকে নির্ব্বাক দেখিয়া বলিলেন, "তোমাকে নীরব দেখিয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে—তুমি আমার সকল কথাই সঙ্গত বলিয়া মানিয়া লইয়াছ; আর প্রকৃত-পক্ষে আমি তোমাকে কোন অসঙ্গত কথাও বলি নাই। তুমি জানিয়া-শুনিয়া নিজের ইচ্ছায় এই অন্যায় কাজ করিয়াছ। যে মেয়েটিকে তুমি ওভাবে আশ্রয় দান করিয়াছিলে—তাহার চপল হৃদয়ের খেয়াল ভিন্ন তাহার পলায়নের অন্য কোনও কারণ ছিল না! কিন্তু তুমি বুদ্ধির দোষে তাহার সেই অসার খেয়ালের সমর্থন করিয়াছিলে, তাহার অবাধ্যতায় উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলে! তাহার সামাজিক মান সম্ভ্রম অসাধারণ; তাহার সেই মর্য্যাদা কোন কারণে কাহারও দ্বারা ক্ষুণ্ণ হয়—ইহা কদাচ প্রার্থনীয় নহে। তুমি তাহাকে সাধারণ নারীর ন্যায় একটা বাজে হোটেলে পুরিয়া-রাখিয়া অত্যন্ত গর্হিত কাজ করিয়াছিলে। আমার বিশ্বাস, তোমাদের দেশের গবর্মেণ্টও তোমার এইরূপ নোংরা কাজের সমর্থন করিত না। কোনও দেশের রাজকুমারী তোমার মত একটা অপরিচিত, অজ্ঞাতচরিত্র, ভবঘুরে যুবকের ইচ্ছায় পরিচালিত হইবে—ইহা কেহই সঙ্গত মনে করিবে না।

"তুমি তাহাকে কৌশলক্রমে নিজের মুঠায় পুরিয়াই ক্ষান্ত হও নাই। আমি তোমার ধৃষ্টতার পরিচয় পাইয়া তাহার অভিভাবকের কর্ত্তব্য পালন করিতেছিলাম; যেখানে তাহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলে, সেই স্থান হইতে অবিলম্বে উদ্ধার করিয়া তাহাকে বাড়ীতে আনিতেছিলাম; সেই সময় তুমি আমার কার্য্যে বাধা দানের জন্য আমার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে! তোমার এই ধৃষ্টতা কি কেহ সহ্য করিতে পারে? আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী তোমাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল—তাহার অনিচ্ছায় বলপূর্ব্বক আমি তাহার বিবাহ দিতে উদ্যত হইয়াছি, এই কার্য্যে তাহার মানসিক সুখ শান্তি নষ্ট হইবে, জীবন ব্যর্থ হইবে!—সাংসারিকজ্ঞান-বিরহিতা বালিকার নিকট- এই কথা শুনিয়া তাহার দুঃখে তোমার শোক-সিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছিল! আমার কার্য্যে,—তাহার বৈধ অভিভাবকের কর্ত্তব্যে বাধা দানের জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়া আমার অনুসরণ করিতেছিলে; সাধ্য হইলে তাহাকে আমার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইতেও কুণ্ঠিত হইতে না! আমি তাহার পিতৃব্য, কিন্তু তাহার প্রতি তোমার দরদ যেন আমার অপেক্ষাও অধিক!—যদি তোমার চেষ্টা সফল

হইত, তাহার শেষ ফল কি হইত? তুমি এরূপ নির্ব্বোধ যে, রামালিয়ার রাজকুমারী নাতালী একটা অসার খেয়ালের বশে, সাময়িক উত্তেজনার তাড়নায়, আমার বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়া কি ভুল করিয়াছিল—তাহা পর্য্যন্ত বুঝিতে পার নাই! তুমি মূর্খ, মূর্খ না হইলে কি কোন স্বাধীন রাজ্যের রাজনীতি-সংক্রান্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপণ করিতে উদ্যত হইতে? না, রাজার পারিবারিক ব্যাপার লইয়া ওভাবে অনধিকারচর্চ্চা করিতে তোমার সাহস হইত?

"তোমার এই প্রকার অনধিকারচর্চ্চা যদি আমি পাগলের পাগলামী ভাবিয়া অগ্রাহ্য না করিতাম—তাহা হইলে তোমার ধৃষ্টতার কথা তোমাদের গবর্মেণ্টের গোচর করিয়া, তোমার যথাযোগ্য শাস্তির ব্যবস্থা করিতাম; কিন্তু তুমি তোমাদের রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়া দণ্ডিত হও—আমার এরূপ ইচ্ছা নাই। আমি তোমার প্রতি কঠোর ব্যবহারের পক্ষপাতী নহি। তোমার বয়স অল্প, নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ তুমি যে অন্যায় কাজ করিয়াছ—সেজন্য তোমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করিতে আমার আপত্তি নাই। সেইজন্যই তোমাকে বলিয়াছি—এখান হইতে তোমার মুক্তিলাভ তোমার কার্য্যের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে; কিন্তু যদি তুমি আমার অবাধ্য হও—ও নিজের বদখেয়াল পরিত্যাগ না কর—তাহা হইলে আমার যতদিন ইচ্ছা তোমাকে এখানে কয়েদ করিয়া রাখিব।

"তোমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করা সঙ্গত হইবে কি না তাহা স্থির করিবার জন্য আমি যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করিয়া তোমার প্রকৃত পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছি, এবং জানিতে পারিয়াছি লণ্ডনে রবার্ট ব্লেক নামক কে একজন গোয়েন্দা আছে,—তুমি তাহারই আশ্রিত; তুমি সেই গোয়েন্দাটার গুপ্তচরের কাজ করিয়া থাক। তবে তুমি আমাদের পারিবারিক ব্যাপার সম্বন্ধে যে অনধিকারচর্চ্চা করিয়াছ—তাহা তোমার মনিব গোয়েন্দা ব্লেকের অজ্ঞাতসারে হইয়াছে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। গোয়েন্দাগিরি তোমার মনিবের পেশা হইলেও সে নিশ্চয়ই তোমার এই রকম ধৃষ্টতার সমর্থন করিত না।—তুমি কি বলিতে চাও—তোমার মনিবের আদেশে আমার পারিবারিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপণ করিয়াছিলে?—এ সকল কাজ কি তাহার অজ্ঞাতসারে হয় নাই?"

স্মিথ বলিল, "আপনার এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমি নিষ্প্রয়োজন মনে করি। আপনার আর কি বলিবার আছে বলুন। আপনার মত করুণাময়ের দয়ার বহর কতখানি—প্রথমেই তাহা জানিয়া রাখা ভাল।"

প্রিন্স রাডিশ্লভ বলিলেন, "তুমি গোয়েন্দার কারপরদার কি না—ভদ্র লোকের সহিত কি ভাবে আলাপ করিতে হয়—তাহা তোমার জানা নাই। ভদ্র লোকের সংস্রবে না আসিলে কেহই শিষ্টাচার শিখিতে পারে না; সুতরাং তোমার রূঢ়তা উপেক্ষার যোগ্য। তুমি যে ভ্রমে পড়িয়া রাজকুমারী নাতালীর পক্ষ সমর্থনে উদ্যত হইয়াছিলে, তাহার চপল হৃদয়ের খেয়ালে চরিতার্থ হওয়াই সঙ্গত ভাবিয়া যে ভ্রম করিয়াছিলে, তোমার সেই ভ্রম সংশোধন করা কর্ত্তব্য বলিয়াই আমার মনে হইয়াছে। এইজন্য আমি রাজকুমারী নাতালীকে তোমার সম্মুখে আনাইয়া, তাহার যাহা বলিবার আছে সে কথা তোমাকে শুনাইতে চাই। তোমার সম্মুখেই আমি তাহাকে দুইটি প্রশ্ন করিব। যদি সে তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্বীকার করে—সে যাহা করিয়াছিল—তাহা তাহার বালচাপল্য-সুলভ খেয়ালের (whim) ফলমাত্র, এবং সে তোমাকে যে সকল কথা বলিয়াছিল, সেগুলি অর্থহীন প্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে, (was nothing but hysteria in what she told you) তাহা হইলে তাহার কথা তোমার বিশ্বাস হইবে ত? তাহার কথায় নির্ভর করিয়া তাহার মতের সমর্থন করা তোমার অন্যায় হইয়াছিল—ইহা স্বীকার করিবে ত?"

স্মিথ বলিল, "হাঁ, তিনি যদি আমার সম্মুখে আসিয়া স্বীকার করেন—তিনি ঝোঁকে পড়িয়া যাহা করিয়াছিলেন ও আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা ছেলেমী ভিন্ন আর কিছুই নহে—তাহা হইলে তাঁহার সমর্থন করা আমার পক্ষে অসঙ্গত হইয়াছিল—ইহা আমাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু আমি তাঁহার প্রকৃতির যতটুকু-পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে আমার বিশ্বাস হইয়াছে—তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার পূর্ব্ব কথার প্রত্যাহার করিবেন না।"

প্রিন্স রাডিশ্লভ অন্য দিকের কক্ষের অভিমুখে মুখ ফিরাইয়া রাজকুমারী নাতালীকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। নাতালী পর্দ্দার পাশে দাঁড়াইয়া সকল কথাই শুনিতেছিল; পিতৃব্যের ইঙ্গিতে সে ধীরে ধীরে তাঁহার

নিকট অগ্রসর হইল। স্মিথ আগ্রহ ভরে তাহার মুখের দিকে চাহিল; কিন্তু নাতালী তাহার সহিত দৃষ্টি-বিনিময় না করিয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। নাতালী সেই কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র প্রিন্স রাডিশ্লভ এবং প্রিন্স বার্কো উভয়েই তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। নাবালিকা রাণীর প্রতি তাঁহাদের সম্মান প্রদর্শনের ঘটা দেখিয়া স্মিথ মনে মনে না হাসিয়া থাকিতে পারিল না; সে বুঝিল—লেফাপা-দুরস্ত 'রাজকায়দা' এইরূপ অন্তঃসারহীন কপট বাহ্যাড়ম্বর মাত্র!

প্রিন্স রাডিশ্লভ রাজকুমারী নাতালীর মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "রাজকুমারি, আমার সম্মুখে যে ইংরাজ যুবক দাঁড়াইয়া আছে, তাহার একটা শোচনীয় ভ্রম দূর করিবার জন্যই তোমাকে এখানে আসিতে হইয়াছে। তোমার একটা অসার খেয়ালকে তোমার আন্তরিক সঙ্কল্প বলিয়া এই যুবকের ধারণা হইয়াছিল, আর সেই মিথ্যা ধারণা এখনও উহার মন হইতে অপসারিত হয় নাই। এই যুবক উহার ভ্রান্ত ধারণা ত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে, এই আশায় আমি তোমাকে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে সুখী হইব।—তুমি যে কাল হঠাৎ গোপনে গৃহ ত্যাগ করিয়া নিরাশ্রয় ভাবে একাকিনী প্রান্তরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলে,—তাহা তোমার উদ্দেশ্যহীন অসার খেয়ালমাত্র নহে কি?"

নাতালী নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। স্মিথ সাগ্রহে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে!—তাহার অধরোষ্ঠ ঈষৎ কম্পিত হইল, কিন্তু মুখে কথা ফুটিল না।

প্রিন্স রাডিশ্লভ নাতালীকে নিরুত্তর দেখিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, "রাজকুমারী, আমার প্রশ্নের উত্তর প্রার্থনা করিতেছি। সুবিচারের জন্য ইহার প্রয়োজন; উত্তর দিতে সঙ্কুচিত হইবার কারণ নাই।"

রাজকুমারী নাতালী অস্ফুট স্বরে বলিল, "তাহা আমার উদ্দেশ্যহীন অসার খেয়াল মাত্র।"

প্রিন্স রাডিশ্লভ পুনর্ব্বার বলিলেন, "রাজকুমারী, তুমি কি দয়া করিয়া বলিবে—

এই যুবকের সহিত কাল অপরাহ্ণে তোমার সাক্ষাৎ হইলে, উহাকে তুমি নিজের সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছিলে—তাহা কৌতুকচ্ছলেই (a joke) বলিয়াছিলে কি না ?"

রাজকুমারী ভূতলে দৃষ্টি সংলগ্ন করিয়া পূর্ব্ববৎ অস্ফুট স্বরে বলিল, "কৌতুকচ্ছলেই বলিয়াছিলাম।"

প্রিন্স রাডিশ্লভ সগর্ব্ব দৃষ্টিতে স্মিথের মুখের দিকে চাহিয়া সোৎসাহে বলিলেন, "যুবক, তুমি রাজকুমারীর নিজের মুখেই শুনিলে—উনি খেয়ালের বশে একাকিনী গৃহত্যাগ করিয়া অসহায় ভাবে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, এবং তোমাকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন—তাহা সত্য নহে, সেই সকল কথা কৌতুকচ্ছলেই বলিয়াছিলেন ; আর সেই কথায় নির্ভর করিয়াই তুমি আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপণ করিতে উদ্যত হইয়া কিরূপ অমার্জ্জনীয় অনধিকারচর্চ্চা করিয়াছিলে ! আশা করি তোমার ভ্রম দূর হইয়াছে, এবং তুমি তোমার অবৈধ কার্য্যের জন্য অনুতপ্ত হইয়াছ। মানুষ মাত্রেই ভ্রম করে। তোমার এইরূপ ভ্রম অত্যন্ত শোচনীয় হইলেও, আমি তোমার অপরাধ মার্জ্জনা করিতে প্রস্তুত আছি। কেবল যে তোমার অপরাধ মার্জ্জনা করিব এরূপ নহে—তোমাকে মুক্তিদান করিতেও আমার আপত্তি নাই ; কিন্তু এক সর্ত্তে তোমাকে মুক্তিদান করিব। সেই সর্ত্ত এই যে, রাজকুমারী-সংক্রান্ত কোন কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না ; এমন কি, এই সকল ব্যাপারের কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইবে—আমার নিকট তোমাকে এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইতে হইবে। যদি তুমি এইরূপ অঙ্গীকারে অসম্মত হও, তাহা হইলেও যে তোমাকে কখনও মুক্তিদান করিব না—আমাকে ততদূর নিষ্ঠুর মনে করিও না ;—তোমাকে মুক্তিদান করিব বটে, কিন্তু আরও একদিন তোমাকে এখানে আটক থাকিতে হইবে। কাল রাত্রে তোমাকে মুক্তিদান করিতে আমার আপত্তি হইবে না। তাহার পর তুমি যখন যেখানে ও যাহার নিকট ইচ্ছা—এই সকল কথার আলোচনা করিও, আমার কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিও, ইচ্ছা হয় সংবাদপত্রে আন্দোলন করিও,—তাহাতে আমার আপত্তি হইবে না। এখন বল—সকল কথা কাল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গোপন রাখিবার অঙ্গীকারে অবিলম্বে মুক্তিলাভ

করিতে চাও? না, অঙ্গীকার-পাশে আবদ্ধ না হইয়া কাল রাত্রি পর্য্যন্ত এখানে কয়েদীর ন্যায় আটক থাকিতে চাও?”

স্মিথ কোন কথা না বলিয়া স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া প্রিন্স রাডিশ্লভ বুঝিতে পারিলেন—সে অবিলম্বে মুক্তিলাভের জন্য সকল কথা গোপন রাখিবার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইতে সম্মত নহে। সে যে তখনও তাঁহার বন্দী—ইহা তাহাকে বুঝাইবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ বৈদ্যুতিক ঘণ্টায় অঙ্গুলী স্পর্শ করিলেন; মুহূর্ত্ত পরে পূর্ব্বোক্ত খানসামা দ্বার ঠেলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

খানসামা প্রিন্স রাডিশ্লভ ও প্রিন্স বার্কোকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইতেই প্রিন্স রাডিশ্লভ কঠোর স্বরে বলিলেন, “এই বন্দীর উভয় হস্ত পূর্ব্বের ন্যায় রজ্জুবদ্ধ কর।”

ভৃত্য তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশ পালন করিল। হস্তদ্বয় রজ্জুবদ্ধ হইতে দেখিয়া স্মিথের মুখমণ্ডল আরক্তিম হইল; কিন্তু এই অপমান সে ধীর ভাবে সহ্য করিল, ভৃত্যের কার্য্যে বাধা দান করিল না। নাতালী তাহার পিতৃব্যের ইঙ্গিতে পূর্ব্বেই সেই স্থান ত্যাগ করিয়া সেই কক্ষের অপর প্রান্তস্থ পর্দ্দার অন্তরালে প্রস্থান করিয়াছিল। সে সেই স্থান হইতে স্মিথের প্রতি তাহার পিতৃব্যের এই দুর্ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিল; তাহার চক্ষু হইতে মুক্তার ন্যায় দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া বক্ষে পড়িল।

স্মিথের মানসিক অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়; তাহার প্রতি সেই কাপুরুষের অত্যাচারের কথা তখন সে বিস্মৃত হইয়াছিল। নাতালীর কথা শুনিয়া সে স্তম্ভিত হইয়াছিল। যাহার জন্য সে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াছিল, অবশেষে রজ্জুবদ্ধ হইয়া যেখানে অশেষ অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে, সেই নাতালী সেই স্থানেই আসিয়া বলিয়া গেল—উদ্দেশ্যহীন অসার খেয়ালের বশীভূত হইয়া সে গৃহত্যাগ করিয়াছিল; যে সকল দুঃখ কষ্ট ও অন্তর্যাতনার কথা তাহাকে অকপট চিত্তে বলিয়াছিল—তাহা সত্য নহে, তুচ্ছ কৌতুক মাত্র! পূর্ব্ব দিন অপরাহ্ণে সে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে, ব্যথিত হৃদয়ে স্মিথকে যে মর্ম্মভেদী বেদনার কাহিনী বলিয়া তাহার সহানুভূতি

ও করুণার উদ্রেক করিয়াছিল, তাহা মিথ্যা ছলনা ?—সেই দিনই প্রভাতে বিবি ফিল্‌পের হোটেল হইতে প্রিন্স রাডিশ্লভ যখন তাহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনেন—তখনও সে আতঙ্কে আর্ত্তনাদ করিয়াছিল, চাচাজীকে হোটেলের দ্বিতলে উঠিতে দেখিয়া সে আত্মরক্ষার জন্য পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিল ;—এ কথাও স্মিথ বিবি ফিল্‌পের নিকট স্বকর্ণে শুনিয়াছিল,—এ সকল কথাই কি মিথ্যা ? নাতালীর সেই বিলাপ, পিতৃব্যের গৃহে প্রত্যাগমনের অনিচ্ছা—এ সকল কি সত্যই কপট অভিনয় মাত্র ? এরূপ ছলনার, এই প্রকার কপট অভিনয়ের কি প্রয়োজন ছিল, স্মিথ তাহা বুঝিতে পারিল না।

নাতালী পিতৃব্যের আদেশে যখন স্মিথের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল, তখন স্মিথ তাহার মনের ভাব বুঝিবার জন্য তাহার মুখ দেখিবার চেষ্টা করিয়াছিল ; কিন্তু নাতালী মুখ ফিরাইয়া অধোবদনে দাঁড়াইয়া ছিল, এজন্য স্মিথ তাহার মুখ দেখিতে পায় নাই। নাতালীর সহিত তাহার দৃষ্টির বিনিময় হইলে স্মিথ তাহার চক্ষুতে মনের ভাব পরিস্ফুট দেখিতে পাইত বটে, কিন্তু স্মিথ সে সুযোগ লাভ করিতে পারে নাই। নাতালী স্মিথের নিকট হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করিয়া স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিল—তাহার পিতৃব্য-পুত্র প্রিন্স বার্কোকে বিবাহ করিলে তাহার জীবনের সুখ-শান্তি অন্তর্হিত হইবে, তাহাকে চিরজীবন দুঃখের সাগরে ভাসিতে হইবে ; আর আজ নাতালী বলিয়া গেল—এ সকল কথা তাহার অন্তরের কথা নহে, মৌখিক ছলনা মাত্র ! কি বিড়ম্বনা !—স্মিথ সর্ব্বাঙ্গে সহস্রবৃশ্চিক-দংশনজ্বালা অনুভব করিতে লাগিল ; তাহার মস্তকের যন্ত্রণা, তাহার হস্তের বন্ধন-বেদনা সেই যন্ত্রণার তুলনায় নিতান্ত তুচ্ছ মনে হইল।

নাতালী তাহার পিতৃব্যের আদেশে স্মিথের সম্মুখে আসিয়া যে সকল কথা বলিয়াছিল, তাহা সত্যই তাহার অন্তরের কথা—ইহা বিশ্বাস করিতে স্মিথের প্রবৃত্তি হইল না। তাহার ধারণা হইল—নাতালী পিতৃব্য কর্ত্তৃক নির্য্যাতনের ভয়ে তাঁহার আদেশ পালন করিয়াছে ; তাহার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছে। নাতালীকে মিথ্যাবাদিনী মনে করিতেও স্মিথের কষ্ট হইল। প্রিন্স রাডিশ্লভ স্মিথকে বলিলেন—যদি সে এই সকল কথা গোপন রাখিতে অসম্মত হয়—তাহা হইলে

আরও এক দিন তাহাকে আটক করিয়া রাখিবেন, পর দিন রাত্রে সে মুক্তিলাভ করিবে; তাহার পর সে যাহাকে ইচ্ছা এই সকল কথা বলিতে পারে, যেখানে ইচ্ছা এ সকল কথার আলোচনা করিতে পারে!—তাঁহার একথা বলিবার কারণ কি—স্মিথ তাহাও বুঝিতে পারিল না।

হঠাৎ তাহার মনে হইল—পর দিন প্রিন্স বার্কোর সহিত গোপনে নাতালীর বিবাহ হইবে না ত? এই বিবাহের পর সকল কথা প্রকাশিত হইলে প্রিন্স রাডিশ্লভের কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই; কোন প্রকারে বিবাহটা শেষ করিতে পারিলেই তাঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে, তাঁহার দুশ্চিন্তা দূর হইবে। স্মিথ সিদ্ধান্ত করিল—পরদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই নাতালীকে প্রিন্স বার্কোর হস্তে সম্প্রদান করা হইবে। রাজকুমারী নাতালী স্বেচ্ছায় এই বিবাহে সম্মতি দান করিয়াছে—স্মিথ ইহা বিশ্বাস করিতে পারিল না; তাহার ধারণা হইল, প্রিন্স রাডিশ্লভ ভয় প্রদর্শন করিয়াই নাতালীকে এই বিবাহে সম্মত হইতে বাধ্য করিয়াছেন।—এই সকল কথা চিন্তা করিয়া স্মিথ প্রিন্স রাডিশ্লভের প্রস্তাবিত অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়া মুক্তি-লাভ করিতে সম্মত হইল না।

কিন্তু স্মিথ ইহাও ভাবিল, মিঃ ব্লেক তাহার টেলিগ্রাম পাইয়া সম্ভবতঃ পলমুরে যাত্রা করিয়াছেন; তিনি সেই গ্রামে উপস্থিত হইয়া বিবি ফিলপের হোটেলে তাহার সন্ধান লইবেন, এবং তাহাকে সেখানে না পাইয়া ব্যগ্রভাবে চারি দিকে খুঁজিয়া বেড়াইবেন। মিঃ ব্লেক সে সময় পলমুরে আসিয়া তাহার সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন কি না, তাহা সে অনুমান করিতে পারিল না। স্মিথ যখন প্রিন্স রাডিশ্লভের সম্মুখে আনীত হইয়াছিল—তখন সন্ধ্যা সমাগত-প্রায়; সুতরাং বুঝিতে পারিল—অজ্ঞান হইয়া সমস্ত দিন সে প্রিন্স রাডিশ্লভের গৃহে পড়িয়া ছিল। প্রিন্স রাডিশ্লশভের আদেশে তাহার উভয় হস্ত পুনর্ব্বার রজ্জু বদ্ধ হওয়ায় সে অবিলম্বে মুক্তিলাভের আশা ত্যাগ করিল; কিন্তু মিঃ ব্লেক যদি পলমুরে আসিয়া থাকেন—তাহা হইলে তাহাকে দেখিতে না পাইয়া তিনি কিরূপ উৎকণ্ঠিত হইবেন, এবং সেই নির্জ্জন প্রান্তরের চতুর্দ্দিকে তাহাকে খুঁজিতে গিয়া কিরূপ বিব্রত হইবেন—তাহা বুঝিতে পারিয়া সে প্রিন্স রাডিশ্লভের কবল হইতে পলায়ন করিবার

জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইল ; কিন্তু বন্ধনমুক্ত হইতে না পারিলে সে কি কৌশলে পলায়ন করিবে তাহা স্থির করিতে পারিল না।

স্মিথ প্রিন্স রাডিশ্লভের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নতমস্তকে চিন্তা করিতেছিল; সেই সময় প্রিন্স বার্কো তাহার অবস্থা দেখিয়া বিপুল আনন্দ উপভোগ করিতে করিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। সে হাসিয়া প্রিন্স রাডিশ্লভকে বলিল, "এই ছোকরা নাতালী-সম্বন্ধে যে সকল কথা জানিতে পারিয়াছে—তাহা গোপন রাখিবার অঙ্গীকারে মুক্তিলাভ করিতে অসম্মত কেন—তাহা কি আপনি বুঝিতে পারেন নাই চাচা সাহেব ? আমার বিশ্বাস, ইহাতে উহার নিশ্চয়ই কোন স্বার্থ আছে ; নাতালীর রূপ দেখিয়া বেচারার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে ! প্রেম-শরে জর-জর !"

প্রিন্স বার্কোর অশ্লীল মন্তব্যে স্মিথ অপমান বোধ করিল ; এবং সেই কক্ষের অন্য প্রান্তে দাঁড়াইয়া নাতালীও সে কথা শুনিতে পাইয়াছে বুঝিয়া, মর্ম্মাহত হইল। প্রিন্স রাডিশ্লভ ভাইপোর এই জঘন্য রসিকতায় বিরক্ত হইয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। প্রিন্স বার্কো জার্ম্মানীর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিল। এই ইতর রসিকতা জার্ম্মান 'কুলচুরের'ই ফল ভাবিয়া তিনি বোধ হয় একটু বিস্মিত হইলেন ; কিন্তু স্মিথ এই অপমানে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া প্রিন্স রাডিশ্লভকে তীব্র স্বরে বলিল, "কি বলিব, আমি অসহায় ও দুর্ব্বল, তাহার উপর আমার দুই হাত তোমরা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছ ; যদি আমার হাত দু'খানা এ ভাবে বাঁধা না থাকিত—"

স্মিথ কথাটা শেষ না করিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল।

প্রিন্স বার্কো স্মিথের মুখের দিকে কটু-মটু করিয়া চাহিয়া বলিল, "কি হে ছোকরা ! তুমি বলিতেছ কি ? তোমার দুই হাত বাঁধা না থাকিলে কি করিতে বল ত শুনি।"

স্মিথ দৃঢ় স্বরে বলিল, "কি করিতাম ? অধিক কিছু করিতাম না, কেবল এই অশ্লীল রসিকতার উপযুক্ত উত্তর দিতাম।"

প্রিন্স রাডিশ্লভ তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষের দ্বার-প্রান্তে দণ্ডায়মান ভৃত্যটিকে আহ্বান করিলেন ; সে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাকে স্মিথের

উভয় হস্তের বন্ধন খুলিয়া দিতে ইঙ্গিত করিলেন।—ভৃত্য স্মিথের হস্তের বন্ধন রজ্জু খুলিয়া লইল।

বন্ধন-মুক্ত হইয়া স্মিথ উভয় হস্তের মণিবন্ধ ডলিয়া অসাড়তা দূর করিল। কিন্তু সে কি ভাবে প্রিন্স বার্কোর রসিকতার উত্তর দিবে—প্রিন্স রাডিশ্লভ তাহা অনুমান করিতে পারিলেন না; প্রিন্স বার্কোর বিশ্বাস হইয়াছিল—স্মিথ বাক্য-বাণে তাহাকে আহত করিবার চেষ্টা করিবে। বার্কো জানিত বাক্যবাণ চর্ম্মে বিদ্ধ হয় না; আর তাহার মর্ম্মভেদ করিতে পারে, এরূপ শর বর্ষণ করিতেও স্মিথের সাধ্য হইবে না।—সুতরাং স্মিথের ভাবভঙ্গি দেখিয়া প্রিন্স বার্কো চেয়ারে বসিয়া দাঁত বাহির করিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে হাসিতে লাগিল।

স্মিথ যে স্থানে দাঁড়াইয়া ছিল, প্রিন্স রাডিশ্লভের সম্মুখবর্ত্তী টেবিল হইতে তাহার দূরত্ব তিন ফিটের অধিক নহে। প্রিন্স বার্কো তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিল। স্মিথ এক লম্ফে টেবিলের নিকট উপস্থিত হইল, এবং দুই হাতে টেবিলের এক প্রান্ত ধরিয়া ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় তীব্র দৃষ্টিতে বার্কোর মুখের দিকে চাহিল; তাহার পর উত্তেজিত স্বরে বলিল, "হাঁ, আমি তোমার রসিকতার উত্তর দিব; এরূপ নির্ঘাত উত্তর দিব—যাহা তোমরা কোনও বন্দীর নিকট পাইবার প্রত্যাশা কর না।"

এই কথা বলিয়া স্মিথ প্রিন্স রাডিশ্লভ বা প্রিন্স বার্কোকে কথা বলিবার অবসর না দিয়াই টেবিলের উপর হইতে কালীপূর্ণ প্রকাণ্ড কাচের দোয়াতটা তুলিয়া লইল, এবং প্রিন্স বার্কো তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইবা-মাত্র সে তাহার মুখ লক্ষ্য করিয়া দোয়াতটি সবেগে নিক্ষেপ করিল।

দোয়াতের আঘাতে প্রিন্স বার্কোর ঠোঁট কাটিয়া গেল, এবং দোয়াতের কালী তাহার গাল ও চোখ মুখ মসিলাঞ্ছিত করিয়া তাহার বুকে ঢালিয়া পড়িল। প্রিন্স বার্কোর মহামূল্য পরিচ্ছদ কালীতে ভিজিয়া নষ্ট হইয়া গেল।—তখন সে ভূতের মত চেহারা লইয়া, উভয় হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিল; মুহূর্ত্ত মধ্যে সে সাম্‌লাইয়া লইয়া স্মিথকে আক্রমণ করিবার পূর্ব্বেই, স্মিথ ক্ষিপ্রহস্তে টেবিলের উপর হইতে আবলুস কাঠের মোটা ও লম্বা রুলগাছটা তুলিয়া লইয়া তদ্দ্বারা তাহার মসিসিক্ত ললাটে প্রচণ্ডবেগে আঘাত করিল। দোয়াতের কতক

স্মিথ, প্রিন্স বার্কোর মুখ লক্ষ্য করিয়া কালীপূর্ণ দোয়াত সবেগে নিক্ষেপ করিল।—১১১ পৃষ্ঠা।
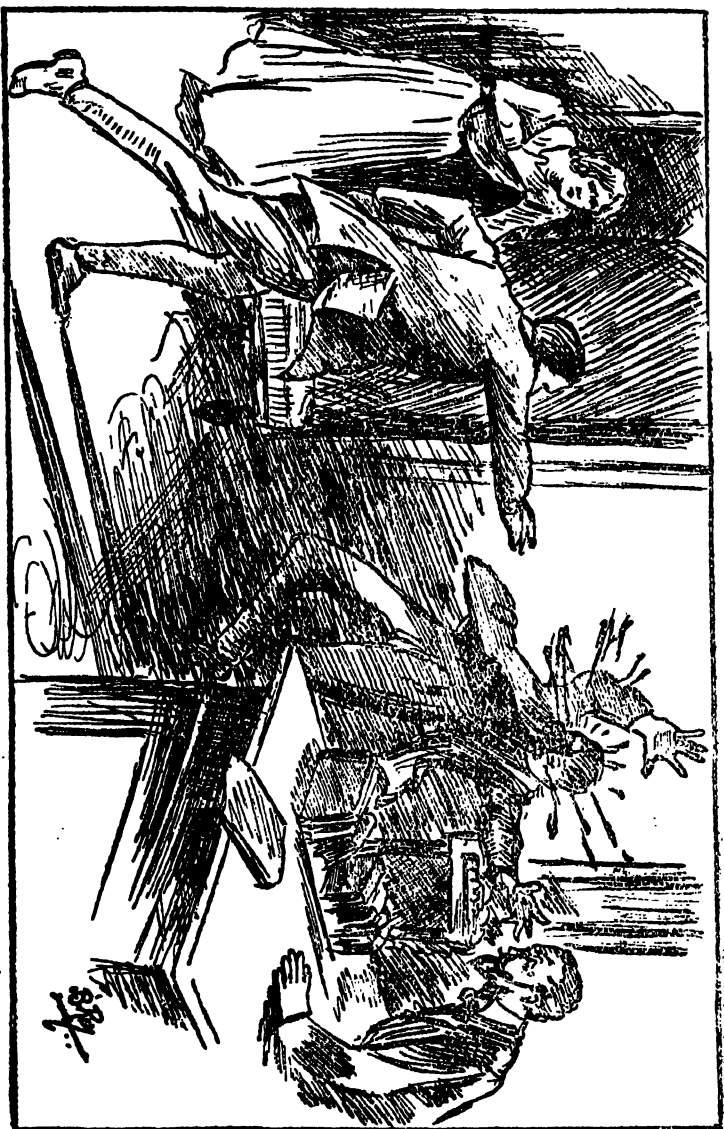
কালী ছিট্‌কাইয়া প্রিন্স বার্কোর চোখে পড়িয়া তাহাকে প্রায় অন্ধ করিয়াছিল ; সেই অবস্থায় ললাটে প্রচণ্ড দণ্ডাঘাত লাভ করিয়া তাহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল। দারুণ যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়া, সে তাড়াতাড়ি বসিতে গিয়া চেয়ার সমেত হুড়মুড় করিয়া উল্টাইয়া পড়িল! প্রিন্স রাডিশ্লভ এই ব্যাপার দেখিয়া এরূপ হতভম্ব হইলেন যে, তিনি কি করিবেন তাহা হঠাৎ স্থির করিতে পারিলেন না। সেই সুযোগে স্মিথ মুহূর্ত্ত-মধ্যে ঘুরিয়া-দাঁড়াইয়া দেখিল—পূর্ব্বোক্ত চাকরটা ষাঁড়ের মত চিৎকার করিয়া তাহাকে ধরিবার জন্য দ্বার-প্রান্ত হইতে দৌড়াইয়া আসিতেছে !

চাকরটা উভয় বাহু প্রসারিত করিয়া স্মিথকে ধরিতে আসিবামাত্র, স্মিথ সেই রুলগাছটা দুই হাতে মাথার উপর তুলিয়া, খানসামাজীর খোলা মাথায় প্রচণ্ডবেগে এক ঘা মারিল। সেই আঘাতে খানসামাটা 'বাপ্‌ বাপ্‌' শব্দে মেঝের উপর পড়িয়া কাটা কৈ মাছের মত ধড়ফড় করিতে লাগিল। প্রিন্স রাডিশ্লভ বুঝিলেন, এইবার তাঁহার পালা! তিনি সভয়ে স্মিথের হাতের রুলের দিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি টেবিলের দেরাজ খুলিলেন ; কিন্তু তাঁহার দেরাজ হইতে পিস্তল বাহির করিবার পূর্ব্বেই স্মিথ দ্রুতবেগে সেই কক্ষের মুক্ত দ্বার দিয়া হল-ঘরে প্রবেশ করিল। সে যখন হল-ঘর হইতে বাহির হইয়া সুপ্রশস্ত আঙ্গিনায় লাফাইয়া পড়িল, সেই সময় প্রিন্স রাডিশ্লভের পিস্তলের একটা গুলী তাহার মাথার উপর দিয়া উড়িয়া-গিয়া গৃহ-প্রাঙ্গনস্থিত ফুলগাছের একটা টব চূর্ণ করিয়া ফেলিল।

স্মিথ পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল, প্রিন্স রাডিশ্লভ পিস্তল-হস্তে হল-ঘরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। রাজকুমারী নাতালীও জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া স্মিথের পলায়ন দেখিতেছিল ; স্মিথ সেই জানালার পাশ দিয়া পলায়ন করিবার সময় নাতালীর মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত দেখিয়া অত্যন্ত উৎসাহিত হইল, এবং সেই সৌধ-প্রাঙ্গন পার হইয়া পথে যাইবার জন্য প্রাণপণে দৌড়াইতে লাগিল। প্রিন্স রাডিশ্লভের লাইব্রেরী-কক্ষে এরূপ ভীষণ বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছিল—তাঁহার পরিচারক-বর্গ পূর্ব্বে তাহা জানিতে পারে নাই। তাহারা পিস্তলের আওয়াজ শুনিয়া, সদলে বারান্দায় দৌড়াইয়া আসিল ; পাছে তাহাদেরই কেহ আহত হয়, এই

ভয়ে প্রিন্স রাডিশ্লভ পুনর্ব্বার গুলী চালাইতে পারিলেন না। তাঁহার আদেশে চাকরেরা স্মিথকে ধরিবার জন্য দেউড়ীর দিকে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। স্মিথ গুলী খাইবার ভয়ে মাথা গুঁজিয়া, রুল হাতে লইয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে দেউড়ীর দিকে ধাবিত হইল।

একজন দারোয়ান জমকাল পোষাক পরিয়া দেউড়ীতে বসিয়া পাহারা দিতেছিল; পশ্চাতে 'ধর ধর' শব্দ শুনিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং স্মিথ দেউড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র, তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল; কিন্তু স্মিথ তখন 'মরিয়া' হইয়া উঠিয়াছিল। দারোয়ানের কবল হইতে মুক্তিলাভের উপায় নাই দেখিয়া সে তাহার সম্মুখে বসিয়া-পড়িয়া, হাতের রুল দিয়া তাহার তলপেটে এমন ভীষণ খোঁচা মারিল যে, প্রহরীটার মনে হইল—সেই খোঁচায় তাহার পেট ফুটা হইয়া নাড়ী-ভুঁড়ী বাহির হইয়া গিয়াছে! সে আর্ত্তনাদ করিয়া স্মিথকে ছাড়িয়া দিল, এবং দুই হাতে পেট চাপিয়া ধরিয়া, আমাশার রোগীর মত মুখভঙ্গী করিয়া দেউড়ীর সম্মুখে বসিয়া পড়িল। অন্যান্য ভৃত্যেরা তাহার সম্মুখে আসিয়া যখন রাগ করিয়া বলিল, "কি অন্যায়! খুনেটাকে ছাড়িয়া দিলে?" —তখন সে হতাশ ভাবে উত্তর করিল, "সিংএর গুঁতায় পেট ফুটা করিয়া দিয়াছে—কি করিয়া সামলাই?"

ভৃত্যবর্গ যখন দেউড়ীর সম্মুখে দলবদ্ধ হইয়া জটলা করিতেছিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়। স্মিথ দেউড়ীর প্রহরীর কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া দুই মিনিটের মধ্যে পথে আসিল, এবং পশ্চাতে না চাহিয়া নির্জ্জন ও নিস্তব্ধ প্রান্তর ভেদ করিয়া দৌড়াইতে লাগিল। সে মনে করিয়াছিল তাহাকে দেউড়ী পার হইতে দেখিয়া আর কেহ তাহার অনুসরণ করিবে না; কিন্তু তাহার এই অনুমান সত্য হইল না। সে মাঠের ভিতর কিছু দূর অগ্রসর হইয়াও পশ্চাতে বহু লোকের কণ্ঠ-নিঃসৃত 'ধর ধর', 'ঐ যায়', 'গুলী কর'!—ইত্যাদি শব্দ শুনিতে পাইল, সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের সুগম্ভীর নির্ঘোষে সেই স্তব্ধ প্রান্তর পুনঃ পুনঃ প্রতি-ধ্বনিত হইতে লাগিল। পাছে বন্দুকের গুলীতে আহত হইতে হয়—এই ভয়ে স্মিথ সোজা পথে না দৌড়াইয়া, কখন দক্ষিণে কখন বামে আঁকিয়া-বাঁকিয়া

দৌড়াইতে দৌড়াইতে প্রান্তর-মধ্যবর্ত্তী সুদীর্ঘ তৃণ ও গুল্মরাশির অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইলে, প্রিন্স রাডিশ্লভের পরিচারকবর্গ স্মিথকে ধরিবার আশা ত্যাগ করিয়া তাহার অনুসরণে বিরত হইল। স্মিথ তৃণ-গুল্মের অন্তরালে চলিতে চলিতে যখন বুঝিতে পারিল আর কেহ তাহার অনুসরণ করিতেছে না, তখন সে প্রান্তরের দুর্গম অংশ পরিত্যাগ করিয়া খোলা মাঠ দিয়া চলিতে লাগিল। সে দিক নির্ণয় করিতে না পারিয়া অন্ধকারে অন্ধবৎ চলিতে চলিতে ক্লান্তদেহে গ্রে-প্যান্থারের নিকট উপস্থিত হইলে কেলি তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল; তাহার পর কি হইল, বলিতেছি।

ষষ্ঠ কল্প

বন্দিনী রাজনন্দিনীর মুক্তিলাভ

মিঃ ব্লেক স্মিথকে গ্রে-প্যান্থারের পার্শ্বে কম্বলের উপর শয়ন করাইলেন। কিছু কাল বিশ্রামের পর স্মিথ কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল, এবং লণ্ডনে মিঃ ব্লেকের নিকট বিদায় লইয়া পল্লী-ভ্রমণে বাহির হইবার পর পথে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল—আদ্যোপান্ত মিঃ ব্লেকের গোচর করিল। রাত্রি ক্রমেই গভীর হইতেছিল; কিন্তু সে দিকে মিঃ ব্লেকের লক্ষ্য ছিল না—এতই তন্ময় চিত্তে তিনি স্মিথের বিচিত্র অভিযান-কাহিনী শ্রবণ করিতেছিলেন।

সকল কথা শেষ করিয়া স্মিথ হাসিয়া বলিল, "আপনার নিকট ছুটী লইয়া পল্লীভ্রমণে বাহির হইবার পূর্ব্বে যদি ভিনিসিয়া হোটেলের সম্মুখে রাজকুমারী নাতালীকে প্রিন্স রাডিস্লভের মোটর-গাড়ীতে দেখিতে না পাইতাম, এবং তাহার দুই দিন পরে তাহাকে একাকিনী ও বিপন্ন অবস্থায় আমার সাহায্য-প্রার্থনায় প্রান্তর-পথে আসিতে দেখিয়া চিনিতে না পারিতাম, তাহা হইলে আমাকে বোধ হয় এরূপ বিপদে পড়িতে হইত না। নাতালীর জন্য আমি নিজের জীবন বিপন্ন করিলাম, আর সে প্রিন্স রাডিস্লভের লাইব্রেরীতে আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অনায়াসে বলিল—সে আমাকে যে সকল কথা বলিয়াছিল তাহা সকলই মিথ্যা, মৌখিক ছলনা মাত্র!—এই নির্লজ্জ মিথ্যা কথা শুনিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইয়াছিল কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক নির্ব্বাক ভাবে স্মিথের অদ্ভুত কাহিনী শ্রবণ করিতেছিলেন, কোন প্রশ্ন করিয়া তাহার গল্প-স্রোতে বাধা দান করেন নাই; নাতালীর নির্লজ্জ ব্যবহারে স্মিথের মর্ম্মান্তিক আক্ষেপ শুনিয়াও তিনি কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না, একটি সিগারেট ধরাইয়া লইয়া নিঃশব্দে ধূমপান করিতে লাগিলেন।

ধূমপান শেষ হইলে তিনি স্মিথকে বলিলেন, "স্মিথ, তুমি অজ্ঞাতসারে একটি স্বাধীন রাজ্যের একদল নায়কের জটিল ষড়যন্ত্রে হস্তক্ষেপণ করিয়াছ! রামালিয়া রাজ্যের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা আমার অজ্ঞাত নহে। সেই রাজ্যের নায়ক-বর্গের অনেকে জার্ম্মানীর উৎকোচের লোভে তাহার পক্ষপাতী হইয়াছে; প্রিন্স রাডিশ্লভ সেই দলে মিশিয়াছে। ইহা বৃটিশ পররাষ্ট্র বিভাগের সুবিদিত। পর-রাষ্ট্র বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ জানেন প্রিন্স বার্কোর সহিত রাজকুমারী নাতালীর বিবাহ বৃটিশ স্বার্থের প্রতিকূল; তথাপি এই দলাদলিতে স্বেচ্ছায় হস্তক্ষেপণ করিতে তাঁহারা অসম্মত। সুতরাং তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ বন্ধ করিবেন না। কিন্তু আজ সকালেই লণ্ডনের দৈনিক-পত্র পাঠে জানিতে পারিয়াছি রামালিয়া রাজ্যের শাসন-পরিষদের সভাপতি কাউণ্ট বটোভস্কি লণ্ডনে আসিয়া ক্লারিজের হোটেলে বাস করিতেছেন। তিনি কি উদ্দেশ্যে হঠাৎ লণ্ডনে আসিয়াছেন—সংবাদ-পত্র পাঠে আমি তাহা জানিতে না পারিলেও, তোমার নিকট সকল কথা শুনিয়া তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য অনুমান করিতে পারিয়াছি। আমার বিশ্বাস, প্রিন্স বার্কোর সহিত নাতালীর বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া বিবাহটা বন্ধ করিবার জন্যই তিনি লণ্ডনে আসিয়াছেন; তবে যদি বিবাহটা গোপনে তাড়াতাড়ি শেষ হইয়া যায়—তাহা হইলে তাঁহার চেষ্টা বিফল হইবে। কাউণ্ট বটোভস্কি রুসিয়ায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং আমি জানি জার্ম্মানীর প্রতি তাঁহার অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা আন্তরিক। জার্ম্মানীর কপটতা ও ধূর্ত্ততা তাঁহার অজ্ঞাত নহে।

"তিনি প্রিন্স বার্কোর সহিত নাতালীর বিবাহে নিশ্চয়ই সম্মতি দান করিবেন না; কারণ তিনি জানেন প্রিন্স বার্কো জার্ম্মানীর হস্তের ক্রীড়া-পুত্তলিকা, তাহার ব্যক্তিগত মতের বিন্দুমাত্র স্বাতন্ত্র্য নাই। কাউণ্ট বটোভস্কি শীঘ্রই লণ্ডনে আসিবেন শুনিয়া, এবং তিনি এই বিবাহে বাধা দান করিবেন বুঝিয়া, প্রিন্স রাডিশ্লভ বিবাহটা তাড়াতাড়ি গোপনে শেষ করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। কাউণ্ট বটোভস্কি যে মুহূর্ত্তে রামালিয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছেন, প্রিন্স রাডিশ্লভের দলের লোক সেই সংবাদ সেই মুহূর্ত্তেই তাহাকে জানাইয়াছে। বিবাহটা তাড়াতাড়ি গোপনে শেষ করিবার জন্য সেই দিন হইতেই সে অধীর

হইয়া উঠিয়াছে·। কাউণ্ট বটোভস্কি লণ্ডনে উপস্থিত হইয়াছেন—প্রিন্স রাডিশ্লভ এ সংবাদও পাইয়াছে;—এইজন্যই লণ্ডনে বিবাহের আয়োজন করিতে তাহার সাহস না হওয়ায় সে নাতালীকে কয়েদ করিয়া ইংলণ্ডের এক প্রান্তে আনিয়া-ফেলিয়াছে। প্রিন্স বার্কো পূর্ব্বেই এদেশে আসিয়া জুটিয়াছিল।—এখন সম্প্রদান-কার্য্যটি গোপনে শীঘ্র সুসম্পন্ন হইলেই তাহাদের আশা পূর্ণ হয়।

"রাজকুমারী নাতালী তোমার সম্মুখে আসিয়া বলিয়াছে—সে খেয়ালের বশে ছেলেমী করিয়া তাহার পিতৃব্যের আশ্রয় ত্যাগ করিয়াছিল; আর তোমাকে যে সকল কথা বলিয়াছিল—তাহা সত্য নহে, ঐ সকল কথা সে রহস্যচ্ছলে বলিয়াছিল। —তাহার মুখে এই কথা শুনিয়া তুমি স্তম্ভিত হইয়াছিলে। তাহার জন্য জীবন বিপন্ন করিয়াছিলে—অথচ সে তোমার সহিত এইরূপ কপট ব্যবহার করিল, ভাবিয়া তুমি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছ; কিন্তু তাহার এইরূপ ব্যবহারের কারণ অনুমান করা কঠিন নহে। আমার বিশ্বাস, সে গ্রামফোনের রেকর্ডের মত প্রিন্স রাডিশ্লভের উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিয়াছে। তাহার মুখ হইতে তোমার সম্মুখে ঐ সকল কথা বাহির করাইবার কারণ এই যে, তুমি তাহার মুখে ঐ সকল কথা শুনিলে নিরুৎসাহ হইবে; অকৃতজ্ঞ বোধে নাতালীর পক্ষসমর্থনে বিরত হইবে। যাহার জন্য চুরী করা যায়—সে যদি স্বয়ং চোর বলিয়া উপহাস করে—তাহা হইলে মনের যে অবস্থা হয়—তোমার মনের অবস্থাও সেইরূপ হউক, ইহাই ধূর্ত্ত রাডিশ্লভের গূঢ় উদ্দেশ্য।"

স্মিথ বিমর্ষ ভাবে বলিল, "আপনার এই অনুমান সত্য হইতে পারে; কিন্তু রাজকুমারী নাতালী ত জানিত—আমি তাহার ইষ্টসিদ্ধির চেষ্টায় কিরূপ বিপন্ন হইয়াছিলাম, কত কষ্ট সহ্য করিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তা বটে; কিন্তু তুমি ত জান রাজকুমারী নাতালী নাবালিকা, প্রিন্স রাডিশ্লভই তাহার বৈধ অভিভাবক। প্রিন্স রাডিশ্লভ কর্ত্তৃক উৎপীড়নের ভয়ে নাতালী তোমাকে ঐ ভাবে প্রতারিত করিতে বাধ্য হইয়া-ছিল। প্রিন্স রাডিশ্লভ সম্ভবতঃ তাহাকে এ ভয়ও দেখাইয়াছিল যে—সে তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার উক্তির প্রতিধ্বনি না করিলে, তোমাকে হত্যা

করা হইবে। তোমার প্রতি তাহার পিতৃব্যের ব্যবহার দেখিয়া সেই কথা তাহার বিশ্বাস হইয়া থাকিলে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ আছে কি? তোমার প্রাণরক্ষার জন্যই নাতালী মনের প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া তোমার সাক্ষাতে ঐ সকল মিথ্যা কথা বলিয়াছিল।—ইহাতে সেই কূটবুদ্ধি কপট রাজনীতিজ্ঞের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল।"

স্মিথ তাঁহার কথা শুনিয়া যেন শান্তি লাভ করিল; কিঞ্চিৎ উৎসাহের সহিত বলিল, "কর্ত্তা, আপনার কি বিশ্বাস—আমার প্রাণ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই নাতালী অবলীলাক্রমে সেই নির্জ্জলা মিথ্যা কথাগুলা বলিয়াছিল?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই স্মিথ!"

স্মিথ খুসী হইয়া বলিল, "আপনার কথা শুনিয়া আমারও সেই রকমই মনে হইতেছে কর্ত্তা! আমি যখন প্রিন্স বার্কোকে রুল-পেটা করিয়া, ও চাকরটাকে রুলের আঘাতে ধরাশায়ী করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে চম্পটদান করি, সেই সময় রাজকুমারী নাতালী জানালার কাছে দাঁড়াইয়া আমার পলায়ন লক্ষ্য করিতেছিল। তাহার মুখ দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল—আমাকে পলায়ন করিতে দেখিয়া তাহার মন আনন্দে ও উৎসাহে ভরিয়া উঠিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "তবে ত তুমি তাহার অন্তরের প্রকৃত ভাব বুঝিতেই পারিয়াছিলে; তথাপি কেন অকারণ ক্ষুব্ধ হইয়াছিলে?"

স্মিথ বলিল, "সে কথা যাক। এখন আপনি কি করিবেন মনে করিয়াছেন?"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "বন্দিনী রাজনন্দিনীকে তাহার বিবাহ-সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবার জন্য যখন তুমি এত কষ্ট সহ্য করিয়াছ, প্রিন্স রাডিস্লভের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিবার জন্যও চেষ্টার ত্রুটি কর নাই—তখন আমি কিরূপে এই ব্যাপারে উদাসীন থাকি? তোমার আরব্ধ কার্য্য অসম্পন্ন রাখা ত আমার সঙ্গত হইবে না।"

স্মিথ বলিল, "রাজকুমারী নাতালীকে তাহার পিতৃব্যের কবল হইতে উদ্ধার করিবার কোন পন্থাই ত আমি দেখিতে পাইতেছি না; এই সঙ্কটে আপনিই বা কি ভাবে তাহাকে সাহায্য করিবেন, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না।"

মিঃ ব্লেক চিন্তাকুলচিত্তে বলিলেন, "এখনও বোধ হয় সেজন্ত চেষ্টা করিবার সময় আছে। এই সময়টুকুর সদ্ব্যবহার করিতে হইবে; কিন্তু আজ রাত্রে এই অন্ধকারের মধ্যে আমরা কিছুই করিতে পারিব না। কাল প্রত্যুষে, আমার যাহা সাধ্য তাহার ত্রুটি হইবে না। এখন ঘুমাইবার চেষ্টা কর।"

তখন রাত্রি গভীর হইয়াছিল; কেলি মিঃ ব্লেকের আদেশে গ্রে-প্যান্থারের পার্শ্বে ঘাসের উপর শয্যা প্রসারিত করিল; তাহার পর তাঁহারা তিনজনে সেই শয্যায় শয়ন করিয়া কম্বল-মুড়ি দিলেন, এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইলেন। সেই বিশাল প্রান্তরে সাপ বাঘের ভয় ছিল না; সুতরাং সারারাত্রি তাঁহাদের সুখ-নিদ্রার ব্যাঘাত হইল না।

পরদিন প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, কেলি তাড়াতাড়ি আহারের আয়োজন করিল। এরোপ্লেনে পথের সম্বল যথেষ্ট ছিল; সুতরাং তাঁহাদের আহারের অসুবিধা হইল না। আহারান্তে কেলি গ্রে-প্যান্থারের ইঞ্জিন কার্য্যোপযোগী করিলে, মিঃ ব্লেক তাহাকে প্রিন্স রাডিশ্লভের বাড়ীর পাহারায় নিযুক্ত করিয়া এরোপ্লেনে উঠিয়া বসিলেন; অনন্তর স্মিথ পরিদর্শকের আসনে উপবিষ্ট হইলে, গ্রে-প্যান্থার কয়েক মিনিট-মধ্যে শূন্যে উঠিল। মিঃ ব্লেক হাজার ফিট ঊর্দ্ধে উড়িয়া গ্রে-প্যান্থারকে পূর্ব্বদিকে পরিচালিত করিলেন।

মিঃ ব্লেক পূর্ব্বদিন পলমুরের যেস্থানে অবতরণ করিয়াছিলেন, বেলা আটটা বাজিবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে ঠিক সেই স্থানেই নামিয়া পড়িলেন। তিনি গ্রে-প্যান্থারকে একজন প্রহরীর জিম্মায় রাখিয়া, স্মিথকে সঙ্গে লইয়া পদব্রজে মাঠের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলেন। পূর্ব্বদিন বিবি ফিল্পের হোটেলে আসিয়া তিনি আততায়ী-হস্তে কিরূপ বিপন্ন হইয়াছিলেন, চলিতে চলিতে স্মিথকে সেই সকল কথা বলিলেন।

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া স্মিথ অত্যন্ত বিস্মিত হইল, এবং লোকটার চেহারা কিরূপ—তাহা জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল। মিঃ ব্লেক তাঁহার আততায়ীর চেহারার পরিচয় দিলে স্মিথ তাঁহাকে বলিল, সেই লোকটা প্রিন্স রাডিশ্লভের মোটর-চালক। প্রিন্স রাডিশ্লভ যখন নাতালীকে বিবি

ফিল্‌পের হোটেল হইতে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, তখন স্মিথ তাঁহার মোটরের অনুসরণ করিয়া তাহাকে প্রিন্সের মোটর চালাইতে দেখিয়াছিল। স্মিথ আহত ও অজ্ঞান অবস্থায় প্রিন্স রাডিশ্লভ কর্ত্তৃক তাঁহার গৃহে নীত হইলে, সে স্মিথের পরিচয় জানিবার জন্য বিবি ফিল্‌পের হোটেলে আসিয়া, তাহার ব্যাগ খুলিয়া ব্যাগের কাগজ-পত্র ঘাঁটিতেছিল; সে সেই সকল কাগজ-পত্র পরীক্ষা করিয়া মিঃ ব্লেকের সহিত তাহার সম্বন্ধ জানিতে পারিয়াছিল, এবং মিঃ ব্লেককে আহত করিয়া, মোটর-সাইক্লে চাপিয়া প্রিন্স রাডিশ্লভের বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিয়াছিল। প্রিন্স রাডিশ্লভ তাহার নিকট সকল কথা শুনিয়া, স্মিথ যে মিঃ ব্লেকের সহকারী—ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন। এতক্ষণ পরে মিঃ ব্লেক জানিতে পারিলেন—প্রিন্স রাডিশ্লভ স্মিথের পরিচয় কোন্ সূত্রে অবগত হইয়াছিলেন। এই সকল কথা শুনিবার পূর্ব্বে মিঃ ব্লেকের ধারণা হইয়াছিল—প্রিন্স রাডিশ্লভ নাতালীকে ভয় দেখাইয়া তাহারই নিকট স্মিথের পরিচয় জানিয়া লইয়াছিলেন; কিন্তু স্মিথের মনে এ সন্দেহ মুহূর্ত্তের জন্য স্থান পায় নাই।

মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া বিবি ফিল্‌পের হোটেলে প্রত্যাগমন করিলে, হোটেলের সকল লোক অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া তাঁহাদিগকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তাঁহাদের চতুর্দ্দিকে ভীড় জমিয়া গেল। বিবি ফিল্‌পে অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া, মহা-আগ্রহে মিঃ ব্লেককে এক পাশে লইয়া গিয়া দুই চারিটি প্রশ্ন করিল; মিঃ ব্লেক তাহাকে একটা তাড়া দিয়া, স্মিথকে লইয়া দোতালায় উঠিলেন, এবং তাহার ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিলেন। বিবি ফিল্‌পে মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিল।

কয়েক মিনিট বিশ্রামের পর মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া স্থানীয় ডাকঘরে উপস্থিত হইলেন, এবং টেলিগ্রাফ আফিসে প্রবেশ করিয়া লণ্ডনে ক্লারিজের হোটেলের ঠিকানায় কাউন্ট বটোভস্কির নামে একখানি দীর্ঘ টেলিগ্রাম প্রেরণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা উভয়ে হোটেলে প্রত্যাগমন করিলেন। কাউণ্ট-বটোভস্কির নিকট হইতে উত্তর পাইবার পূর্ব্বে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার

উপায় নাই বুঝিয়া, মিঃ ব্লেক একটা অসম্ভব গল্প বলিয়া বিবি ফিল্‌পেকে খুসী করিলেন। মিঃ ব্লেকের গল্প শুনিয়া না হউক, তিনি যে তাঁহার আততায়ীর কান ধরিয়া হোটেলওয়ালীর ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করিবার ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন—এই সংবাদ শুনিয়া বিবি ফিল্‌পের মুখে আর হাসি ধরে না। মিঃ ব্লেক বিলিয়ার্ড খেলিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিবামাত্র সে বিলিয়ার্ড খেলিবার ঘরটি খুলিয়া দিল। মিঃ ব্লেক স্মিথের সঙ্গে বিলিয়ার্ড খেলিতে আরম্ভ করিলেন।

বেলা দশটার সময় একটি যুবতী টেলিগ্রাম-বাহিকা একখানি টেলিগ্রাম লইয়া হোটেলে উপস্থিত হইল। টেলিগ্রাম আসিয়াছে শুনিয়া মিঃ ব্লেক খেলা বন্ধ করিয়া সাগ্রহে টেলিগ্রামখানি গ্রহণ করিলেন, এবং ব্যগ্রভাবে রুদ্ধ-নিশ্বাসে তারের সংবাদটি পাঠ করিয়া স্মিথকে তাহা পড়িতে দিলেন। স্মিথ দেখিল টেলিগ্রামে লেখা আছে—

"রবার্ট ব্লেক, রয়াল-ক্রাউন ইন্, পলমুর—আপনি যে বিবাহের সম্ভাবনার কথা জানাইয়াছেন, সেই বিবাহ বন্ধ করিবার জন্য আমি পার্লিয়ামেণ্টের যথাবিহিত আদেশ লইয়া, যত শীঘ্র সম্ভব পলমুরে যাত্রা করিতেছি। আমার সেখানে উপস্থিত হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইতেও পারে; এইজন্য রামালিয়ার পক্ষ হইতে এতদ্বারা আপনাকে আমার প্রতিনিধিত্ব-ভার অর্পণ করিলাম। আপনি দয়া করিয়া এবিষয়ে আমাকে সাহায্য করিলে, আপনার নিকট চিরজীবনের জন্য ঋণী থাকিব। যেরূপেই হউক, এই অকল্যাণকর বিবাহ বন্ধ করিতে হইবে। আমার এই উক্তি রামালিয়া রাজ্যের জনমতের প্রতিধ্বনি। আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইলে সকল কথা বিস্তারিত ভাবে বলিবার ইচ্ছা রহিল। ইতিমধ্যে যদি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ডের আইনের সাহায্য গ্রহণে কুণ্ঠিত হইবেন না।

(স্বাক্ষর) আলেকজান্দার বটোভস্কি।"

টেলিগ্রামখানি পাঠ করিয়া স্মিথের চক্ষু আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে উৎসাহ গোপন করিতে না পারিয়া, দুই হাত ও মাথা মেঝের উপর রাখিয়া

দুই বার ডিগ্‌বাজী খেলিল, তাহার পর টেলিগ্রামখানি মিঃ ব্লেকের হাতে দিয়া বলিল, "এবার আমরা কিরূপ চাল চালিব কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক গম্ভীরভাবে টেলিগ্রামখানি লইয়া, তাহা সাবধানে ভাঁজ করিয়া পকেটে রাখিলেন; তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমরা অবিলম্বে প্রিন্স রাডিশ্লভের বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইয়া, সঙ্গোপনে থাকিয়া সেই বাড়ীর উপর দৃষ্টি রাখিব। যদি কোন অসুবিধা না ঘটে, তাহা হইলে কাউণ্ট বটোভস্কির জন্য সেখানে অপেক্ষা করাই সঙ্গত হইবে; তাঁহার দায়িত্ব-ভার তিনিই গ্রহণ করিতে পারিলে কাজের অনেক সুব্যবস্থা হইবে। কিন্তু যদি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঙ্গে লইয়া আসিতে তাঁহার কিছু বিলম্ব হয়, তাহা হইলে অগত্যা আমাকেই তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ কাজ করিতে হইবে। যেরূপে হউক, বিবাহটা বন্ধ করাই চাই। আমি বিবি ফিল্‌পের কাছে তাঁহার জন্য একখানি পত্র রাখিয়া যাইব। তিনি এখানে উপস্থিত হইবামাত্র বিবি ফিল্‌প সেই পত্র তাঁহার হস্তে প্রদান করিবে। আমরা কোথায় যাইতেছি—পত্রে সেই সংবাদ দিব। তিনি কি উপায়ে শীঘ্র আমাদের নিকট উপস্থিত হইবেন—আমার পত্র পাঠ করিয়া তাহাও জানিতে পারিবেন। তাঁহার এখানে উপস্থিত হইতে সম্ভবতঃ বেলা তিনটা বাজিবে। আজই বিবাহ হইবে—ইহা তোমার কথা শুনিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি; আজ বিবাহ না হইলে, কূটবুদ্ধি প্রিন্স রাডিশ্লভ আজই রাত্রে তোমাকে বিনা-সর্ত্তে মুক্তি-দানের প্রস্তাব করিত না। হাঁ, আজই বিবাহ হইবে; তবে কোন্ সময় বিবাহ হইবে—তাহাও জানা আবশ্যক। কাউণ্ট বটোভস্কির সেখানে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই যদি বিবাহ আরম্ভ হয়, তাহা হইলে আমাকেই তাহা বন্ধ করিতে হইবে।"

মিঃ ব্লেক বিবি ফিল্‌পের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া তাড়াতাড়ি একখানি পত্র লিখিয়া ফেলিলেন, এবং তাহা লেফাপায় পুরিয়া কাউণ্ট বটোভস্কির নাম লিখিয়া বিবি ফিল্‌পের হাতে দিলেন; তাহাকে বলিলেন—কাউণ্ট বটোভস্কি তাহার হোটেলে উপস্থিত হইবামাত্র পত্রখানি তাঁহাকে দিতে হইবে।

অনন্তর মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই পত্রে আমি কাউণ্ট বটোভস্কিকে লিখিলাম—তিনি এই পত্র পাঠ করিয়াই গ্রামের প্রধান পথ দিয়া টর পাহাড়ের দিকে অগ্রসর

হইবেন। তিনি প্রান্তরে উপস্থিত হইয়াই গ্রে-প্যান্থারে উঠিতে পারেন—তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বেলা তিনটার মধ্যেই তুমি বা কেলি গ্রে-প্যান্থারে উড়িয়া ঐ স্থানে আসিবে, এবং তাঁহাকে লইয়া যত শীঘ্র সম্ভব ফিরিয়া যাইবে।"

কয়েক মিনিট পরে তাঁহারা গ্রে-প্যান্থারের নিকট উপস্থিত হইলেন। দশ মিনিটের মধ্যে তাঁহারা হাজার ফিট ঊর্দ্ধে উঠিয়া, যে দিক হইতে আসিয়াছিলেন সেই দিকে ফিরিয়া চলিলেন। প্রিন্স র‍্যাডিশ্লভের বাড়ীর কিছু দূরে, প্রান্তরের যেস্থানে তাঁহারা পূর্ব্ব-রাত্রে বাস করিয়াছিলেন, সেই স্থানেই মিঃ ব্লেক নামিয়া পড়িলেন। কয়েক মিনিট পরে কেলি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "আজ সকাল হইতে আমি সেই বাড়ীর পাহারায় ছিলাম; কিন্তু বাড়ীতে দুই চারিটা চাকর ছাড়া কোন ভদ্রলোক আছে কি না বুঝিতে পারি নাই। বাড়ী হইতে কাহাকেও বাহিরে যাইতে, বা ভিতরে প্রবেশ করিতে দেখি নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বেশ ভাল খবর দিয়াছ, এখন খানা পাকাও। আগে কিছু খাওয়া দরকার; তাড়াতাড়িতে ও কাজটা শেষ করিয়া আসিতে পারি নাই।"

রাক্ষসের জাত। যমালয়ে যাইবার সময়েও এক-পেট খাইয়া লইতে চায়; আর আমরা যমের সঙ্গে লড়াই করিবার জন্য একাদশী করি!

যাহা হউক, কেলি গ্রে-প্যান্থারের ভাণ্ডার হইতে আহারের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাড়াতাড়ি খানার আয়োজন করিয়া ফেলিল। তিনজনে ঘাসের উপর কম্বল বিছাইয়া কাঁটা চাম্‌চে ও ছুরী চালাইতে লাগিলেন। আহারান্তে মিঃ ব্লেক কেলিকে পুনর্ব্বার পাহারায় পাঠাইয়া স্মিথের সহিত গল্প আরম্ভ করিলেন।

বেলা প্রায় দুইটার সময় কেলি মিঃ ব্লেকের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "কর্ত্তা, একটা লোক কাল-রঙ্গের একখান মোটর-গাড়ী লইয়া সেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছে দেখিয়া আসিয়াছি। লোকটা গাড়ী লইয়া পূর্ব্ব দিকে গিয়াছে; কি মতলবে কোথায় গিয়াছে তাহা জানিতে পারি নাই।"

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্মিথকে বলিলেন, "তুমি এখনই পলমুরের মাঠে উড়িয়া যাও; আমি ও কেলি এখানে পাহারায় থাকিলাম। আজ সকালে

যেখানে এরোপ্লেনে নামিয়াছিলাম, ঠিক সেই স্থানেই তোমাকে নামিতে হইবে। কাউণ্ট বটোভস্কি সেখানে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহাকে এরোপ্লেনে তুলিয়া-লইয়া চলিয়া আসিবে। এখানে আসিয়া আমাদিগকে দেখিতে না পাইলে, তুমি কাউণ্টকে সঙ্গে লইয়া প্রিন্স রাডিশ্লভের বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইবে, এবং পর পর তিন বার হুইশ্ল দিবে।"

স্মিথ মিঃ ব্লেকের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া তৎক্ষণাৎ গ্রে-প্যান্থারে উঠিয়া বসিল। দুই এক মিনিটের মধ্যেই গ্রে-প্যান্থার তৃণপূর্ণ সমতল ক্ষেত্র হইতে বিশালকায় বিহঙ্গের ন্যায় ঊর্দ্ধাকাশে উড্ডীন হইয়া 'ঘ্যানর ঘ্যানর' শব্দে বায়ুভেদ করিয়া পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইল। কয়েক মিনিট পরে মিঃ ব্লেক কেলিকে তাহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিয়া, প্রিন্স রাডিশ্লভের বাড়ীর দিকে চলিলেন।

কেলি যে স্থানে লুকাইয়া থাকিয়া সেই বাড়ীর উপর দৃষ্টি রাখিয়াছিল—তাঁহারা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া গুল্মের আড়ালে বসিয়া পড়িলেন; অতঃপর কি ঘটে, তাহাই দেখিবার জন্য তাঁহারা প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে এক ঘণ্টা অতীত হইল; কিন্তু তাঁহারা জনপ্রাণীকেও সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিতে বা অট্টালিকার বাহিরে আসিতে দেখিলেন না। অপরাহ্ণের সুলোহিত তপন-কিরণে সেই বিশাল সৌধ যেন সুপ্তিসুখ উপভোগ করিতেছিল। সেই সুপ্রশস্ত সৌধে তখন জনসমাগমের কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল না; কিন্তু আরও আধ ঘণ্টা পরে মোটর-গাড়ীর ঘস্-ঘস্ শব্দ শুনিয়া মিঃ ব্লেক সেই হর্ম্ম্যের সম্মুখবর্ত্তী পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং একখানি কৃষ্ণবর্ণ মোটর-গাড়ীকে তরুচ্ছায়া সমাচ্ছন্ন পথ দিয়া সবেগে সেই বাড়ীর দিকে ধাবিত হইতে দেখিলেন। সেই গাড়ীতে একজন মাত্র আরোহী ছিল। বলা বাহুল্য, মোটরের আরোহী মিঃ ব্লেকের সম্পূর্ণ অপরিচিত; কিন্তু তাঁহার পরিচ্ছদ দেখিয়া মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন, লোকটি পুরোহিত।

মিঃ ব্লেক মুহূর্ত্ত মধ্যে গুল্মান্তরালে মাথা সরাইয়া লইয়া মনে মনে বলিলেন, "বিবাহের সকল আয়োজনই গোপনে শেষ করা হইয়াছে! পাদ্রী সাহেবকে আনিতে গাড়ী গিয়াছিল, তিনিও আসিয়া পড়িলেন; এইবার বোধ হয় শুভকার্য্য আরম্ভ হইবে। আমরাও প্রস্তুত হই!"

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ উঠিয়া কেলিকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার পূর্ব্ব-কথিত আড্ডার দিকে চলিলেন। তাঁহারা সেই স্থানে উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পরেই এরোপ্লেনের 'ঘ্যানর-ঘ্যানর' শব্দ শুনিতে পাইলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই গ্রে-প্যান্থার শূন্যমার্গ হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবতরণ করিল

মিঃ ব্লেক গ্রে-প্যান্থারের নিকট উপস্থিত হইয়া, একজন খর্ব্বাকৃতি স্থূলকায় সুবেশধারী ভদ্রলোককে এরোপ্লেনের ভিতর উপবিষ্ট দেখিলেন। লোকটি প্রৌঢ়, মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি গোঁফ, এবং মুখমণ্ডলে আভিজাত্যের লক্ষণ সুপরিস্ফুট। মিঃ ব্লেক তাঁহাকে পূর্ব্বে কখন না দেখিলেও দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিলেন—তিনিই রামালিয়া রাজ্যের শাসন-পরিষদের সভাপতি কাউণ্ট বটোভস্কি।

কাউণ্ট বটোভস্কি অবিলম্বে এরোপ্লেন হইতে নামিয়া-আসিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিলেন, এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "আপনিই মিঃ ব্লেক ?—কি সংবাদ শীঘ্র বলুন।"—তাঁহার চোখে মুখে উৎকণ্ঠার চিহ্ন সুপরিস্ফুট।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ব্যস্ত হইবেন না, মহাশয় ! আপনি ঠিক সময়েই আসিয়াছেন। বিবাহ এখনও শেষ হয় নাই ; তবে ক্রিয়া আরম্ভ হইবারও আর অধিক বিলম্ব নাই ; পুরোহিত মহাশয় কয়েক মিনিট পূর্ব্বে প্রিন্স রাডিশ্লভের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছেন দেখিয়াছি

কাউণ্ট বটোভস্কি ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "তাহা হইলে আমাদের আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করা সঙ্গত হইবে না। বিবাহ শেষ হইলে আমার সকল চেষ্টাই বৃথা হইবে ; রামালিয়া রাজ্যেরও সর্ব্বনাশ হইবে। এই বিবাহ রহিত করিবার জন্য আমি এত দূর ব্যাকুল হইয়াছি কেন—তাহা জানিবার জন্য এখন আগ্রহ প্রকাশ করিবেন না। আমাকে এই মুহূর্ত্তেই রামালিয়া-ভবনে লইয়া চলুন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "চলুন কাউণ্ট বটোভস্কি ! আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। স্মিথ, কেলিকে সঙ্গে লইয়া আমার অনুসরণ কর। তোমাদিগকে বিরোধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে, একথা কিন্তু ভুলিও না।—কাউণ্ট, আশা করি আপনিও আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন।"

কাউণ্ট বুকের পকেট হইতে একটি ক্ষুদ্র কিন্তু সাংঘাতিক পিস্তল বাহির করিয়া মিঃ ব্লেকের সম্মুখে ধরিলেন, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা পকেটে ফেলিয়া নিঃশব্দে মিঃ ব্লেকের অনুসরণ করিলেন। কয়েক মিনিট পরে তাঁহারা প্রিন্স রাডিশ্লভের বাস-ভবনের শুভ্রবর্ণ দেউড়ীর নিকট উপস্থিত হইলেন।

লৌহ-ফটক উন্মুক্ত ছিল, তাহার সম্মুখেই প্রহরীর আসন; কিন্তু আসন শূন্য। প্রহরী সেখানে ছিল না, বোধ হয় সে তখন বিবাহ দেখিতে গিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক সদলে ফটক পার হইয়া গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; সেখানেও কেহ তাঁহাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। গৃহবাসীরা বিবাহ-সভায় সমবেত হইয়াছিল।

কাউণ্ট বটোভস্কি অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন; মানসিক চাঞ্চল্য গোপন করা তাঁহার অসাধ্য হইয়াছিল। বিবাহের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছিল—ইহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন; যদি বাধা দানের পূর্ব্বেই বিবাহ শেষ হইয়া যায়, তাহা হইলে রামালিয়া রাজ্যের স্বাধীনতা নষ্ট হইবে, রাজনন্দিনী নাতালীর জীবনের সুখ শান্তি চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইবে, একথা চিন্তা করিয়া তাঁহার হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল। তিনি মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয়কে পশ্চাতে ফেলিয়া সুপ্রশস্ত হল-ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

হল-ঘরের প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ ছিল, সুতরাং কাউণ্ট বটোভস্কির গতিরোধ হইল; কিন্তু মিঃ ব্লেক অগ্রসর হইয়া, দ্বারের হাতল ঘুরাইয়া দ্বার ঠেলিতেই তাহা খুলিয়া গেল। মুহূর্ত্তমধ্যে একটি বিরাটদেহ ভৃত্য মুক্ত কৃপাণ-হস্তে তাঁহাদের পথরোধ করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল; কিন্তু সে মুখ তুলিয়া কাউণ্ট বটোভস্কির মুখের দিকে চাহিবামাত্র সবিস্ময়ে সভয়ে দুই হাত দূরে সরিয়া গেল, এবং অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিল, "কি আশ্চর্য্য! হুজুর এখানে?"

কাউণ্ট বটোভস্কি এক লম্ফে অগ্রসর হইয়া সেই পালোয়ান প্রহরীটার হাত দৃঢ়-মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিলেন, কঠোর স্বরে বলিলেন, "তুমি রামালিয়ার রাজ-সরকারের বেতনভোগী কিঙ্কর, তুমি আমার আদেশ পালন করিতে বাধ্য। যদি তোমার

প্রাণের মায়া থাকে, আমার হাতে মরিবার জন্য আগ্রহ না হয়, তাহা হইলে সত্য বল বিবাহ আরম্ভ হইয়াছে কি না?"

প্রহরী বলিল, "হাঁ হুজুর! কয়েক মিনিট পূর্ব্বে বিবাহ আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু শেষ হইতে এখনও বিলম্ব আছে।"

কাউণ্ট বটোভস্কি বলিলেন, "কোথায় বিবাহ হইতেছে?"

প্রহরী বলিল, "লাইব্রেরী-কক্ষে।"

প্রিন্স বটোভস্কি বলিলেন, "শীঘ্র আমাদিগকে সেই স্থানে লইয়া চল।"

প্রহরীকে তিনি ছাড়িয়া দিলে, সে ভয়ে ভয়ে লাইব্রেরী-অভিমুখে অগ্রসর হইল; কাউণ্ট বটোভস্কি, মিঃ ব্লেক স্মিথ ও কেলি সহ নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ করিলেন। সুবিস্তীর্ণ হল-ঘরের এক প্রান্তে সুপ্রশস্ত লাইব্রেরী সংস্থাপিত। সেই দিক হইতে লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিবার জন্য যে দ্বার ছিল তাহা রুদ্ধ থাকায় কাউণ্ট বটোভস্কি সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হইয়া সেই দ্বারের হাতল ঘুরাইলেন; মুহূর্ত্তে দ্বার উন্মুক্ত হইল।

* * *

লাইব্রেরী-কক্ষে মেহগ্নিকাষ্ঠনির্ম্মিত একটি প্রকাণ্ড ডেস্কের সম্মুখে কয়েকজন সুবেশধারী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দণ্ডায়মান ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যস্থলে সোনার জরীর কারুকার্য্য-শোভিত সুলোহিত পরিচ্ছদধারী প্রিন্স বার্কো বধূবেশিনী সুসজ্জিতা রাজনন্দিণী নাতালীকে পাশে লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

রাজনন্দিনী নাতালীর দক্ষিণ পার্শ্বে তাহার পিতৃব্য প্রিন্স রাডিশ্লভ আড়ম্বরপূর্ণ দরবারী পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান; প্রিন্স বার্কোর অন্য ধারে রামালিয়ার রাজবংশীয় একটি কৃশ যুবক দণ্ডায়মান থাকিয়া বরকর্ত্তার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতেছিল। পাদরীর ইউনিফর্ম্মধারী পুরোহিত মহাশয় তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যথানিয়মে পৌরহিত্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। মিঃ ব্লেক তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া চিনিতে পারিলেন—কিছুকাল পূর্ব্বে মোটর-গাড়ীতে তাঁহারই সেখানে শুভাগমন হইয়াছিল।

কাউণ্ট বটোভস্কি সদলে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া পুরোহিতের সুস্পষ্ট

কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। পুরোহিত তখন উপস্থিত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া যথা-পদ্ধতি বলিতেছিলেন, "আপনাদের মধ্যে কোনও ব্যক্তি যদি এরূপ কোন সঙ্গত বাধার কথা অবগত থাকেন—যেজন্য এই পুরুষের সহিত এই নারীর সুপবিত্র পরিণয়-বন্ধনে আপত্তি হইতে পারে, তবে সেই ব্যক্তি এখনই সেই বাধার কথা সর্ব্বজন-সমক্ষে প্রকাশ করুন; ইহার পর তাঁহার সে কথা প্রকাশ করা নিষ্ফল হইবে।"

কাউণ্ট বটোভস্কি তৎক্ষণাৎ সতেজে সুস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "আমি রামালিয়া রাজ্যের পক্ষ হইতে এই বিবাহে বাধা দান করিতেছি।"

ডেস্কের সম্মুখে দণ্ডায়মান যে সকল রামালিয়া-বাসী বিবাহের অনুষ্ঠান তাড়াতাড়ি সুসম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছিল, প্রিন্স বটোভস্কির কথা শুনিয়া তাহারা সকলেই সচকিতভাবে, বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল; স্ব-স্ব কর্ণকেও বিশ্বাস করিতে তাহাদের প্রবৃত্তি হইল না। সকলেরই মনে হইল—তাহারা জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে! রামালিয়া রাজ্যের শাসন-পরিষদের সভাপতি—সেই রাজ্যের প্রকৃত শাসনকর্ত্তা কাউণ্ট বটোভস্কি ইংলণ্ডের পশ্চিমপ্রান্তস্থ সেই ক্ষুদ্র পল্লীর এরূপ গোপনীয় বিবাহ-সভায় হঠাৎ কোথা হইতে কি উপায়ে উপস্থিত হইলেন?—কাউণ্ট বটোভস্কি রামালিয়া হইতে সেখানে সশরীরে উপস্থিত! ইহা কি সত্য? না, ইন্দ্রজাল?

প্রিন্স বার্কো অস্ফুট স্বরে গর্জ্জন করিয়া সভয়ে সরিয়া দাঁড়াইল; তাহার বিস্ফারিত নেত্র হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। শেষে কি তীরে আসিয়া তরী ডুবিল? সে মনে মনে কাউণ্ট বটোভস্কিকে অভিসম্পাত করিতে লাগিল। প্রিন্স রাডিস্লভ দ্বারের দিকে দুই একপদ অগ্রসর হইয়া হাঁ' করিয়া কাউণ্ট বটোভস্কির মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন! কাউণ্ট সত্যই সেখানে আসিয়াছেন, না, অন্য কেহ কাউণ্টের ছদ্মবেশে তাঁহাকে প্রতারিত করিতে আসিয়াছে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া তিনি স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন রাজনন্দিনী নাতালী কাউণ্ট বটোভস্কির কণ্ঠস্বর শুনিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল, তাহার পিতৃবন্ধু চিরহিতৈষী কাউণ্ট তাহার বিপদের সংবাদ অবগত হইয়া,

তাহার উদ্ধারের জন্যই বহুদূরবর্ত্তী স্বদেশ হইতে সেই শত্রুপুরীতে উপস্থিত হইয়াছেন; সে আশ্বস্ত হৃদয়ে কাউণ্ট বটোভস্কির মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। বিবাহ রহিত হইবার কোন উপায় না দেখিয়া তাহার হৃদয় ক্ষোভে দুঃখে পূর্ণ হইয়াছিল; তাহার আশার ক্ষীণ শিখা নির্ব্বাপিত হইয়াছিল; চিরজীবনব্যাপী অনন্ত অন্ধকার যেন তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল! সেই সময় সে তাহার উদ্ধারকর্ত্তাকে হঠাৎ সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া আর কোনরূপে আত্মসংবরণ করিতে পারিল না, তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল; মুহূর্ত্ত পরেই সে মেঝের গালিচার উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। দুই বিন্দু অশ্রু তাহার মুদিত নেত্রের প্রান্ত হইতে গড়াইয়া পড়িল।

স্মিথই দ্বারপ্রান্ত হইতে সর্ব্বপ্রথমে তাহার এই অবস্থা দেখিতে পাইল। সে দ্রুতবেগে নাতালীর পার্শ্বে আসিয়া ব্যগ্রভাবে তাহার মূর্চ্ছাভঙ্গের চেষ্টা করিতে লাগিল। সকলেই তখন এরূপ বিস্ময়াবিষ্ট যে, প্রিন্স রাডিশ্লভ বা তাঁহার দলের কোন লোক স্মিথের অনধিকারচর্চ্চায় বাধা দিলেন না। তাঁহারা সকলেই তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়; কিন্তু পুরোহিত বেচারার অবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল! বিবাহ দিতে আসিয়া তাঁহাকে আর কখনও এরূপ বিভ্রাট প্রত্যক্ষ করিতে হয় নাই; কেহ কখন এভাবে বিবাহ ভণ্ডুল করিবার চেষ্টা করে নাই। তিনি বুঝিতে পারিলেন, আগন্তুক শক্তিশালী ব্যক্তি, এবং তিনি যেপ্রকারেই হউক, এই গুপ্ত বিবাহ রহিত করিবেন; অথচ বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষও সাধারণ লোক নহেন! বর রাজপুত্র, কনেও রাজনন্দিনী, এবং কন্যা-কর্ত্তা রাজ-সহোদর—মাতব্বর ব্যক্তি; তবে কে এই আগন্তুক—এরূপ বড় ঘরের বিবাহে বাধা দিতে আসিয়াছেন? অবশেষে তিনি বিবাহ বন্ধ করিবার অন্য উপায় না দেখিয়া পুরোহিতকে 'উত্তম-মধ্যম দিয়া' বিবাহ সভা হইতে বিদায় না করেন! কিঞ্চিৎ দক্ষিণা লাভের আশায় তিনি বিবাহ দিতে আসিয়াছেন, এখন তাঁহার প্রাণ লইয়া টানাটানি! পুরোহিত মহাশয় ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন; ঘর্ম্মধারায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত হইল! তিনি কাতরভাবে দীননেত্রে কাউণ্ট বটোভস্কির মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। "ছেড়ে-দাও বাবা, কেঁদে বাঁচি!"—এইরূপ তাঁহার

মনের ভাব। পুরোহিতটি আমাদের ভট্টাচার্য্য মহাশয় হইলে, এই বিভ্রাটে তিনি মুক্তকচ্ছ হইতেন ; কিন্তু পাতলুন-পরা সাহেব-পুরোহিতের কাছা খুলিবার ভয় ছিল না, তবে আতঙ্কে পাতলুন নষ্ট হইবার আশঙ্কা ছিল।—সকল দেশেই পুরোহিতের নিতান্ত নিরীহ জীব।

পুরোহিতটি স্বর্ণলতার 'গদাধর চণ্ডের' মত 'ডিডি ঢরলে!' না বলিলেও পলায়নের জন্য পঁয়তারা ভাঁজিতেছেন, এমন সময় কাউণ্ট বটোভস্কি তীব্র দৃষ্টিতে তাঁহার ব্যাকুল মুখের দিকে চাহিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন "হাঁ, পুরোহিত মহাশয় আমি রামালিয়া রাজ্যের পক্ষ হইতে এই কূটরাজনীতিক-অভিসন্ধিপূর্ণ গুপ্ত বিবাহে যে বাধা দান করিতেছি, তাহা সম্পূর্ণ সঙ্গত। এই বালিকা রামালিয়া রাজ্যের রাজকন্যা, আমি রামালিয়া রাজ্যের শাসন-পরিষদের অধ্যক্ষ, প্রজা সাধারণেরও প্রতিনিধি ; সুতরাং রাজকন্যার উপর আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে আমার অসম্মতিতে এই বিবাহ হইতে পারে না, এবং এই বিবাহের অনুষ্ঠান আমি বন্ধ করিয়া দিলাম। আপনি আপনার পুঁথি বগলে করিয়া নিজের পথ দেখুন।"

অনন্তর তিনি প্রিন্স বার্কোকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "প্রিন্স বার্কো, তুমি অবিলম্বে এই কক্ষ ত্যাগ কর। প্রিন্স রাডিশ্লভের সহিত আমার কয়েকটি গোপনীয় কথা আছে, তোমার সাক্ষাতে তাহা তাঁহাকে বলিবার ইচ্ছা নাই।"

প্রিন্স বার্কো কাউণ্ট বটোভস্কির কথা শুনিয়া ক্রোধে অপমানে হুঙ্কার দিয়া সদর্পে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল ; সে রাজপুত্র, আর একজন রাজকর্ম্মচারী—সে যতই উচ্চপদস্থ হউক, তাহাকে সেই কক্ষ ত্যাগ করিতে বলে ? সে কাউণ্ট বটোভস্কির আদেশ অগ্রাহ্য করিতে উদ্যত হইল ; কিন্তু তাহার মুরুব্বি রাডিশ্লভ চাচারে ইঙ্গিতে সে নতমস্তকে লগুড়াহত কুকুরের মত সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিল। পূর্ব্বোক্ত কৃশ বরকর্ত্তাটিও তাহার অনুসরণ করিল।

অতঃপর কাউণ্ট বটোভস্কি সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাজকুমারী নাতালীর পরিচারিকাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। স্মিথের চেষ্টা যত্নে নাতালীর মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়াছিল ; সে গালিচার উপর বসিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছিল। কাউণ্ট ধীরে ধীরে তাহার পাশে গিয়া তাহার মাথায় হাত দিলেন, এবং সস্নেহে বলিলেন,

রাজকুমারি, তোমার আর কোন ভয় নাই ; তুমি আমার সঙ্গেই রামালিয়ায় ফিরিয়া যাইবে। আমি তোমাকে এখানে রাখিয়া যাইব না !”

তিনি রাজকুমারীর করচুম্বন করিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন; সেই সময় রাজকুমারীর দাসী অন্য কক্ষ হইতে আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। কাউণ্ট বটোভস্কি তাহাকে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই মিঃ ব্লেক, স্মিথ ও কেলিকে সেই কক্ষ ত্যাগ করিবার জন্য ইঙ্গিত করিয়া স্বয়ং প্রস্থানোদ্যত হইলেন,—তাহা দেখিয়া কাউণ্ট বটোভস্কি তাঁহাকে বলিলেন, “না মিঃ ব্লেক, আপনি এখনই চলিয়া যাইবেন না। আপনার সঙ্গীদ্বয় এই কক্ষের বাহিরে অপেক্ষা করিলে ক্ষতি নাই ; কিন্তু আপনাকে এখন এখানে থাকিতেই হইবে। আমার কাজ্ এখনও শেষ হয় নাই।”

* * *

সেই কক্ষে প্রিন্স রাডিশ্লভ ভিন্ন তাঁহার দলের কাহাকেও থাকিতে দেওয়া হইল না। পুরোহিত মহাশয় কাউণ্ট বটোভস্কির ইঙ্গিতে তাঁহার পাঁজী-পুঁথি লইয়া ‘যঃ পলায়তি সঃ জীবতি’ এই মহাজন-বাক্যের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। কাউণ্ট বটোভস্কি রাজনন্দিনী নাতালীর রক্ষার ভার তাহার পরিচারিকার হস্তে ন্যস্ত করিয়া, তাহাদিগকে সেই কক্ষের এক প্রান্তে বসাইয়া রাখিলেন। তাহার পর প্রিন্স রাডিশ্লভের সহিত তাঁহার যে সকল কথার আলোচনা হইল, তাহা বাহিরের লোকের মধ্যে কেবল মিঃ ব্লেকই জানিতে পারিলেন ; কিন্তু তিনি সে সকল কথা কোন দিন কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই।

প্রায় এক ঘণ্টা কাল গুপ্তকথার আলোচনার পর সকলে লাইব্রেরীর বাহিরে আসিলেন। প্রিন্স রাডিশ্লভের অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয় ; তাঁহার মুখ বিবর্ণ, চক্ষুতে হতাশভাব পরিস্ফুট, সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্টপ্রায়। সেই এক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহার বয়স যেন দশ বৎসর বাড়িয়া গিয়াছিল !—তিনি লাইব্রেরী পরিত্যাগ করিয়া নিঃশব্দে দ্বিতলে প্রস্থান করিলেন।

তখন অপরাহ্ণ কাল। সন্ধ্যাসমাগমের অল্পকাল পূর্ব্বে প্রিন্স রাডিশ্লভের সেই বৃহৎ মোটর-গাড়ীখানি প্রাসাদদ্বারে উপস্থিত হইয়া তিন বার বংশীধ্বনি করিল ; কয়েক মিনিট পরে প্রিন্স রাডিশ্লভ, প্রিন্স বার্কো, এবং তাঁহাদের দলের

আরও দুই তিনজন লোক ম্লান মুখে বিষণ্ণ মনে সেই গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। মোটর-চালক তাঁহাদিগকে লইয়া রামালিয়া-ভবন পরিত্যাগ করিল। তাহার পর আর কোন দিন তাঁহাদিগকে সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

কাউণ্ট বটোভস্কির চেষ্টায় রামালিয়া রাজ্যে প্রিন্স রাডিশ্লভের দল পরাভূত হওয়ায় স্বদেশে স্বদেশদ্রোহী রাডিশ্লভের প্রাধান্য স্থাপনের সকল আশা বিলুপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং জার্ম্মানী রামালিয়ায় আত্ম-প্রতিষ্ঠাস্থাপনের জন্য যে ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহাও সফল করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারিল না। প্রিন্স বার্কোর সকল আশা নির্ম্মূল হইল।

সেই দিন সায়ংকালে কাউণ্ট বটোভস্কির সহিত মিঃ ব্লেকের পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; সেই সময় স্মিথও রাজকুমারী নাতালীর অনুরোধে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল। সেখানে তাহাদের মধ্যে কোন্ প্রসঙ্গের আলোচনা হইয়াছিল, নাতালী বা স্মিথ কাহারও নিকট তাহা প্রকাশ করে নাই, সুতরাং আমরাও তাহা জানিতে পারি নাই; তবে স্মিথ নাতালীর নিকট বিদায় লই[illegible] কি একটা জিনিস তাড়াতাড়ি পকেটে পুরিয়াছিল—তাহা [illegible] পাইয়াছিলেন, এবং তাহার চোখ মুখ দেখিয়া তিনি বুঝিতে [illegible] তাহার মনের আনন্দ গোপন করা তখন তাহার অসাধ্য হইয়াছি[illegible]

স্মিথ সেই প্রাসাদের বারান্দায় আসিয়া তাহার মোটর-সা[illegible] পাইল; সে পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিল, সেই অল্প সময়ের[illegible] ভাঙ্গা সাইক্ল সম্পূর্ণ নূতন হইয়া গিয়াছে!

মিঃ ব্লেক ও স্মিথকে সেই রাত্রে নাতালী ও কাউণ্ট বটোভস্কির অ[illegible] করিতে হইল। পরদিন প্রভাতে কাউণ্ট বটোভস্কি রাজকুমারী নাতালীকে [illegible] রামালিয়া রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। মিঃ ব্লেকও স্মিথ ও কেলিকে [illegible] লইয়া গ্রে-প্যান্থারে লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিলেন।

কয়েক দিন পরে মিঃ ব্লেক তাঁহার উপবেশন-কক্ষে বসিয়া একখানি পত্র লিখিতেছিলেন; স্মিথ কিছু দূরে বসিয়া সংবাদ-পত্র পাঠ করিতেছিল। কিন্তু তাহাকে আর কখনও সংবাদ-পত্রে সেরূপ গভীর ভাবে মনঃসংযোগ করিতে দেখা

যায় নাই ; কারণ মিঃ ব্লেক কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তাহাকে দুইবার ডাকিয়াও উত্তর পাইলেন না ! তিনি পুনর্ব্বার অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, "স্মিথ !"

তথাপি স্মিথ নিরুত্তর !

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, কণ্ঠস্বর সপ্তমে তুলিয়া, বলিলেন, "স্মিথ, ওখানে আছ কি ?"

স্মিথ একখানি 'ফটো' তাড়াতাড়ি কাগজের নীচে লুকাইয়া রাখিয়া লজ্জিত ভাবে বলিল, "কর্ত্তা, কি আমাকে ডাকিতেছিলেন ?"—ফটোখানি নাতালীর।

সমাপ্ত

বিষয় এই যে, 'রহস্য-লহরীর' অসংখ্য বাঙ্গালী সুহৃদ ও স্বদেশীয়, গ্রাহক, আমাদের স্বজাতীয় পৃষ্ঠপোষকবর্গের নিকট আমরা সে সাহায্যের বা উপকারের প্রত্যাশা করি নাই,—তিনি 'বাঙ্গালী' না হইলেও, বঙ্গভাষার মাসিক উপন্যাস 'রহস্য-লহরীর' প্রতি আকৃষ্ট হইয়া, এবং নিতান্ত অযোগ্য হইলেও আমদিগকে প্রীতিভাজন বন্ধু মনে করিয়া, প্রেস-সংস্থাপনে এইভাবে সাহায্য করিলেন; অকূল বিপদ সাগরে 'রহস্যলহরীর' কাণ্ডারী হইলেন। এখানে সেই মহানুভব, হিতৈষী সুহৃদের নাম প্রকাশ না করিলেও, আশা করি, ইহা তাঁহার প্রতি আমাদের অকৃতজ্ঞতার নিদর্শন বলিয়া বিবেচিত হইবে না। একমাত্র অন্তর্যামীই জানেন—তাঁহার এই উপকারের ঋণ পরিশোধ করা আমাদের কিরূপ সাধ্যাতীত। যাঁহারা বিপন্নকে বিপদ-সাগর হইতে উদ্ধার করেন, তাঁহারা তাহাদের কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশী নহেন; তাঁহাদের হৃদয় সাধারণ মানবহৃদয়ের উচ্চতর স্তরে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারা স্বার্থ-খতাইয়া, টাকা আনা গণ্ডার হিসাব করিয়া পরের উপকারে আত্মনিয়োগ করিলে পৃথিবীতে কোন সদনুষ্ঠানের চিহ্নমাত্র লক্ষিত হইত না।

যাহা হউক, আমাদের এই হিতৈষী পৃষ্ঠপোষক ও নিত্য শুভানুধ্যায়ী সুহৃদ মহোদয়ের অনুকম্পায় ও আশীর্ব্বাদেই বর্ত্তমান বৈশাখ মাস হইতে 'রহস্য-লহরী-প্রেসে' রহস্য-লহরী উপন্যাস-মালা মুদ্রিত করিতে সমর্থ হইয়াছি। 'বন্দিনী-রাজনন্দিনী' এই প্রেস হইতে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস। সম্পূর্ণ নূতন অক্ষরে, উৎকৃষ্টতর কাগজে ছাপাইয়া, ও সুদৃশ্য কাপড়ে বাঁধাইয়া, সচিত্র 'রহস্য-লহরী' প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আপাততঃ আমরা রহস্য-লহরীর অপ্রকাশিত উপন্যাসগুলি তাড়াতাড়ি প্রকাশিত করিয়া, প্রতিমাসে দুইখানি উপন্যাস একত্র আমাদের অনুগ্রাহক গ্রাহক মহোদয়গণের নিকট প্রেরণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। আশা করি ইহাতে তাঁহাদের আপত্তি হইবে না। যদি তাঁহারা 'বাকি-পড়া' পুস্তকগুলি এই ভাবে গ্রহণ করেন, তাঁহাদের চিরানুগৃহীত রহস্য-লহরীর প্রতি বিমুখ না হ'ন, তাহা হইলে, অর্থাভাবে এখনও প্রেসের যে সকল ত্রুটি আছে, তাহা শীঘ্রই সংশোধিত হইতে পারিবে। প্রেসের কার্য্য

সাহিত পরিচালনের জন্য প্রচুর পরিমাণ অক্ষরাদি ক্রয়ের প্রয়োজন,—এখনও তাহা সম্পূর্ণভাবে সংগৃহীত না হইলেও, আশা করি এই অভাব শীঘ্রই দূরীভূত হইবে। এ বিষয়ে গ্রাহক মহোদয়গণের অনুকম্পা ও সহানুভূতিই আমাদের প্রধান সম্বল। তাঁহাদের অনুগ্রহে বঞ্চিত না হই, ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা। 'বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের' সুযোগ্য পুরোহিত, কর্ম্মবীর, মদীয় অনুজকল্প শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'রহস্য-লহরীর' প্রতিষ্ঠা-বিধানে ও 'রহস্য-লহরী-প্রেসের' পূর্ণতা-সাধনে নানাভাবে সাহায্য করিয়া আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

উপসংহারে নিবেদন, প্রেসের অব্যবস্থায় গতবর্ষের পৌষ-সংখ্যা হইতে 'রহস্যলহরী' বাকি পড়িয়াছে। এজন্য পৌষ ও মাঘ মাসের ১০৮নং ও ১০৯ নং উপন্যাস 'বন্দিনী রাজনন্দিনী ও ডাক্তারের শয়তানী' একত্র প্রকাশিত হইল। ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের (১১০ নং ও ১১১ নং) উপন্যাস আর এক মাসের মধ্যেই প্রকাশিত হইয়া গ্রাহকগণের নিকট প্রেরিত হইবে; এবং আশা করি আষাঢ়ের প্রথমেই আমরা রহস্য-লহরীর পঞ্চদশ বর্ষের প্রথম ও দ্বিতীয় উপন্যাস (বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা) প্রকাশের ও প্রতি বৎসর বারখানি উপন্যাস গ্রাহকগণকে প্রদানের ব্যবস্থা করিতে পারিব। এইসকল উপন্যাস পূর্ব্বপ্রকাশিত উপন্যাসগুলি অপেক্ষা সুখপাঠ্য, কৌতূহলোদ্দীপক ও চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য আমরা কিরূপ চেষ্টা করিতেছি—বর্ত্তমান উপন্যাস দুইখানিই তাহার প্রমাণ। বস্তুতঃ রহস্য-লহরীর নবানুষ্ঠানে গ্রাহকসংখ্যাবৃদ্ধির উপর ইহার ভবিষ্যৎউন্নতি ও স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে। চতুর্দ্দশবর্ষব্যাপী সাহিত্যসাধনায় এই নূতন পথের যাত্রী তাঁহাদের অনুকম্পারই কৃপা প্রার্থী।

অক্ষয় তৃতীয়া,
বৈশাখ, ১৩[illegible]

বিনয়াবনত
শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।